দৈনিক

Manabik Bangladesh

মানবিক বাংলাদেশ

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা রবিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২১৭ ॥ ২৪ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২১ জমাঃ আউঃ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ॥ মূল্য ৫ টাকা

এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে লালন করতে না পারলে ইসলামী শিক্ষা অসম্ভব : ধর্ম উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ডঃ আ ফ ম খালিদ হোসেন এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের যৌক্তিক দাবির সাথে একমত পোষণ করে বলেন, এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে লালন করতে না পারলে ইসলামী শিক্ষা অসম্ভব হবে। এবতেদায়ী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোন প্রতিষ্ঠান নেই,এটা একটি বৈষম্য। এবতেদায়ী শিক্ষকদের দাবি পূরণে আমি শিক্ষা মন্ত্রীকে ডিও লেটার দিবো। আশাকরি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পূর্ণ দাবি পূরণ করতে না পারলেও মোটামুটি কিছু কাজ শুরু হবে ইনশাআল্লাহ।

অনিয়ন্ত্রিত যাত্রাবিরতি কমিয়ে দিচ্ছে আন্তঃনগর ট্রেনের সেবার মান

স্টাফ রিপোর্টার : অনিয়ন্ত্রিত যাত্রা বিরতি কমিয়ে দিচ্ছে আন্তঃনগর ট্রেনের সেবার মান। অথচ স্বল্প সময়ে গন্তব্যে পৌঁছার জনপ্রিয় মাধ্যম আন্তঃনগর ট্রেন। কিন্তু এখন ওসব ট্রেনের সেবার মান দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্যায়ে নেমে এসেছে। এমন পরিস্থিতিতে বিগত সরকারের রাজনৈতিক বিবেচনায় দেয়া আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতিগুলো প্রত্যাহারের পরিকল্পনা করছে রেলওয়ে। তাতে রেলের যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধি ছাড়াও রাজস্ব আয় বাড়বে বলে রেলওয়ে সংশ্লিষ্টরা আশাবাদী। বাংলাদেশ রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দেশের বিভিন্ন স্টেশনে আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতির হার অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। রাজনৈতিক বিবেচনায় শুধু রেলের পূর্বাঞ্চলেই ২৩টি আন্তঃনগর ট্রেনকে ২৩টি স্টেশনে উভয় মুখে (৪৬ বার) যাত্রাবিরতি দেয়া হয়েছে। স্থানীয় সংসদ সদস্য কিংবা মন্ত্রী, প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতির জন্য রেলওয়েকে সুপারিশ করেছেন। রেলের মাঠ পর্যায়ের অপারেশন ও বাণিজ্যিক বিভাগ থেকে অনীহা থাকলেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপে কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করেছে। করোনাকালীন সংকটের পর সারা দেশে ৯৩টি দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেনের সার্ভিস বন্ধ করে দেয়া হয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেনের সংখ্যা কমে যাওয়ায় স্টেশনে ট্রেন থাকার হারও কমে যায়। পরে স্থানীয়দের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে রেলের অনাগ্রহ সত্ত্বেও রেলওয়েকে আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতি বাড়াতে হয়েছে। সূত্র জানায়, ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে চলাচলকারী মহানগর এক্সপ্রেসের মাধ্যমে ১৯৮৫ সালে আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস চালু হয়। ওই ট্রেনগুলোর বিরতির সংখ্যা যথাসম্ভব সীমিত এবং গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন বা জংশন ছাড়া কোথাও না থামার সিদ্ধান্ত রাখা হয়। সম্প্রতি রেলের পরিবহন বিভাগের কাছে বিভিন্ন স্টেশনে দেয়া আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতির তালিকা চাওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলে ১৫ বছরের ২৩ জোড়া ট্রেনের যাত্রাবিরতির তালিকা রেলভবনে পাঠানো হয়। এখন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অফিস কাজের পাশাপাশি নিয়মিত বিরতিতে রানিং ট্রেনের সেবার মান যাচাই, পরিদর্শন ও সেবা গ্রহীতার মনোভাব পর্যবেক্ষণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি ট্রাফিক বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে গুরুত্ব বিবেচনায় এনে আন্তঃনগর ট্রেনগুলোর অনাকাঙ্ক্ষিত যাত্রাবিরতির বিষয়েও রেলওয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। সূত্র আরো জানায়, পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল রেলের প্রায় ১০০টি দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেন বন্ধ থাকায় এখনই আন্তঃনগর ট্রেনের অপ্রয়োজনীয় যাত্রাবিরতি তুলে নেয়া হলে স্থানীয়দের ক্ষোভ বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এজন্য রেলওয়ে প্রাথমিকভাবে বন্ধ থাকা দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেনগুলো চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। একটি আন্তঃনগর ২-এর পাতায় দেখুন

জুরাইনে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর জুরাইনের একটি বাসা থেকে মো. সাদ্দাম নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার রাত ১১টার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। কদমতলী থানার এসআই মো. মাহবুবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, রাতে খবর পেয়ে তারা জুরাইনের আলমবাগের একটি বাসা থেকে সাদ্দাম হোসেনকে (২৬) ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এই পুলিশ কর্মকর্তা আরও জানান, পরিবারের সদস্যদের দাবি, পারিবারিক কলহের জেরে নিজ কক্ষে সিলিংফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। নিহত সাদ্দাম বরিশালের বাবুগঞ্জ থানার বাকুদিয়া গ্রামের আনার মেকারের ছেলে। জুরাইনের আলমবাগে ভাড়া বাসায় থাকতেন। সাদ্দাম একটি টেইলার্সের মালিক ছিলেন।

'ফিসফিসানি'তে অভ্যুত্থানের অর্জন প্রশ্নবিদ্ধ না করার আহ্বান ভূমি উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : আনাচে-কানাচে ফিসফিসানির দ্বারা গণঅভ্যুত্থানের অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ না করার আহ্বান জানিয়েছেন ভূমি মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ। তিনি বলেছেন, এই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে অর্জন হয়েছে, সেই অর্জনকে আমরা যেন আনাচে-কানাচে ফিসফিসানির দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ না করি। রুখে দাঁড়ানোর যে আহ্বান বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন পোস্টারে, দেয়ালে, বিভিন্ন লেখায় আমরা দেখেছি, সেই রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। এখনো আছে, আগামীতেও থাকবে। শনিবার (২৩ নভেম্বর) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ ও আহতদের স্মরণে আয়োজিত 'আত্মত্যাগের চেতনায় আগামীর বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাসান আরিফ এসব কথা বলেন। সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির মাল্টিপারপাস হলে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যেকোনো পতনের পর তারা (পতিতরা) ২-এর পাতায় দেখুন

জ্বালানি খাতে সাশ্রয় হয়েছে ৩৭০ কোটি টাকা : জ্বালানি উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের ৩ মাসে জ্বালানি খাতে ৩৭০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। শনিবার (২৩ নভেম্বর) রাজধানীর হোটেল ওয়েস্টিনে শিল্প খাতে জ্বালানি সংকট নিয়ে বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) আলোচনা সভায় এ কথা জানান তিনি। মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে এগিয়ে যেতে হবে। চলতি সপ্তাহে ৪০টি নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের দরপত্র দেওয়া হবে। তনি বলেন, পাবলিক সেক্টরে প্রতিযোগিতার অভাব রয়েছে। টিকে থাকতে হলে ঘুষ বাণিজ্য থেকে বের হতে হবে। সরকারি ক্রয়কে প্রতিযোগিতার মধ্যে আনার প্রয়োজন রয়েছে। সরকারের সঙ্গে সখ্য করে আর ব্যবসা হবে না। ভালো ব্যবসায়ীদের জন্যই উপযোগিতা তৈরি করা হবে।

ডেঙ্গুতে প্রাণ গেল আরও ১০ জনের

স্টাফ রিপোর্টার : ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৮৮৬ জন। শনিবার (২৩ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গুবিষয়ক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়াদের মধ্যে ঢাকা সিটি করপোরেশনের ৩৭৩ জন এবং বাকিরা ঢাকার বাইরের। এ সময়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ৯৩৮ জন। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৮৫ হাজার ৭১২ জন।

এর মধ্যে ছাড়পত্র পেয়েছেন ৮১ হাজার ৪৫৬ জন। মারা গেছেন ৪৪৮ জন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক ড. আতিকুর রহমান জানান, ডেঙ্গু এখন সিজনাল নেই, সারা বছরই হচ্ছে। বৃষ্টি শুরু হলে এটা বাড়ছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশা নিরোধক ওষুধ ব্যবহারের পাশাপাশি সিটি করপোরেশনে পক্ষ থেকে সব জায়গায় প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে। একইসঙ্গে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। কীটতত্ত্ববিদ ড. মনজুর চৌধুরী বলছেন, মশানিধনে শুধু জেল-জরিমানা আর জনসচেনতনা বাড়িয়ে কাজ হবে না। সঠিকভাবে জরিপ চালিয়ে দক্ষ জনবল দিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে দেশের ইতিহাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন রোগী আক্রান্ত এবং ১ হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু হয়।

আন্দোলনে সেবা দেওয়া চিকিৎসকদের নিয়ে প্রতিনিধি কমিটি ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সেবাদানকারী চিকিৎসকদের সমন্বয়ে এবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে প্রতিনিধি কমিটি গঠন করেছে জাতীয় নাগরিক কমিটি। গত শুক্রবার রাতে জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসিরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সদস্যসচিব আখতার হোসেন এই কমিটি অনুমোদন করেন। জাতীয় নাগরিক কমিটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সেবাদানকারী চিকিৎসকদের সমন্বয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জাতীয় নাগরিক কমিটির ১০৩ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। ওই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়

২-এর পাতায় দেখুন

বিচারের আগে আ.লীগের মাঠে থাকার সুযোগ নেই : উপদেষ্টা নাহিদ

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে যেসব ছাত্র মিছিলের সম্মুখ সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম নাহিদ ইসলাম। বর্তমানে তিনি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করছেন। সম্প্রতি তিনি একটি গণমাধ্যমে দেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে কথা বলেছেন। গণহত্যার দায়ে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হবে কি না কথা বলেছেন সেই প্রসঙ্গেও। আওয়ামী লীগ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে নাহিদ ইসলাম বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নির্বিচারে মানুষ মেরে আওয়ামী লীগ রাজনীতি করার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে। তাদের কেবল বিচারের কাঠগড়াতেই উঠতে হবে না, ক্ষমা চাইতে হবে জনগণের কাছে। বিচার প্রক্রিয়ার আগে তাদের মাঠে থাকার অধিকার নেই, সুযোগও নেই। তথ্য উপদেষ্টা আরও বলেন, সরকার কোনো দলের কাছে নয়, জনগণের আকাঙ্ক্ষার কাছে দায়বদ্ধ। তাই বিএনপি দ্রুত নির্বাচনের জন্য যতোই চাপ দিক, সংস্কার কমিশনের কাজের ওপর ভিত্তি করেই নির্বাচনের দিকে এগোবে সরকার। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে তিনি বলেন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অন্তরায় যে আইনগুলো রয়েছে সেগুলো পর্যালোচনা করা হবে। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক নিরাপত্তা আরও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো আলোচনা পর্যালোচনা করে একটি রূপরেখা করার চেষ্টা করবো আমরা। ২-এর পাতায় দেখুন

যমুনা ফিউচার পার্ক বন্ধ ঘোষণায় সড়ক অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর যমুনা ফিউচার পার্কের সামনের সড়ক অবরোধ করেছেন দোকান মালিক ও কর্মচারীরা। এর ফলে এ সড়কে সৃষ্টি হয় যানজট। অবরোধের আধা ঘণ্টা পরেই তারা সড়ক থেকে সরে যান। গতকাল শনিবার দুপুর ১২টার দিকে যমুনা ফিউচার পার্কের সামনের সড়ক অবরোধ করেন তারা। ভাটারা থানার এসআই কামরুজ্জামান জানান, দুপুরের দিকে যমুনা ফিউচার পার্কের সামনের সড়ক অবরোধ করেছেন দোকান মালিক ও শ্রমিকরা। শুধুমাত্র শপিংমলটির সামনের সড়ক তারা অবরোধ করেছেন। অবরোধকারীদের বুঝিয়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ঘটনাস্থলে দায়িত্বরত ভাটারা থানার এসআই মো. আব্দুল কাদের জানান, যমুনা ফিউচার পার্কের মোবাইলের শো-রুমে চুরির ঘটনায় মার্কেট কর্তৃপক্ষ

২-এর পাতায় দেখুন

ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা পুনর্বিবেচনার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : সুপ্রিম কোর্টের আদেশ বাস্তবায়ন ও নিষেধাজ্ঞা পুনর্বিবেচনা করে সড়কে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল করতে দেওয়াসহ সাত দফা দাবি জানিয়েছে রিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক চালক সংগ্রাম পরিষদ। গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত এক সমাবেশে এসব দাবি জানানো হয়। রিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক চালক সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি জালাল আহমেদ বলেন, সারা দেশে ৫০ লাখ মানুষ ইজিবাইক, রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত যানবহানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। ঋণ নিয়ে, জমি বন্ধক রেখে, পুলিশি নির্যাতন, অবৈধ চাঁদাবাজি মোকাবিলা করে ৫০ লাখ মানুষ বছরে দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রায় ২ লাখ

২-এর পাতায় দেখুন

শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে হাইকোর্ট কর্তৃক ঢাকা মহানগরে ব্যাটারি রিকশা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহর করে সুপ্রিম কোর্টের আদেশ বাস্তবায়ন ও হাইকোর্টের দেয়া নিষেধাজ্ঞা পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়ে রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যগে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

গুজব ছড়ানোর আগে নিজের ভাই-বোন-পরিবারের কথা চিন্তা করুন : স্নিগ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধের ভাই ও জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ বলেছেন, গুজব ছড়ানো অনেক সহজ, কিন্তু যাদের ব্যাপারে ছড়ানো হচ্ছে তাদের জীবনের ওপর দিয়ে কি যাচ্ছে তা জড়িতরা বুঝতে পারছে না। গুজব ছড়ানোর আগে তিনি নিজের ভাই-বোন-পরিবারের কথা চিন্তা করতে বলেছেন। গতকাল শনিবার বেলা ১১টায় বরিশাল জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে 'শহীদ পরিবারের পাশে বাংলাদেশ' কর্মসূচির আওতায় ৭৯ জন শহীদ পরিবারের সদস্যদের পাঁচ লাখ টাকা করে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। স্নিগ্ধ বলেন, যারা আন্দোলনে শহীদ

২-এর পাতায় দেখুন

দেশের উন্নতির জন্য উদ্যোক্তা প্রয়োজন: গণশিক্ষা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের উন্নতির জন্য উদ্যোক্তা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। তিনি বলেছেন, আমরা উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করি। আমাদের সরকারি-বেসরকারি, বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্যোক্তা প্রয়োজন। তাদের দেশে রাখার পরিবেশ তৈরি করতে হবে কারণ দেশের উন্নতির জন্যই উদ্যোক্তা প্রয়োজন। শনিবার (২৩ নভেম্বর) সোবহানবাগের ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির সাবেক ক্যাম্পাসে 'গ্লোবাল এন্ট্রাপ্রেনারশীপ উইক-২০২৪' এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। ডা. বিধান রঞ্জন রায় বলেন, আমাদের দেশের বেশিরভাগ উদ্যোক্তারা স্বল্প শিক্ষিত। যারা উচ্চশিক্ষিত হন তারা বেশিরভাগ চাকরিমুখী। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় চাকরি ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না আমরা। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও কথাটা একই ভাবে প্রযোজ্য। তিনি বলেন, আমাদের কারিকুলাম বরাবর যেটা চলে এসেছে সেটা আমাদের সেই চাকুরী ভিত্তি শিক্ষাই দেয়। যে বিষয়টি আমরা অবজ্ঞা করেছি বিগত কারিকুলামে কয়েকটি পজিটিভ দিকও ছিল। যেমন প্রাক্টিক্যালি কাজ করে আয়ত্ত করা, যৌথভাবে কাজ করা এই প্রসঙ্গগুলো ছিল কিন্তু সেগুলো আমরা বর্জন করে ফেলেছি এর কারণ আমাদের মানসিক জড়তা। অভিভাবকরা মনে করেন আমাদের ছেলে মেয়েরা সেটাই করবে যেটা আমরা করে এসেছি। বাচ্চাদের শুধু পরীক্ষা দিতে হবে তাতে ভালো মার্কস পেতে হবে এটাই লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, মানুষের জন্য স্পেসিফিক বিষয় হল তার কল্পনা উদ্ভাবনী। আমি মনে করি আমাদের কারিকুলাম এমন হওয়া উচিত যেখানে মানুষ মুক্ত চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ হবে, যেখানে উদ্ভাবনী চিন্তা উৎসাহিত হবে। সমাজের সকলে এব্যাপারে সচেতন হয়ে অংশ নিলে সরকারের জন্য এ কাজ সহজ হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট এর নির্বাহী পরিচালক কে এম হাসান রিপন, বিশেষ ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা রবিবার ॥ ২৪ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাংলা

আমদানির সাড়ে তিনগুণ দামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে আলু

স্টাফ রিপোর্টার : মৌসুমের শেষের দিকে বাজারে আলু সরবরাহ ঠিক আছে, তবুও সাড়ে তিনগুণ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে পণ্যটি। ভারত থেকে ২১ টাকা ৬০ পয়সা কেজি দরে আলু আমদানি করা হচ্ছে। পরিবহন খরচসহ অন্যান্য খরচ ও লাভসহ পণ্যটি পাইকারি সর্বোচ্চ ২৮ টাকা ও খুচরা সর্বোচ্চ ৩৫ টাকা দরে বিক্রির কথা। কিন্তু বাজারে সেই আলু ৭৫ টাকা কেজি দরে কিনছেন ক্রেতারা। আমদানির পাশাপাশি বাজারে আসতে শুরু করেছে কৃষকের নতুন আলু। অন্যদিকে আলু আমদানিতে শুল্কহার ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। তবুও কমিশন বাণিজ্যে সিন্ডিকেটের কারণে বাজারে হু হু করে আলুর দাম বাড়ছে। জানা গেছে, এই সিন্ডিকেটের গাছ আমদানিকারকরা ও মুল শিকড় শ্যামবাজারের আড়তদার সিন্ডিকেট। আগে থেকেই অবৈধভাবে মুনাফা লাভের গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে তারা। আমদানিকারকরা কমিশনের মাধ্যমে আড়তদারদের দিয়ে আলু বিক্রি করান। আমদানিকারকরা সর্বোচ্চ ২১ টাকা ৬০ পয়সার আলুকে তারা দুই পর্যায়ে সিন্ডিকেট করে আড়তদারদের ৫৫-৬০ টাকা বিক্রির নির্দেশ দিয়েছে। আড়তদাররা এই দামে আলু বিক্রি করছেন। ফলে এই আড়তি দামের আলু খুচরা বাজারে সর্বোচ্চ ৭৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এদিকে দেশের হিমাগারগুলোতে চলছে আরেক সিন্ডিকেট। কোল্ড স্টোরেজে যারা আলু সংরক্ষণ করছেন, তারা এখন দাম বাড়িয়ে বিক্রি করছেন।

যে কারণে আলুর দাম বেশি বেড়েছে। এখানে গুটিকয়েক ব্যবসায়ী আছেন, যারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করছেন। পুরাতন আলু প্রতি কেজি ৩৫ থেকে ৪০ টাকা দরের আলু হিমাগার পর্যায় থেকে দাম বাড়িয়ে ৬০-৬৫ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। সেই আলু পাইকারি বাজার হয়ে খুচরা পর্যায়ে ৭৫-৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। যা এক মাস আগেও ৫৫-৬০ টাকা ছিল। রাজধানীর কারওয়ান বাজারে বাজার করতে আসা মো. রবিউল ইসলাম বলেন, শীত আসার আগে প্রতি বছর ২৫ টাকার নিচে নেমে আসে আলু। এ সময় এক কেজি আলু ৭৫ টাকা মানে, এটি একটি অরাজকতা। এগুলো কী দেখার কেউ নেই? এ বিষয়ে কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সাবেক সভাপতি গোলাম রহমান বলেন, 'কোনো সরকারই বাজারে সিন্ডিকেট ভাঙতে পারেনি। তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা ছিল সিন্ডিকেট ভাঙবে। কিন্তু সেটাও দেখা যাচ্ছে না। সরকার গঠনের পর চাঁদাবাজি বন্ধ হওয়ায় হঠাৎ করে কিছু পণ্যের দাম কমেছিল।

তবে কয়েকদিন পরই চাঁদাবাজির হাতবদল হওয়ায় ফের পণ্যের দাম বাড়তে শুরু করেছে। এর মধ্যে পুরোনো সেই সিন্ডিকেট সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বাড়িয়েছে পণ্যের দাম। এতে নাজেহাল ভোক্তা।' তিনি বলেন, পণ্যের দাম কে বাড়ায়, 'কারা সিন্ডিকেট করে সরকারের কাছে সব তথ্য আছে। ব্যবস্থা নিতে পারলে দাম কমবে। তবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ভর করেছে সব গাফিলতি। গলাকাটা দাম আর কত সইবে ভোক্তা।'

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে একাই ২৮টি গুলি ছোড়েন তৌহিদুল

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও থানাধীন বহদ্দারহাট এলাকায় ৫ হাজার টাকার চুক্তিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলি চালিয়েছিলেন তৌহিদুল ইসলাম ফরিদ। গত শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে সাতক্ষীরা জেলার সদর থানার কমলনগর এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে নগরের চান্দগাঁও থানা পুলিশ। পুলিশ বলছে, ছাত্র-জনতার ওপর একাই ২৮টি গুলি ছোড়েন তৌহিদুল। স্থানীয় সূত্র ও বিভিন্ন গণমাধ্যম বলছে, তৌহিদুল চান্দগাঁও ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর এসরারুল হকের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। তৌহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ৫টি হত্যাসহ অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি মাদক ও ছিনতাইয়ের ১২টি মামলা রয়েছে। তিনি নগরের চান্দগাঁও থানাধীন শমশের পাড়ার বড় পুকুরপাড় এলাকার মনু সওদাগর বাড়ির মো. সেকান্দরের ছেলে। গতকাল শনিবার দুপুরে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ (সিএমপি) কমিশনারের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান উপ-কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন্স) মো. রইছ উদ্দিন। পুলিশ কর্মকর্তা মো. রইছ উদ্দিন বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এবং তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় সাতক্ষীরার কামালনগর এলাকা থেকে গত শুক্রবার বিকেলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলি চালানো তৌহিদুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নগরের চান্দগাঁওয়ের বিভিন্ন এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নির্বিচার গুলি করার কথা স্বীকার করেছেন তৌহিদুল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-

৭-এর পাতায় দেখুন

জাতির ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে পালিয়ে গেছেন শেখ হাসিনা: রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : জাতির ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে শেখ হাসি-না পালিয়ে গেছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, শিশু, কিশোর, তরুণ কাউকে রেহাই দেয়নি ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার সরকার। নাফিজরা বাংলাদেশকে মুক্ত বাতাস উপহার দিয়ে গেছেন। একজন ব্যক্তি জোর করে ক্ষমতায় থাকতে নিরপরাধ কাউকে ছাড় দেননি। শনিবার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে ছাত্র আন্দোলনে শহীদ শিক্ষার্থী গোলাম নাফিজের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বিএনপি প্রতিনিধিদল। মহাখালীতে নাফিজের বাসায় গিয়ে তার পরিবারকে বিএনপির পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। এসময় রুহুল কবির রিজভী বলেন, আগামী দিনের ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে দিয়ে পালিয়ে গেছেন (শেখ হাসি-না)। আওয়ামী লীগ বরাবরই মানুষের গলা টিপে ধরে এক পরিবারের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তিনি বলেন, নাফিজরা অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছেন। পাঠ্যবই থেকে শুরু করে সবখানে শেখ মুজিবুর রহমানের কথা তুলে ধরে সবার অবদানকে অস্বীকার করা হয়েছে। যেনতেনভাবে টিকে থাকতে সবরকম কাজ করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। বেনজীর, হারুনদের মতো লোক তৈরি করে গুলি করে মানুষ হত্যা করেছে। নাফিজদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দেওয়া হবে না। বিএনপির এ মুখপাত্র বলেন, মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে। নাফিজ, মুগ্ধ, আবু সাঈদদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে। তারেক রহমান সবার পাশে আছেন এবং থাকবেন। এসময় হত্যাকারীদের বিচার দাবি করেন নাফিজের মা। এছাড়া নাফিজ যেখানে শহীদ হন সেখামে নাফিজ চত্বর ঘোষণার দাবি জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আমরা বিএনপি পরিবারের সদস্য সচিব কৃষিবিদ মো. মোকছেদুল মোমিন মিথুনসহ বিএনপির নেতাকর্মীরা।

২ মার্চ 'জাতীয় পতাকা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি পেলে সবাই গৌরবান্বিত হবে : মঈন খান

স্টাফ রিপোর্টার : ২ মার্চ 'জাতীয় পতাকা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান। বলেন, 'এতে শুধু আ স ম আব্দুর রব নয়, দেশের প্রতিটি মানুষই গৌরবান্বিত হবেন।' শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে ২ মার্চ পতাকা দিবস ঘোষণার দাবিতে প্রতিবাদী সমাবেশে তিনি একথা বলেন। 'হৃদয়ে পতাকা ২ মার্চ' নামের একটি সামাজিক সংগঠন সমাবেশের আয়োজন করে। অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে মঈন খান বলেন, 'অতীত সরকার যদি সঠিক ইতিহাস নির্ধারণ না করে থাকে তাহলে আপনারা সঠিক ইতিহাস নির্ধারণ করুন। তারই ধারাবাহিকতায় যথাযথ মর্যাদা স্বীকৃত দিয়ে ২ মার্চ জাতীয় পতাকা দিবস পালন করুন।' 'অবাক লাগে স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর আমাদের কেন জাতীয় পতাকা দিবসের ঘোষণার দাবি জানাতে আলোচনা করতে হবে। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ কলাভবনের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন আ স ম আব্দুর রব। ওই দিন পূর্ব পাকিস্তানের গণতন্ত্রকামী মানুষের প্রতিবাদ মুখে তৎকালীন সংসদ অধিবেশন বাতিল হয়েছিল।' মঈন খান বলেন, 'সেদিনের পতাকা শুধু লাল-সবুজের পতাকা ছিল না, কেন্দ্র ছিল সোনালী বাংলাদেশ। তখনও কিন্তু স্বাধীনতার ঘোষণা হয়নি। ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, স্বাধীনতার ঘোষণার আগেই স্বাধীন দেশের পতাকা উত্তোলন হয়েছিল। এটা একটা ইউনিক। সেদিন হাজার হাজার মানুষ রাজপথে নেমেছিল। গত ৫ আগস্টের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের চেয়ে আলাদা ছিল না। 'সেদিন আ স ম আবদুর রবের সঙ্গে ছিলেন শাহজাহান সিরাজ, নুরে আলম সিদ্দিকী, আব্দুস কুদ্দুস পাটোয়ারী। স্বাধীনতার ইতিহাস তাদেরকে আমরা কতটুকু সম্মান জানাতে পেরেছি?'বিএনপির এই অন্যতম সিনিয়র নেতা বলেন, '১৯৪৮ সালে রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই উচ্চারণের মধ্যে স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিল ছাত্ররা। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন দেখেছি, ১৯৬২ সালে শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখেছি। সেদিন হামিদুর রহমানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ঢাকার রাজপথে হাজার হাজার ছাত্র আন্দোলন করেছিল।''সেদিন ছাত্ররা বলেছিল এই শিক্ষানীতি ছিল ধনিক শ্রেণির জন্য, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নয়। এরপর ৬৯'র এবং '৭১ সালে ছাত্র বিদ্রোহের ইতিহাস। লাখ লাখ মানুষের বুকের রক্তের ওপর দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। সেই সময়ে বাংলাদেশের মানুষ একটাই কথা বলেছিল আমরা গণতন্ত্র চাই।'সেই ধারাবাহিকতায় বিগত ১৫ বছর ধরে ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে জনগণ আন্দোলন করেছে মন্তব্য করেন মঈন খান। বলেন, 'গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে স্বৈরাচার শেখ হাসিনা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এসব ইতিহাস একই সূত্রে গাঁথা।''বাংলাদেশের ইতিহাসে ছাত্ররা যে ভূমিকা পালন করেছে তা অবিস্মরণীয়। এটা বিশ্ব ইতিহাসের অংশ হিসেবে থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আজকে নতুন করে লাল-সবুজের পতাকা থেকে তরুণ ছাত্রদের শিক্ষা নিতে হবে।'আয়োজক সংগঠনের সভাপতি শাহানা সুলতানার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো. মঞ্জুর

৭-এর পাতায় দেখুন

বাকশাল ২.০ করতে চেয়েছিলেন শেখ হাসিনা: জোনায়েদ সাকি

রাজশাহী প্রতিনিধি : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার পিতার মতো বাকশাল করতে চেয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। তিনি বলেছেন, "৭৫ সালের বাকশাল ছিল ৭২-এর সংবিধানের ক্ষমতার কাঠামোর ধারাবাহিকতা। যেমনটা শেখ হাসি-না বাকশাল ২.০ তৈরি করতে গিয়েছিলেন ওই একই সংবিধানে। তিনি ভেবেছিলেন, গণতন্ত্রের মোড়কে বাকশাল চলবে। সেটাই তিনি কায়েম করতে চেয়েছিলেন।" শনিবার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে রাজশাহী নগরের সাহেববাজার বড় মসজিদ চত্বরে এক গণসংলাপে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। 'রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তরে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের জন্য' এই গণসংলাপের আয়োজন করে গণসংহতি আন্দোলনের রাজশাহী জেলা শাখা। এতে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। তিনি বলেন, "৭২ সালে যে সংবিধান করা হয়েছে, সেখানে ৭১ সালের মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। ওই সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী সংবিধানেরও উর্ধ্বে। সমস্ত রাষ্ট্র তিনি তার পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলতে পারেন। অনেকে বলে, ৭২-এর সংবিধান ঠিক আছে, ৭৫-এর বাকশালটা করা ঠিক হয় নাই। কোনো কোনো বামপন্থীরাও বলে। আমরা বলি, এই সংবিধান আমরা চাই না যা কোনো শাসককে

৭-এর পাতায় দেখুন

নীলফামারীতে আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, ২৭৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে পুলিশের ওপর হামলা করে ইউপি চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতা মোখলেছুর রহমান বিমানকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এঘটনায় ২৭ জনের নাম উল্লেখ করে ২৫০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়। গতকাল শনিবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন থানা পুলিশের ওসি আশরাফুল ইসলাম। এর আগে বৃহস্পতিবার পুলিশের এসআই জহরুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। আসামিরা হলেন- রনচন্ডী ইউনিয়নের উত্তর বাফলা গ্রামের মৃত ওমর আলীর ছেলে মোকলেছুর রহমান বিমান (৪২)। তিনি রনচন্ডী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি, রনচন্ডী উত্তরপাড়ার আবুল কালামের ছেলে ও ১ নম্বর ওয়ার্ডের ছাত্রলীগের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম (২৫), রনচন্ডী উত্তরপাড়া এলাকার বাসিন্দা ও ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের

৭-এর পাতায় দেখুন

দেয়ালশিল্পে বাংলাদেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে : অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : দেয়ালশিল্পে বাংলাদেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। শনিবার (২৩ নভেম্বর) ঢাকার পান্থপথের দৃকপাথ ভবনে 'পেইন্ট দ্য স্কাই, মেক ইট ইওরস: তারুণ্যের চোখে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। দৃক গ্যালারিতে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করে বিশ্বব্যাংক। প্রদর্শনীতে দেশে ছাত্র ও যুবকদের আঁকা প্রাণবন্ত দেয়ালশিল্প দেখানো হয়েছে, যা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দেশের ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে তুলে ধরে। ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, চট্টগ্রাম, বরিশাল, কুমিল্লা, রংপুর, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানসহ ১২টি জেলা থেকে শিল্পকর্মগুলো এসেছে। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, দেশের ছাত্র এবং যুবকদের আঁকা দেয়ালশিল্পের (গ্রাফিতি) একটি অনুপ্রেরণামূলক সংগ্রহ প্রদর্শন করা হয়েছে, যা একটি সমৃদ্ধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের জন্য তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলন ঘটেছে। দেয়ালশিল্পকর্মগুলো আমাদের তরুণদের পরিবর্তন ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতে সীমাহীন সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি বলেন,

এটা খুবই শক্তিশালী মাধ্যম যা মনে বিশ্বাসের জন্ম দেয়। এটা আশা জাগায়। বড়রাও এত বড় কল্পনা করতে পারবে না। বড় কবিতাতেও বলা যাবে না। আমাদের যুবক তরুণরা দেয়াল শিল্পের মাধ্যমে তা করিয়ে দেখিয়েছে। যা আমাদের অনুপ্রেরণা দেয়, যা একটি সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশের দিকে নিয়ে যাবে। স্বাগত বক্তব্যে বাংলাদেশ ও ভুটানের জন্য বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদুল্লায়ে সেক বলেন, একটি অবিশ্বাস্য এবং একটি অভূতপূর্ব উপায়ে এবং অভূতপূর্ব ট্রমা এবং ত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশি ছাত্র এবং তরুণরা তাদের সৃজনশীলতা এবং শিল্পকে ব্যবহার করেছে দেশের জন্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানাতে। এই প্রদর্শনী ভবিষ্যতের জন্য তাদের উদ্বেগ এবং অগ্রাধিকারগুলো প্রদর্শন করে এবং তাদের কথা শোনা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ ন্যায়ের জন্য কেঁদেছে। জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশের দেয়ালগুলো ন্যায়ের জন্য কাঁদছে। এ সময় আমরা দেয়াল লেখনীর ও ছবির শক্তি দেখতে পেরেছি। যারা এ কাজটি করেছে তাদের সম্মান জানাই। দেয়াল লেখনীর শক্তি ফলশ্রুতিতে আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ ও স্বাধীনতা

৭-এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রামে ভাতিজাকে হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার চাচা

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের পটিয়া থানার পূর্ব হাইদগাঁও গ্রামে মো. রাশেদ (২৩) নামে এক যুবককে হত্যার অভিযোগে তার চাচা জালাল উদ্দিনকে (৪৫) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) চট্টগ্রাম জেলা ও মেট্রো ইউনিটের একটি টিম। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে নগরের চান্দগাঁও থানার খাজা রোড এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার জালাল উদ্দিন, একই থানার হাইদগাঁও গ্রামের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের হাজীপাড়ার রাজা মিয়ার ছেলে। সিআইডি সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ নভেম্বর রাতে পাওনা টাকা না দেওয়ায় ভাতিজা রাশেদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় চাচার। এক পর্যায়ে চাচার হাতে থাকা ধারালো ছুরি দিয়ে ভাতিজার গলার দুই পাশে পোচ দেয়। এতে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভাতিজা রাশেদ। ঘটনার পর পালিয়ে যায় চাচা জামালও। পরবর্তীতে স্থানীয় লোকজন ও আত্মীয় স্বজনের

৭-এর পাতায় দেখুন

বরগুনায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলের ২ আরোহী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : বরগুনার পুরাঘাটা সড়কে গাছবোঝাই গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে রাব্বী (২৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দুই জন। গত শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে বরগুনা সদর উপজেলার বরগুনা পুরাঘাটা সড়কের চালিতাতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বরগুনা সদর থানার ওসি দেওয়ান জগলুল হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। নিহত রাব্বি বরগুনা সদর উপজেলার ৮ নম্বর ইউনিয়নের আইয়ুব আলীর ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গত শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে বরগুনা থেকে কাঠবোঝাই একটি টাফি গাড়ি পুরাঘাটার দিকে যাচ্ছিল। পথে একটি মোটরসাইকেল অতিক্রম করার সময় টাফির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে আরোহী গোলাম রাব্বি

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজশাহীতে চাঁদাবাজি ও দখলদারত্ব বন্ধে কঠোর হুশিয়ারি যুবদল নেতা রবি'র

মোঃ সাকিবুল ইসলাম স্বাধীন, রাজশাহী: কোনো অবস্থাতেই আমারসহ দলের কথা বলে কেউ যদি চাঁদা কিংবা অবৈধ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করলে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিন। সেইসঙ্গে মামলা করবেন। বিএনপি বা যুবদলের নাম ভাঙিয়ে চাঁদাবাজি করলে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন রাজশাহী মহানগর যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম রবি। শুক্রবার (২২ নভেম্বর) সকালে নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে শিরোইল বাসটার্মিনাল এলাকায় সচেতনতা মূলক শান্তিসভায় এমন কথা বলেন তিনি। সচেতনতা মূলক সভায় রফিকুল ইসলাম রবি বলেন, রাজশাহী মহানগর যুবদলের কেউ অবৈধ কাজের প্রশ্রয় দেবে না। 'এসব কাজ যারা করছেন বা চেষ্টা করছেন তাদের আমি কঠোর হুঁশিয়ারি দিচ্ছি। রাজশাহীর মানুষের সঙ্গে কোনোরকম অন্যায় করবেন না। আমাদের কারও নাম ব্যবহার করবেন না। আমাদের নামে চাঁদাবাজি ও অবৈধ সুবিধা আদায় কিংবা কোনো ধরনের হুমকি দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন।' এমন কোনো বিষয়ে জানতে পারলে উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন এই যুবদল নেতা। দুর্নীতি, দখল, চাঁদাবাজি বন্ধে কঠোর বার্তা উপেক্ষা করে একটি গোষ্ঠী সরকারি, বেসরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। কেউ চাইছে ঠিকাদারি, কেউ দাবি করছে চাঁদা, আবার কেউ ব্যস্ত চেয়ার দখল নিয়ে। ক্ষমতার পালাবদলে যেন দখলের মচ্ছব লেগেছে সর্বত্র। এসব বিষয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান একের পর এক ভিডিও বার্তা দিয়ে নেতাদের সংযত আচরণের নির্দেশনা দিয়েছেন। তবুও কতিপয় অনুপ্রবেশকারী বিএনপির নাম ভাঙ্গিয়ে নানা অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে। এ বিষয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে পরিষ্কার ম্যাসেজ দেওয়া হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার। নেতিবাচক কোনো কাজের দায় দল হিসেবে যুবদল নেবে না। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান একের পর এক ভিডিও বার্তা দিয়ে দলটির নেতাদের সংযত আচরণের নির্দেশনা দিয়েছেন। সেটা বাস্তবায়নে কাজ করছে রাজশাহী মহানগর যুবদল। সভায় রবি আরও বলেন, আপনারা পরাজিত

৭-এর পাতায় দেখুন

সংস্কারে দীর্ঘ সময় নিলে ফ্যাসিস্ট ষড়যন্ত্রকারীরা সময় পেয়ে যাবে: পরওয়ার

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, আপনারাতো অন্তর্বর্তী সরকার, আপনারা তো দেশ শাসন করতে আসেননি। সংস্কার কাজে বেশি সময় নেওয়া যাবে না। সংস্কারে দীর্ঘ সময় নিলে ফের খুনের মাস্টার মাইন্ড ও ফ্যাসিস্ট ষড়যন্ত্রকারীরা সময় পেয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, আপনারা এসেছেন জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করে একটা ক্রেডিবল, ফ্রি-ফেয়ার, একটা ইনক্লুসিভ, একটা পার্টিসিপেটরি ইলেকশন আপনারা নিশ্চিত করবেন। সেটা করার জন্য যেসব অর্গানগুলো রিফর্ম করা লাগে, সংস্কার করা লাগে ন্যূনতম সে সংস্কারগুলো আপনারা করেন। গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে

৭-এর পাতায় দেখুন

অক্টোবরে ৪৫২ সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৭৫ জন নিহত, আহত ৮১৫

স্টাফ রিপোর্টার : অক্টোবর মাসে দেশে ৪৫২টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৭৫ জন নিহত এবং ৮১৫ জন আহত হয়েছে। এই মাসে রেলপথে ৬৩টি দুর্ঘটনায় ৭৬ জন নিহত এবং ২৪ জন আহত হয়েছে। নৌ পথে ১৯টি দুর্ঘটনায় ২৪ জন নিহত, ৩৬ জন আহত এবং ৯ জন নিখোঁজ রয়েছে। সড়ক, রেল ও নৌ-পথে সর্বমোট ৫৩৪টি দুর্ঘটনায় ৫৭৫ জন নিহত এবং ৮৭৫ জন আহত হয়েছে। এই সময়ে ১৩৮টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৬৩ জন নিহত এবং ২৩৯ জন আহত হয়েছে। যা মোট দুর্ঘটনার ৩০.৫৩ শতাংশ, নিহতের ৩৪.৩১ শতাংশ ও আহতের ২৯.৩২ শতাংশ। শনিবার (২৩ নভেম্বর) বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির দুর্ঘটনা মনিটরিং সেলের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। সংগঠনটির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরীর সই করা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সড়কে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৭ জন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, ১৪৯ জন চালক, ১৩৭ জন পথচারী, ৫১ জন পরিবহন শ্রমিক, ৭৩ জন শিক্ষার্থী, ১৮ জন শিক্ষক, ৭৬ জন নারী, ৬২ জন শিশু, ০৫ জন চিকিৎসক, ৯ জন সাংবাদিক এবং ১৩ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীর পরিচয় মিলেছে। এদের মধ্যে নিহত হয়েছে- ০৬ জন পুলিশ সদস্য, ০৩ সেনা সদস্য, ০১ আনসার সদস্য, ১২৪ জন বিভিন্ন

৭-এর পাতায় দেখুন

সাগরে লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। গতকাল শনিবার বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতরের আবহাওয়াবিদ ড. মো. বজলুর রশিদের সই করা আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়। পূর্বাভাসে বলা হয়, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। শেষরাত থেকে ভোর পর্যন্ত দেশের উত্তরাঞ্চলের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা এবং দেশের অন্য এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারা দেশে রাতের এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। এদিকে আজ রোবব-ার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা

৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনায় যুবক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ইসমাইল হোসেন জমাদ্দার (৪২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তার বন্ধু মনির হোসেন নামে আরও একজন আহত হয়েছেন। গত শুক্রবার ভোরে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার পাচ্চর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। শিবচর হাইওয়ে থানা পুলিশের ওসি শাকিল আহমেদ বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন। নিহত ইসমাইল জমাদ্দার মঠবাড়িয়া উপজেলার মিরুখালী ইউনিয়নের ছোট শৌলা গ্রামের ব্যাংক কর্মকর্তা জাকির হোসেন জমাদ্দারের ছেলে এবং চলচ্চিত্র অভিনেত্রী পরীমনির সাবেক স্বামী। নিহতের চাচা কবির হোসেন বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে ঢাকা যাচ্ছিলেন ইসমাইল। তখন সঙ্গে তার বন্ধু মনিরও ছিলেন। গত শুক্রবার ভোরে ঢাকা-ভাঙ্গা হাইওয়েতে শিবচরের পাচ্চর এলাকায় একটি ট্রাক তাদের মোটরসাইকেলটিকে পেছন থেকে

৭-এর পাতায় দেখুন

বড় পতনের পর সোনার দামে বড় লাফ

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্ববাজারে সোনার দামে ব্যাপক অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। বড় উত্থানের পর যেমন বড় দরপতন হয়েছে, তেমনি বড় দরপতনের পর বড় উত্থানের ঘটনা ঘটেছে। বিশ্ববাজারে সোনার দামের অস্থিরতার মধ্যে দেশের বাজারেও দামি এই ধাতুটির দামে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। হুটহাট দাম বাড়া বা কমার ঘটনা ঘটছে। চলতি (নভেম্বর) মাসে ছয়বার দেশের বাজারে সোনার দাম বাড়ানো বা কমানো হয়েছে। বিশ্ববাজারে গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে সোনার দামে বড় পতন হয়। পাঁচ কার্যদিবসে প্রতি আউন্স সোনার দাম প্রায় ১২২ ডলার কমে যায়। এমন পতনের পর গত সপ্তাহে সোনার দামে বড় উত্থান হয়েছে। প্রতি আউন্স সোনার দাম বেড়েছে ১৫৩ ডলারের বেশি। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ সাড়ে ১৮ হাজার টাকার ওপরে।বিশ্ববাজারে বড় ধরনের উত্থান হওয়ায় বাংলাদেশেও গত সপ্তাহে সোনার দাম বাড়ানো হয়েছে। তবে বিশ্ববাজারের তুলনায় বাংলাদেশে সোনার দাম বাড়ানোর হার বেশ কম। ফলে দেশের বাজারে যে কোনো সময় সোনার দাম আবার বাড়তে পারে। গত সপ্তাহে দুই দফায় দেশের বাজারে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম বাড়ানো হয়েছে ৪ হাজার ৯৩৪ টাকা। অবশ্য গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে দুই দফায় ভালো মানের সোনার দাম ভরিতে ৪ হাজার ১৯৯ টাকা কমানো হয়। তথ্য পর্যালোচায় দেখা যায়, বিশ্ববাজারে দফায় দফায় দাম বেড়ে গত ৩০ অক্টোবরে প্রতি আউন্স সোনার দাম রেকর্ড ২ হাজার ৭৮৯ ডলারে ওঠে। বিশ্ববাজারে লাফিয়ে লাফিয়ে দাম

৭-এর পাতায় দেখুন

পিকনিকের বাসে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষার্থীর মৃত্যু

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পিকনিকের বাসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিন শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। গতকাল শনিব-ার সকাল সাড়ে ৮টায় শ্রীপুর উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের উদয়খালী গ্রামের স্থানীয় চায়না কারখানার সামনে এ ঘটনা ঘটে। মৃত তিন জন হলেন সাকিব, মাহিন এবং মোজাম্মেল। তারা সবাই ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আইইউটি) বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। তাৎক্ষণিক আহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দা আফসার উদ্দিন (৭০) জানান, গাজীপুরের বোর্ড বাজার এলাকার ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আইইউটি) বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের সাড়ে ৪৬০ জন শিক্ষার্থী ওই এলাকার 'মাটির মায়া' রিসোর্টে ছয়টি বিআরটিসি দোতলা বাস এবং

৭-এর পাতায় দেখুন

সাত ডিসেম্বরের মধ্যে বিচার বিভাগ সংস্কারে মতামত চেয়েছে কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার : বিচার বিভাগ সংস্কারে সাধারণ জনগণসহ বিজ্ঞ বিচারক, আইনজীবী ও আদালত সংশ্লিষ্ট সহায়ক কর্মচারীদের কাছে মতামত চেয়েছে কমিশন। আগামী ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের কাছে মতামত পাঠানো যাবে। শনিবার (২৩ নভেম্বর) কমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিচার বিভাগকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করতে অন্তর্বর্তী সরকার ?'বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন' গঠন করেছে। বিচার বিভাগ সংস্কারের বিষয়ে অংশীজনদের মতামত সংগ্রহের জন্য কমিশন একটি ওয়েবসাইট চালু করেছে। ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.jrc.gov.bd। ওয়েবসাইটে বিভিন্ন শ্রেণির জনগোষ্ঠী/ অংশীজনদের মতামত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আলাদা প্রশ্নমালা সন্নিবেশিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য প্রযোজ্য প্রশ্নমালা পূরণ করে আগামী ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে মতামত দিতে কমিশন সাধারণ জনগণসহ বিজ্ঞ বিচারক, আইনজীবী ও আদালত সংশ্লিষ্ট সহায়ক কর্মচারীদের অনুরোধ জানিয়েছে। এছাড়া, বিচার বিভাগ সংস্কারের বিষয়ে কারও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকলে তা উপরোল্লিখিত সময়ের মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছে কমিশন। প্রস্তাবের সফটকপি কমিশনের ই-মেইলে (bangladeshirc@gmail.com; info@jrc.gov.bd) এবং প্রস্তাবের মুদ্রিত কপি কমিশনের ঠিকানায় (বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০) পাঠানো যাবে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

এর আগে, ৩ অক্টোবর 'বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন' নামে আট সদস্যের কমিশন গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করলে নেতানিয়াহুর গ্রেফতার হওয়ার শঙ্কা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করলে গ্রেফতার হতে পারেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাস-ভবন ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট। নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পর শুক্রবার (২২ নভেম্বর) ডাউনিং স্ট্রিট এমন ইঙ্গিত দিল। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে। ডাউনিং স্ট্রিটের এক মুখপাত্র এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করলে নেতানিয়াহুকে আটক করা হবে কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্র 'পরিস্থিতিগত প্রশ্নে' মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। তবে তিনি বলেছেন, 'ব্রিটিশ সরকার তার আইনি বাধ্যবাধকতা পূরণ করবে।'ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্র নিশ্চিত

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

সম্পদের হিসাব দিতে হবে রাজউক

সম্পদের বিবরণী জমা দিতে হবে। এ বছরেরটা জমা দিতে হবে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে। সিলগালা খামে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এ হিসাব জমা দিতে হবে। তিনি আরও জানান, ভুল তথ্য থাকলে বা সম্পদের বিবরণ জমা না দিলে ১৯৭৯ বিধিমালা অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে। সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য এটি প্রযোজ্য। সম্পদ বিবরণীতে অমিল পেলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় সরকারি কর্মচারীরা তিরস্কার ও চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে পারেন।

সরাসরি রাষ্ট্রপতির নির্বাচনসহ বেশ

ঝুলে যাবে বলেও জানান তিনি। এ সময় বিগত ৩টি সংসদ নির্বাচন এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনে গণমাধ্যমের অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ ও নির্বাচন কমিশন সংস্কার নিয়ে মতামত দেন সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিকরা।

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা শ্রীমঙ্গলে

সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে শ্রীমঙ্গলে। এটিই ছিল গতকাল শনিবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এখন থেকে ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে তাপমাত্রা। তখন শীত বেশি অনুভূত হবে। তিনি আরো বলেন, গত বছর নভেম্বরে যে টেম্পারেচার ছিল এ বছরও প্রায় এর কাছাকাছি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চলছে শ্রীমঙ্গলে। গত বছর ২০ নভেম্বরের দিকে টেম্পারেচার একটু বেশি ছিল, এ বছর একটু কম। ১৭ বা ১৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। গত বছর ২৬ নভেম্বর ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। এবার তো দেখা যাচ্ছে যে ২৩ তারিখেই ১৪ তে নেমে এসেছে। গত বছরের সাথে তুলনা করলে মনে হচ্ছে টেম্পারেচার দ্রুত নামছে এবং আগামী কয়েকদিনে আরো নামবে। সিলেট বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শীত শ্রীমঙ্গলেই রেকর্ড করা হয়। প্রকৃতি ও পরিবেশগত কারণে শ্রীমঙ্গলে ঠান্ডা সিলেটের অন্যান্য জায়গার তুলনায় বেশি বলে জানান এই আবহাওয়া সহকারী।

হাসিনা গণশত্রুতে পরিণত হয়েছে

ও বিশেষ আলোচক ছিলেন মহাসচিব ফিরোজ আলম। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাহাব উদ্দিন সাবু, লক্ষ্মীপুর আলিয়া মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ একেএম আব্দুল্লাহ ও ভবানীগঞ্জ কারামতিয়া ফাজিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা ইব্রাহিম শামীম। সম্মেলনে অতিথিদের কাছে বিএমজিটিএ নেতারা তাদের ৯ দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলো হলো- মাদরাসাসহ সব শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ করা। শূন্যপদে ইনডেক্সধারী সব শিক্ষকের বদলি ব্যবস্থা চালু করা। সহকারী শিক্ষকদের দ্রুত অষ্টম গ্রেড বাস্তবায়ন করা হয়। সরকারি নিয়মে বাড়ি ভাড়া, উৎসব ভাতা ও চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা। ১৬ বছরে সব প্রভাষকদের সহকারী অধ্যাপককে পদোন্নতি এবং সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে জেনারেল শিক্ষকদের সুযোগ দেয়। ইএফটির মাধ্যমে বেতন প্রদান করা। মাদরাসার সর্বস্তরের শিক্ষকদের জন্য স্তর এবং পদমর্যাদা অনুযায়ী সরকারি নিয়মে গৃহস্থ পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। চাকরিকাল শেষ হওয়ার ৬ মাসের মধ্যেই অবসর ও কল্যাণ ট্রাস্টের অর্থ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। মাদরাসার প্রশাসনিক অন্তত একটি পদে জেনারেল শিক্ষকদের সুযোগ দেওয়া।

কর্মস্থলে অনুপস্থিত পুলিশ সদস্যদের

দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে পলাতক ১৮৭ সদস্যের মধ্যে রয়েছেন- একজন ডিআইজি, সাতজন অতিরিক্ত ডিআইজি, দুজন পুলিশ সুপার, একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পাঁচজন সহকারী পুলিশ সুপার, পাঁচজন পুলিশ পরিদর্শক, ১৪ জন এসআই ও সার্জেন্ট, ৯ জন এএসআই, সাতজন নায়েক ও ১৩৬ জন কনস্টেবল। তাদের মধ্যে দুজন নারী সদস্যও রয়েছেন। এর আগে তাদের কাজে যোগদানের জন্য পুলিশ সদস্যদের জন্য সময় বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু এসব সদস্যরা সরকারের ডাকে সাড়া দেননি।

দেশের উন্নতির জন্য উদ্যোক্তা

অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন গ্লোবাল এন্ট্রাপ্রেনারশিপ নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ড. মো. সবুর খান, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার দক্ষতা বিশেষজ্ঞ মি. গুঞ্জন দাল্লাকটি, মাইক্রোসফট বাংলাদেশ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ইউসুফ ফারুক, বাংলাদেশ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল লিমিটেড এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শওকত হোসেন, বাংলাদেশ ফেডারেশন অব উইমেনস এন্ট্রাপ্রিনিউরস এর সভাপতি ড. রুবিনা হোসেন প্রমুখ।

গুজব ছড়ানোর আগে নিজের ভাই

হয়েছেন, তারা তাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন। কেউ তাদের কবর জিয়ারত করতে গিয়েছে কি না কিংবা করতে যাচ্ছে কি না, এ কারণে তার আত্মত্যাগ কোনো অংশে কম হতে পারে না। তারা তাদের জীবন দিয়েছেন, এর থেকে বড় আত্মত্যাগ হতে পারে না। তাদের সম্মান সর্বোচ্চ থাকবে। বাংলাদেশের সরকারকেও নিশ্চিত করতে হবে যেন শহীদরা তাদের সম্মান ও তাদের পরিবার প্রাপ্য অধিকারটুকু পায়। তিনি বলেন, যারা গুজব রটাচ্ছে তাদের বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকার ও দায়িত্বে থাকাদের কাছে আমার আহ্বান থাকবে। আমার ভাই শহীদ হয়েছে এটার জন্য যদি তার লাশের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করতে হয়, তাহলে সেটা আমার ভাইয়ের রক্তের সঙ্গে অসম্মান করা ছাড়া কিছুই হবে না। আমি বলবো, যে সকল মানুষ আত্মত্যাগ করেছে, তাদের ত্যাগের মূল্য যদি না দিতে পারেন তাহলে দয়া করে তাদের নিয়ে কথা বলবেন না। স্নিগ্ধ আরও বলেন, যারা গুজব ছড়াচ্ছেন তাদেরও পরিবার আছে, তাদেরও ভাই-বোন আছে। তাই নিজের ভাই-বোন ,পরিবারের কথা চিন্তা করে গুজব ছড়াবেন। তাহলে হয়তো বুঝতে পারবেন যাদের পরিবার নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছেন তাদের ওপর দিয়ে কি যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম, বরিশালের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, সিভিল সার্জন ডা. মারিয়া হাসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আলাউল হাসান বক্তব্য দেন।

যমুনা ফিউচার পার্ক বন্ধ ঘোষণায়

চুরির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো আশ্বাস না দেওয়ায় ও যমুনা ফিউচার পার্কের মালিক পক্ষ এসে কথা বলার কথা ছিল। কিন্তু মার্কেট কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকদের সঙ্গে কথা বলেননি। পরে দোকান মালিকরা যমুনা ফিউচার পার্কের ভেতরে ঢুকে মিছিল শুরু করেন। সে সময় কর্তৃপক্ষ যমুনা ফিউচার পার্ক বন্ধ ঘোষণা করেন। এরপর দোকান মালিক ও শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে সড়ক অবরোধ করেন। তারা বেশিক্ষণ সড়ক অবরোধ করে রাখেননি। দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট থেকে ১টা ২০ মিনিট পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে রেখে তারা সরে যান। এখন যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচলে

কোটি টাকার অবদান রাখছেন। তারা কোনও প্রণোদনা বা সরকারি সহায়তা ছাড়াই আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি আরও বলেন, এই ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধ করা হলে অসংখ্য মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বে। তাই অতি দ্রুত সুপ্রিম কোর্টের আদেশ পুনর্বিবেচ করে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচলের অনুমতি দিতে হবে। সমাবেশে সংগঠনের আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান লিপন বলেন, নানাভাবে আমাদের হয়রানি করা হচ্ছে। এ কাজ করা হচ্ছে, কারা আমাদের শ্রমিকের বুকে লাথি মারলো। মিথ্যা মামলা ও হয়রানি করা হচ্ছে এসব বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, গত ১২ বছর ধরে আমরা বলে আসছি, ব্যাটারিচালিত রিকশানা নিয়ে একটি নীতিমালা তৈরি করেন। সব ধরনের চাঁদাবাজি বন্ধ করতে বলেছি। কারও পেটে লাথি মেরে, কারও জীবিকা নষ্ট করে কোনও রিট হয় না। বর্তমানে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, এটা উস্কানি দিয়ে তৈরি করা। আমরা অতিবিলম্বে নীতিমালার বাস্তবায়ন চাই। সুপ্রিম কোর্টের রায় আছে, মন্ত্রী পরিষদের রায় আছে তাহলে এ বিষয়টি নিয়ে আজ কেন নৈরাজ্য সৃষ্টি হচ্ছে? তাদের দাবিগুলো হলো নীতিমালা অনুযায়ী ইজিবাইক, রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের নিবন্ধন, চালকদের লাইসেন্স ও রুট পারমিট দেওয়া; কারিগরি ত্রুটি সংশোধন করে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের আধুনিকায়ন করা; ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক ও রিকশাসহ নিহত-আহত সব শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; বিদ্যুৎ চুরি ও অপচয় বন্ধ করতে ইলেকট্রিক বা ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা; প্রতিটি সড়ক-মহাসড়কে ইজিবাইক, রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত, স্বল্প গতির ও লোকাল যানবাহনের জন্য সার্ভিস রোড/বাই লেন নির্মাণ করে সড়কে বিশৃঙ্খলা ও দুর্ঘটনা নিরসন করা; চাঁদাসহ সারা দেশে ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক জব্দ বন্ধ করা এবং জব্দ করা গাড়ি ও ব্যাটারি ফেরত দেওয়া; সব শ্রমিকের জন্য আর্মি রেটে রেশন ও বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। গত ১৯ নভেম্বর বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি মাহমুদুর রাজীর হাইকোর্ট বেঞ্চ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় তিন দিনের মধ্যে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল বন্ধের নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে এ বিষয়ে ব্যবস্থা না নেওয়া কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তা জানতে রুলও জারি করেন আদালত। হাইকোর্টের আদেশের পরদিন থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ করছেন ব্যাটারিচালিত রিকশার চালকরা। এরপর বুধবার রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর দয়াগঞ্জ, মিরপুর, কল্যাণপুরসহ বিভিন্ন স্থানে সড়ক অবরোধ করেন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকরা। বৃহস্পতিবারও রাজধানীর আগারগাঁও, মহাখালী, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, গাবতলী ও ডেমরা এলাকায় রিকশাচালকরা জড়ো হন। এতে এসব এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। গত শুক্রবার দুপুরে জুরাইনে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করেন ব্যাটারিচালিত রিকশাচালকরা। এতে আটকা পড়ে নারায়ণগঞ্জ ও নকশিকাঁথা নামে দুটি কমিউটার ট্রেন। এছাড়া বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

বিচারের আগে আ.লীগের মাঠে

যাতে নির্বিঘ্নে স্বাধীনভাবে এদেশে মানুষ গণমাধ্যম চর্চা করতে পারে। তিনি আরও বলেন, গণমাধ্যম সংস্কার গঠিত কমিশন এমন আইন করবে যাতে ভবিষ্যতে কেউ গণমাধ্যমে খবরদারি চালাতে না পারে। গণ-অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার একের পর এক দাবি আদায়ের আন্দোলন সামলাতে হচ্ছে। এ বিষয়ে নাহিদ বলেন, কিছু দাবি ন্যায্য হলেও সবগুলো নয়। এসব দাবির আড়ালে ষড়যন্ত্রও থাকতে পারে।

আন্দোলনে সেবা দেওয়া

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। পরে তাদের উদ্যোগে গত সেপ্টেম্বরে যাত্রা শুরু করে জাতীয় নাগরিক কমিটি 'অভ্যুত্থানের শক্তিকে সংগঠিত করে তারুণ্যনির্ভর' একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে নাগরিক কমিটি। এর আগে, ১৮ নভেম্বর ঢাকার কলাবাগান থানায় ১০৯ সদস্যের, ১৭ নভেম্বর কদমতলী থানায় ৫৬ সদস্যের এবং ১৬ নভেম্বর ধানমন্ডি ও রামপুরা থানায় ৫১ সদস্যের, চকবাজার থানায় ৬৯ সদস্যের, কামরাঙ্গীরচর থানায় ২০৫ সদস্যের, লালবাগ থানায় ৬১ সদস্যের প্রতিনিধি কমিটি ঘোষণা করে জাতীয় নাগরিক কমিটি। তারও আগে ১৩ নভেম্বর ভাটারা ও কাফরুল থানায়, ১০ নভেম্বর পল্লবী থানায়, ৯ নভেম্বর হাতিরঝিল থানায় এবং ৮ নভেম্বর যাত্রাবাড়ী থানায় প্রতিনিধি কমিটি ঘোষণা করে জাতীয় নাগরিক কমিটি। এ ছাড়া ১২ নভেম্বর টাঙ্গাইল সদর ও মধুপুর উপজেলায় প্রতিনিধি কমিটি ঘোষণা করা হয়।

'ফিসফিসানি'তে অভ্যুত্থানের অর্জন

সক্রিয় থাকে আবার ফিরে আসার জন্য। গণঅভ্যুত্থানে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন সবাইকে আবার সজাগ থাকতে হবে। আমরা গত ১০ নভেম্বর সেই সজাগ থাকার চিত্র দেখেছি। সেদিন কেউ ঘুমিয়ে ছিল না। ছাত্র-জনতা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকাকে সাময়িকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, অগোচরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্য আগে থেকেই বৃদ্ধি পেয়েছে। মধ্যসত্ত্বভোগীদের প্রশ্রয়ের কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ১৬ বছর যাদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, তাদের প্ররোচণায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং অধিক মুনাফা অর্জনের শেকড় গেড়েছিল। এক ঘণ্টায়, এক দিনে, এক সপ্তাহে সেটা দূর করা সম্ভব নয়। ক্রমান্বয়ে একটি চলমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকার প্রচেষ্টা করছে। এখানে আরও প্রচেষ্টা দরকার, জনগণের সম্পৃক্ততা, সচেতনতা ও সজাগ দৃষ্টি দরকার। সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে যদি আমরা চেষ্টা করি, তাহলে বাংলাদেশ তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। উপদেষ্টা হাসান আরিফ আরও বলেন, যখন আন্দোলন তুঙ্গে এবং একদিকে স্তিমিত হয়ে যাওয়ার একটি ভীতি-আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল, তখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশেষ করে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের রাজপথে পদচারণা এই আন্দোলনকে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করে। তাদের রাজপথে নামা কোটার জন্য নয়, চাকরির জন্য নয়, বাংলাদেশের বুকে যে ফ্যাসিস্টরা চেপে বসেছিল সেই পাথর সরানোর জন্য তারা অংশগ্রহণ করেছে। এমন অভ্যুত্থান একাত্তরের পরে আর হয়নি। একাত্তরে সারা দেশ, সারা জাতি অংশগ্রহণ করে সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে। এবারও প্রতিটি গ্রামের মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার শাইখ মাহদী বলেন, আপনাদের কাছে প্রশ্ন, জুলাই কি শেষ? বিপ্লব কি শেষ? না শেষ হয়নি। আমাদের কাজ এখনো চলমান। আমাদের কাজ তখন শেষ হবে যখন দেশের প্রতিটি মানুষ স্বৈরাচারী আচরণ থেকে বের হবে। জুলাইয়ের স্পিরিট আমাদের ধারণ করতে হবে। এটা যেনো দিবস সর্বস্ব না হয়ে যায়। আমরা আর কোনোদিন কোনো স্বৈরাচারকে দেখতে চাই না।

সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান রেজাউল করিম বলেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্দোলনকে চাঙ্গা করেছিল। যার অন্যতম সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়। এই আন্দোলন যেনো আর পুনরাবৃত্তি করতে না হয়। এমন হত্যাযজ্ঞ আগে কখনো হয়নি। ভবিষ্যতে যেনো আর এমন হত্যাযজ্ঞ না হয়, সেটার ভিত্তি এখনই তৈরি করতে হবে। এটা আমাদের সকলের দায়িত্ব। সভাপতির বক্তব্যে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইউসুফ মাহবুবুল ইসলাম বলেন, আমরা আর স্বৈরাচারের পুনরাবৃত্তি চাই না। আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে এই ধরনের স্বৈরাচারী ব্যবস্থা যাতে আবার না আসে। এটা আমাদের সবার দেশ। আমাদের সবাই মিলে এটা নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সাহায্য করা উচিত। আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নির্বাহী কমিটির সদস্য রিফাত রশিদ, জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য ও লেখক তুহিন খান, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও অ্যাক্টিভিস্ট সাইয়েদ আব্দুল্লাহ, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম মোফাজ্জল হোসেন, স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড স্যোশাল সায়েন্সের ডিন ও অনুষ্ঠান উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. ফারহ-না হেলাল মেহতাব, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার মেজর জেনারেল কাজী ফকরুদ্দিন আহমেদসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। আলোচনা সভায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির চার শিক্ষার্থীকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন সহপাঠী, শিক্ষক ও স্বজনরা। অনুষ্ঠানে শহীদ পরিবারগুলোকে সম্মাননা দেওয়া হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিহত শিক্ষার্থীরা হলেন, বিবিএ বিভাগের ইমতিয়াজ আহম্মেদ জাবির, ইইই বিভাগের মো. রাব্বি মিয়া, টেক্সটাইল বিভাগের মো. রবিউল ইসলাম ও রাকিব হোসাইন। তারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বিভিন্ন সময়ে নিহত হন। এ ছাড়া গুরুতর আহত হন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১ জন শিক্ষার্থী।

অনিয়ন্ত্রিত যাত্রাবিরতি কমিয়ে দিচ্ছে

ট্রেনে দূরত্ব হিসাবে ৫-১০টি কিংবা তারও বেশি যাত্রাবিরতি দেয়া থাকে। কিন্তু ন্যূনতম ২ মিনিট যাত্রাবিরতির জন্য প্রতিটি ট্রেনের অন্তত ১০ মিনিট সময়ক্ষেপণ হয়। রেলের জনবল কমে যাওয়ায় বাড়তি যাত্রাবিরতির কারণে সংকটগুলো প্রকট হচ্ছে। রেলওয়ের বেশির ভাগ ট্রেনেই কানেক্টিং ইঞ্জিন ও রেকের মাধ্যমে যাত্রী পরিবহন করা হয়। ফলে নতুন নতুন যাত্রাবিরতির কারণে ট্রেনগুলোর রানিং টাইম বেড়ে যাওয়ায় অন্যান্য ট্রেনের যাত্রার সময় ও গন্তব্যে পৌঁছতেও বিলম্ব হচ্ছে। এজন্য কিছু ট্রেনের অনাকাঙ্ক্ষিত যাত্রাবিরতি তুলে দিয়ে সেবার মান বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক মো. নাজমুল ইসলাম জানান, রেলওয়ে সেবার মান বাড়ানোর দিকে বাড়তি নজর দিচ্ছে। নিয়মিত প্রোগ্রামের পাশাপাশি ট্রাফিকের কর্মকর্তারা ট্রেন ভ্রমণে সরেজমিনে সমস্যা সমাধানসহ যাত্রীদের মতামত নিচ্ছেন। পাশাপাশি অনাকাঙ্ক্ষিত যাত্রাবিরতিগুলো নিয়েও ভাবছে রেলওয়ে।

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ৮

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গত শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে গতকাল শনিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, এ সময় তাদের কাছ থেকে তিন কেজি ৪০০ গ্রাম গাঁজা, ৩১ ইয়াবা ও ০.৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। তাদের নামে সাতটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নরসিংদীতে জমি নিয়ে বিরোধ প্রতিপক্ষের হামলায় নিহত ১

স্টাফ রিপোর্টার : নরসিংদীর মনোহরদীতে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় আইন উদ্দিন (৩৮) নামে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুইজন আহত হয়েছেন। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। এর আগে বিকেলে মনোহরদী উপজেলার কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের বীরগাঁও গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আইন উদ্দিন উপজেলার কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের বীরগাঁও গ্রামের মৃত ইছাম উদ্দিনের ছেলে। তিনি দুই ছেলে সন্তানের জনক। তিনি কৃষি কাজ করতেন। এ ঘটনায় আহতরা হলেন, নিহতের ভাই মাইন উদ্দিন ও তার স্ত্রী সাথী আক্তার। নিহতের ভাই মাইন উদ্দিন জানান, প্রায় এক মাস যাবত তাদের প্রতিবেশী রফিকুলের সঙ্গে বসত ভিটার জমি নিয়ে বিবাদ চলছে। এ ঘটনার জেরে প্রতিপক্ষ রফিকুল তার শ্বশুর বাড়ির লোকদের সঙ্গে নিয়ে দেশীয় অস্ত্রসহ দলবল নিয়ে আমাদের বাড়ি বাড়িতে হামলা করে। তাদের দেখে আমি ঘরের দরজা লাগিয়ে দেই। এসময় আমার ভাই আইন উদ্দিন বাহির থেকে বাড়িতে এলে তাকে মারধর করতে থাকে। আর আমাকে ও স্ত্রীকে ঘরের দরজা ভেঙে বাহিরে এনে মারধর করে। হামলায় আমার ভাই মাথায় আঘাত পেয়ে গুরুতর আহত হলে তাকে মনোহরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সে ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সাড়ে ৮টায় তিনি মারা যান। আর আমরা চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে চলে এসেছি। মনোহরদী থানার ওসি জুয়েল হোসেন বলেন, জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে এসেছি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চট্টগ্রামে আগুনে ৫ বসতঘর পুড়ে ছাই

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে আগুনে পুড়ে গেছে পাঁচটি বসতঘর। গত শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে বোয়ালখালীর সারোয়াতলী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের খুইল্ল্যা মিয়া চৌধুরী বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বোয়ালখালী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সাব অফিসার মো. সাইদুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে বোয়ালখালী ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

আগুনে পাঁচটি বসতঘর পুড়ে গেছে। এতে চার লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে রক্ষা করা গেছে ১০ লাখ টাকার সম্পদ। স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. আব্বাস উদ্দিন বলেন, আগুন লাগার বিষয়টি আঁচ করতে পারায় পরিবারগুলোর সদস্যরা ঘর হতে বের পেরেছেন। তবে ঘরের কোনো মালামাল রক্ষা করতে পারেননি। বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো শীতের মধ্যে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

মাহফিল বন্ধ : ব্যাখ্যা করলেন বিএনপির এ্যানি ও জামায়াত নেতা

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুরে বন্ধ হয়ে যাওয়া মাহফিলের প্রধান অতিথি করা সম্পর্কে অবিহিত ছিলেন না বলে জানিয়েছেন জামায়াত নেতা ড. রেজাউল করিম। তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে পোস্ট করে বিষয়টি জানিয়েছেন তিনি। তবে তাকে মেহমান হিসেবে দাওয়াত দেওয়া হয়। অন্য ব্যস্ততার কারণে মাহফিলে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে তিনি আগেই কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন বলেও পোস্টে উল্লেখ করেছেন। ড. রেজাউল করিম জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি। এদিকে মাহফিল সম্পর্কে ন্যূনতম অবগত ছিলেন না বলে জানিয়ে ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে একটি লেখা পোস্ট করেছেন বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি। গত শুক্রবার রাত ১২টার দিকে এ্যানি চৌধুরী ও রাত ২টার দিকে রেজাউল করিম তাদের ভেরিফাইড পেইজে স্ট্যাটাস দিয়ে মাহফিল নিয়ে তাদের মন্তব্য জানিয়েছেন। জানা গেছে, গত শুক্রবার বিকেল ৩টা থেকে লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের আলমগীর কমিশনারের বাড়ির সামনে মোহাম্মদিয়া জামে মসজিদ মাঠে তাফসিরুও কুরআন মাহফিল ও ইসলামী সংগীত সন্ধ্যার কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা ছিল। পরে ওই ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ও পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর আলমগীর হোসেনের বাধা দেওয়ার অভিযোগ এনে মাহফিল বন্ধ করে দেন আয়োজকরা। তাদের অভিযোগ ছিল, এ্যানি চৌধুরীকে দাওয়াত না দিয়ে জামায়াত নেতা ড. রেজাউল করিমকে প্রধান অতিথি করায় মাহফিল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আলমগীর হোসেন ও ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি মাহাবুবুর রহমান পৌরসভার কাউন্সিলর প্রার্থী। তাদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসাই মাহফিল বন্ধ হওয়ার প্রধান কারণ। প্রথমে বাধা দিলেও পরে মাহফিল চালিয়ে যেতে বলেছিলেন বিএনপি নেতা আলমগীর। কিন্তু আয়োজকরা তা বন্ধ করে দেন। জামায়াতের ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি ড. রেজাউল করিম তার ফেসবুক পোস্টে উল্লেখ করেছেন, লক্ষ্মীপুর ১১নং ওয়ার্ডে মেহমানকে কেন্দ্র করে মাহফিল বন্ধ! এ নিউজ আমার দৃষ্টিতে এসেছে। এই মাহফিলে আমাকে প্রধান অতিথি করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি অবহিত ছিলাম না। বরং মাহফিলের মেহমান হিসেবে উপস্থিত থাকার দাওয়াত পেয়েছি। ওয়াজ মাহফিলে শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারাটাই বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু আমার অন্য ব্যস্ততার কারণে এই মাহফিলে উপস্থিত থাকতে পারবো না, তা আগেই কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া আমি মনে করি ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি, বক্তা ওলামায়ে কেরাম হবেন এটাই ওয়াজ মাহফিলের সৌন্দর্য। তাদের গুরুত্বপূর্ণ বয়ান সকলেই শুনবে এবং ইসলামের আলোকে ব্যক্তি সামাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সাজাবে, ইহকালিন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথ রচনা করবে এটাই হওয়া উচিত। আমি মনে করি, যে বা যাদের ভুলের কারণে কোরআনের একটি পবিত্র মাহফিল বন্ধ হয়ে গেলো তা সত্যিই দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত। যারা এই মাহফিল শোনা থেকে বঞ্চিত হলেন এর দায় কে নেবে? যে সমস্ত সম্মানিত উলামায়ে কেরাম অতিথি ছিলেন তারাও বা আমাদের সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করবেন? আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিন। তাই, নিজেদের মধ্যে এখন ভেদাভেদের সময় নয়, বরং ঐক্যের। আমি একজন নগন্য কর্মী হিসেবে আজীবন লক্ষ্মীপুরের জনগণের সেবক হিসাবে কাজ করে যেতে চাই। মহান আল্লাহ সহায় হোন। অপরদিকে বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি তার ফেসবুক পোস্টে উল্লেখ করেন, লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ১১নং ওয়ার্ডে একটা মাহফিল বন্ধ করা হয়েছে, আমাকে দাওয়াত না করায়। এই মর্মে ফেস দ্যা পিপল ও কিছু অনলাইন পোর্টাল সত্যতা যাচাই না করে মিথ্যা নিউজ প্রচার করে। যা আমার ব্যক্তি ইমেজ ক্ষুণ্ন করেছে। এটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং ষড়যন্ত্রের অংশ। এই মাহফিল সম্পর্কে আমি ন্যূনতম অবগত নই। ফেস দ্যা পিপল ও অন্যান্য অনলাইন পোর্টালকে অনুরোধ করছি এই নিউজ প্রত্যাহার করার জন্য।

কুষ্টিয়ায় মাছ ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যা, চাচাতো ভাই আটক

স্টাফ রিপোর্টার : কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে সাজেদুল লস্কর (৩২) নামে এক ব্যক্তির লাঠির আঘাতে তার চাচাতো ভাই আপেল লস্করের (৫০) মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার ভোরে উপজেলার হোগলবাড়িয়া ইউনিয়নের সোনাইকুন্ডি লস্কর পাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ঘাতক সাজেদুল লস্করকে আটক করেছে পুলিশ। দৌলতপুর থানার ওসি শেখ আউয়াল কবির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহত আপেল লস্কর সোনাইকুন্ডি লস্কর পাড়া এলাকার মৃত আমজাদ লস্করের ছেলে ও আটক সাজেদুল লস্কর মৃত রেজওয়ান লস্করের ছেলে। স্থানীয়দের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, গতকাল শনিবার ভোরে আপেল লস্কর বাড়ি থেকে ভেড়ামারায় মাছ কেনার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। বাড়ির সামনে রাস্তায় পৌঁছালে আগে থেকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সাজেদুল মোটা একটি লাঠি দিয়ে আপেলের মাথায় আঘাত করলে তার মৃত্যু হয়। এ সময় স্থানীয়রা তাকে ধরে ফেলে। পরে খবর পেয়ে পুলিশ সাজদুলকে আটক করে এবং লাশ উদ্ধার করে। দৌলতপুর থানার ওসি শেখ আউয়াল কবির বলেন, চাচাতো ভাইয়ের লাঠির আঘাতে আপেল লস্কর নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় চাচাতো ভাইকে আটক করা হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হচ্ছে।

নিখোঁজের একদিন পর কৃষিশ্রমিকের লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় আনিসুর রহমান (৪২) নামে এক কৃষিশ্রমিকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে বাঘা থানার ওসি আবু সিদ্দিক জানান, লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদতন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে। জড়িতদের চিহ্নিত করতে তদন্ত করা হচ্ছে। এর আগে সকাল ৮টায় বাঘা উপজেলার মনিগ্রাম ইউনিয়নের মনিগ্রাম গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বজলুর রহমান মাস্টারের আমবাগানে লাশটি পাওয়া যায়। নিহত আনিসুর রহমান উপজেলার মনিগ্রাম ইউনিয়নের তুলসীপুর গ্রামের মৃত শামসুল হকের ছেলে। তুলসীপুর গ্রামের নিহতের চাচাতো ভাই হাফিজুর রহমান ও তার (আনিসুর) স্ত্রী পারভিন জানান, গত শুক্রবার বিকালে মনিগ্রাম বাজারে যান আনিসুর। পরে বাড়িতে ফেরা না দেখে রাতে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নেন পরিবারের সদস্যরা। পরের দিন গতকাল শনিবার মানুষের কাছ থেকে জানতে পারেন ওই আমবাগানে গলাকাটা লাশ পড়ে আছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। পরিবার ও এলাকাবাসী জানান, আনিসুর একজন সরল-সহজ মানুষ ছিলেন। নিহতের দুই মেয়েও এক ছেলে রয়েছে। বিবাহিত বড় মেয়ে আল্পনা খাতুন তালাকের কারণে বর্তমানে তার বাড়িতে আছে। মেজ মেয়ে মদিনা খাতুনের বয়স সাত বছর। ছেলে সোহাগ হোসেনের বয়স এক বছর। রাজশাহীর বাঘা-চারঘাট সার্কেলের সিনিয়র এএসপি প্রণব কুমার জানান, খুব শিগগিরই ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবে পুলিশ।

নরসিংদীতে সবজিক্ষেতে মিলল যুবকের লাশ

স্টাফ রিপোর্টার : নরসিংদীর রায়পুরায় সবজিক্ষেত থেকে কামরুজ্জামান (২২) নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে উপজেলার অলিপুরা ইউনিয়নের জাহাঙ্গীর নগর এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত কামরুজ্জামান উপজেলার অলিপুরা ইউনিয়নের জাহাঙ্গীর নগর এলাকার মহর আলীর ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সকালে উপজেলার লোচনপুরা-বোয়ালমারা সবজি মাঠের পেঁয়াজক্ষেতে বৈদ্যুতিক খুঁটির পাশে তার কাটার মেশিন, হাতপ্লাসসহ লাশ দেখতে পান স্থানীয় কয়েকজন কৃষক। খবরটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা উৎসুক জনতারা লাশ দেখতে ভিড় জমান। পরে খবর পেয়ে নিহতের স্বজনরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিচয় শনাক্ত করে পুলিশ ঝামেলা এড়াতে দ্রুত লাশ উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে যান। পরে দুপুরে থানা পুলিশ খবর পেয়ে বাড়ি থেকে লাশ উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। রায়-পুরা থানার উপ-পরিদর্শক মো শফিউল্লাহ বলেন, মরদেহের সুরতালে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা যাওয়ার কোনো লক্ষণ পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে নিহতের বাড়ি থেকে লাশ উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর রহস্য উদ্ধারে কাজ করছে পুলিশ।

নীলফামারীতে সাবেক ভাইস চেয়ারম্যানসহ গ্রেপ্তার ২

স্টাফ রিপোর্টার : নীলফামারী সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান দীপক চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার রাতে শহরের নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছেন নীলফামারী থানার ওসি এম আর সাঈদ। গ্রেপ্তার দীপক বাবুপাড়া মহল্লার মৃত মানিক চক্রবর্তীর ছেলে। নীলফামারী জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন দীপক। এছাড়া জুলাই অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার ওপর হামলা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি ইয়াসিন ওরফে গনে কসাই নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে নীলফামারী থানা পুলিশ। গত শুক্রবার রাতে ডিমলা উপজেলার সুটিবাড়ি বাজার থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। নাউতারা ইউনিয়নের নিজপাড়া এলাকার মৃত টোকরা মামুদের ছেলে ইয়াসিন। নীলফামারী থানার ওসি এমআর সাঈদ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, সদর উপজেলার লক্ষ্মীচাপ ইউনিয়নের আকাশুকুড়ি এলাকার সিদ্দিক আলী হত্যা মামলার এজাহার নামীয় আসামি দীপক চক্রবর্তি এবং ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে হামলা মামলার এজাহার নামীয় আসামি ইয়াসিন ওরফে গনে কসাই। গ্রেপ্তারদের গতকাল শনিবার আদালতে হাজির করা হয়।

ব্যাটারি রিকশাচালকদের ওপর হামলায় জাসদের প্রতিবাদ

স্টাফ রিপোর্টার : ব্যাটারি চালিত রিকশা চালকদের ওপর হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়েছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। গতকাল শনিবার কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিবৃতিতে এ জানানো হয়। বিবৃতিতে গত কয়েকদিন ধরে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ব্যাটারি রিকশা শ্রমিক ও চালকদের উপর আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকারি পেটোয়া বাহিনীর যৌথ হামলা নির্যাতনের নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছে। জাসদের বিবৃতিতে ব্যাটারি রিকশা শ্রমিক চালকদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত না করে ব্যাটারি রিকশা উচ্ছেদ না করা এবং কারিগরি প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে ব্যাটারি রিক্সাকে নিরাপদ বাহনে উন্নীত করার দাবি জানানো হয়।

বরিশালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভ্যানচাপা দিয়ে বাস খাদে, নিহত ১

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশালের গৌরনদী উপজেলার টকরী নিলখোলা এলাকায় নিয়ন্ত্রণহীন বাসের চাপায় ভ্যানের যাত্রী নিহত হয়েছেন। পাশাপাশি ভ্যানচালকসহ কমপক্ষে পাঁচজন আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ভ্যানের যাত্রী সাইদুল হাওলাদার (৩৭) উপজেলার ধানডোবা গ্রামের দেলোয়ার হাওলাদারের ছেলে। গৌরনদী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. বিপুল হোসেন জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বরগুনাগামী শ্রাবণী পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী ভ্যানকে চাপা দিয়ে দোকান ভেঙে খাদে পড়ে যায়। এতে ভ্যানের চালকসহ পাঁচ যাত্রী ও বাসের এক শিশু আহত হয়। খবর পেয়ে আহতদের উদ্ধার করে গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ভ্যানযাত্রী সাইদুলকে মৃত ঘোষণা করেন। এছাড়া ভ্যানের চালক জাহিদ বিশ্বাসকে গুরুতর অবস্থায় বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গৌরনদী হাইওয়ে থানার ওসি মো. আমিনুর রহমান জানান, দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে বাসযাত্রী সাথী বেগম জানান, চলন্ত অবস্থায় বাসচালক তার আত্মীয় একই বাসের যাত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। এতে বাসের যাত্রীরা চালককে বাধা দেন। এ নিয়ে মহাসড়কের গৌরনদী আরিফ ফিলিং স্টেশন এলাকায় যাত্রীদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন বাসচালক। তিনি আরও জানান, এ ঘটনার কিছুক্ষণ পরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশের একটি ভ্যানকে চাপা দিয়ে দোকান ভেঙে বাস খাদে পড়ে যায়। এতে তিনি অল্পের জন্য রক্ষা পেলেও ভ্যান ও বাসের অনেকেই আহত হয়েছেন।

কালীগঞ্জে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হামিদুল ইসলাম হামিদ। গতকাল সকাল ৯ টায় মোবারকগঞ্জ চিনিকলের সামনে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান ও কুশল বিনিময় করেন হামিদুল ইসলাম হামিদ। বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি'র সম্মেলনে অংশ নেওয়ার জন্য যশোর থেকে চুয়াডাঙ্গার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথিমধ্যে মোবারকগঞ্জ চিনিকলের সামনে কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হামিদুল ইসলাম হামিদ তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান ও কুশল বিনিময় করেন। এ সময় কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ, বিএনপি নেতা গোলামা রব্বানী, উপজেলা যুব দলের সদস্য সচিব মাহবুবুর রহমান মিলন, পৌর যুব দলের আহ্বায়ক শাহজাহান আলী খোকন, যুগ্ম আহ্বায়ক শাহিন লঙ্কর, উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আমিন মোল্লা, পৌর কৃষক দলের আহ্বায়ক ক্বারী ফুরকান আলী, বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার তৌহিদুর রহমানসহ দলটির কয়েক'শ নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

তিনটি দোকান ভেঙ্গে ডোবায় বাস

বরিশাল প্রতিবেদক : যাত্রীবাহি বাস চালানোর সময় বাস যাত্রীর সাথে কথা বলছিলেন চালক। চলন্ত অবস্থায় যাত্রীরা চালককে কথপকথনে বাঁধা দেওয়ায় যাত্রীদের সাথে রাগ করে বেপরোয়াগতিতে বাস চালানোর কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশের একটি ভ্যানকে ধাক্কা দিয়ে তিনটি দোকান ভেঙ্গে ডোবায় পরেছে বাসটি। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বেলা সোয়া এগারোটার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের গৌরনদী উপজেলার টরকীর নীলখোলা এলাকায়। এতে ভ্যানের যাত্রী সাইদুল হাওলাদার (৩৭) ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে। নিহত সাইদুল উপজেলার ধানডোবা গ্রামের দেলোয়ার হাওলাদারের ছেলে। এঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ছয়জন। গৌরনদী ফায়ার সার্ভিসের ষ্টেশন অফিসার মো. বিপুল হোসেন বলেন, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বরগুনাগামী যাত্রীবাহি শ্রাবনী পরিবহনের বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহি ভ্যানকে ধাক্কা দিয়ে তিনটি দোকান ভেঙ্গে আংশিক ডোবায় পরে যায়। এতে ভ্যানের চালক ও যাত্রীসহ বাসের চারজন যাত্রী এবং এক শিশু আহত হয়। এরমধ্যে ভ্যানের যাত্রী সাইদুল হাওলাদার ঘটাস্থলেই নিহত হন। গুরুত্বর আহত ভ্যানের চালক জাহিদ বিশ্বাসকে শেবাচিম হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। গৌরনদী হাইওয়ে থানার ওসি মো. আমিনুর রহমান জানান, দূর্ঘটনা কবলিত বাসটি জব্দ করা হয়েছে। এঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। অপরদিকে উজিরপুর উপজেলার মুন্ডপাশা এলাকায় শনিবার সকাল সাড়ে আটকার দিকে ট্রলির সাথে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক রুপম হাওলাদার (২২) ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে। নিহত রুপম ওই এলাকার মোস্তফা হাওলাদারের ছেলে। উজিরপুর থানার ওসি আব্দুস সালাম তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বরিশালে যুবদলের দুই কর্মীকে কুপিয়ে জখম

বরিশাল প্রতিবেদক : দুই মাহেন্দ্রা চালকের মধ্যে দ্বন্ধের জেরধরে জেলার গৌরনদী উপজেলার বাটাজোর বাসষ্ট্যান্ডে যুবদল কর্মীদের মধ্যে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসময় যুবদলের দুই কর্মীকে কুপিয়ে ও একজনকে পিটিয়ে গুরুত্বর আহত করা হয়েছে। আহতদের গুরুত্বর অবস্থায় শেবাচিম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার দুপুরে তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে গৌরনদী মডেল থানার ওসি মো. ইউনুস মিয়া বলেন, এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়েরের পর শাওন নামের একজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী, পুলিশ ও আহত সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বিকেলে বাটাজোর বাসষ্ট্যান্ড এলাকায় বাটাজোর ও পৌরসভার কাসেমাবাদ এলাকার দুই মাহেন্দ্রা চালকের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরে স্থানীয়রা দুই চালকের বিরোধ মীমাংসা করে দেন। এসময় কাসেমাবাদ এলাকার মাহেন্দ্রা চালক মীমাংসাকারী একজনের সাথে খারাপ আচরণ করলে মাহেন্দ্রা চালককে যুবদল কর্মী মো. রনি সরদার একটি থাপ্পর দেন। এর জেরধরে রাত সাড়ে সাতটার দিকে গৌরনদী পৌর যুবদল নেতা হিরা সরদারের নেতৃত্বে ২৫/৩০ জন ব্যক্তি বাটাজোর বাসষ্ট্যান্ডের ঈগল কাউন্টারের সামনে গিয়ে ইউনিয়ন যুবদল কর্মী রনি সরদার ও তার বড় ভাই আমির হোসেনকে কুপিয়ে জখম করে। এসময় বাটাজোর বাসষ্ট্যান্ডের লোকজন ধাওয়া করে যুবদল নেতা হিরা সরদারের সহযোগি কাসেমাবাদ এলাকার বাসিন্দা মো. শাওনকে আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের কাছে সোর্পদ করেন। এ ব্যাপারে পৌর যুবদল নেতা হিরা সরদার বলেন, আমাদের এলাকার লোকজনের ওপর হামলা করেছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে বিষয়টি জানতে বাটাজোর গিয়েছিলাম। সেখানে যাওয়ার সাথে সাথেই রনি ও তার সহযোগিরা আমাদের ওপর হামলা চালিয়ে যুবদল কর্মী শাওনকে বেধম মারধর করে আটক করে পুলিশের কাছে সোর্পদ করে।

ডুয়েটে ভর্তির সুযোগ পেয়েও দুঃশ্চিন্তায় মারিয়া

বরিশাল প্রতিবেদক : ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ডুয়েট) ভর্তির সুযোগ পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে দারিদ্রতাকে জয় করা অদম্য মেধাবী মারিয়া খানম। এ যেন গরীবের জীর্ণ কুটিরে চাঁদের আলো। মারিয়া তিন বেলা ঠিকমতো খেতে, প্রয়োজন মতো প্রাইভেট ও ভালো পোষাক পড়তে না পারলেও অদম্য ইচ্ছে শক্তি ও নিরলস অধ্যবসায় তার শিক্ষা জীবনে একের পর এক সাফল্যের পালক এনে দিচ্ছে। ডুয়েটে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তির সুযোগ পাওয়ার পরেও ভর্তি ফি, বইপুস্তক ক্রয়, আবাসন ও খাওয়ার খরচসহ লেখাপড়ার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন নিয়ে চরম দুঃশ্চিন্তায় পরেছেন জেলার বানারীপাড়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের আলতা গ্রামের মৃত তাহের শরীফের ছোট মেয়ে মারিয়া খানম। মারিয়া বানারীপাড়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভোকেশনাল শাখা থেকে ২০১৯ সালে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলো। মারিয়া স্কুল জীবনে কর্নেল (অব.) আনোয়ার হোসেন ও তার ভাই দেলোয়ার হোসেনের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা বৃত্তির জমানো ১০ হাজার টাকা দিয়ে সরকারি গৌরনদী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হন। সেখানে পড়াশুনার সময় প্রাইভেট পড়িয়ে নিজের পড়াশুনার ব্যয়ভার বহন করতো মারিয়া।

মারিয়ার বড় বোন মুনিয়া আক্তার বিথী প্রাইভেট পড়িয়ে ও সেলাই মেশিন চালিয়ে এবং ভাই নাঈম শরীফ ভাড়ায় মোটরসাইকেল চালিয়ে নিজেদের লেখাপড়ার খরচ ও পরিবারের সদস্যদের ভরনপোষনের দায়িত্ব পালন করছেন। মারিয়া সরকারি গৌরনদী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ২০২৩ সালে কৃতিত্বের ধারাবাহিকতায় ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। পরবর্তীতে মারিয়া তার স্বপ্নের ডুয়েটে ২০২৩-২৪ ইং সেশনে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। তবে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়ার স্বপ্ন পূরণ হলেও স্বস্তি নেই তার মনে। ভর্তি ফি, বইপুস্তক ক্রয়, আবাসন ও খাওয়ার খরচসহ ব্যয়বহুল লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন নিয়ে সে এখন চরম দুঃশ্চিতার মধ্যে পরেছেন।

রাজশাহীতে চাঁদাবাজি ও দখলদারত্ব

অপশক্তির পাতা ফাঁদে পা দেবেন না। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানকে চূড়ান্ত সফলতায় নিতে হলে কেউ দখলদারত্বে লিপ্ত হবেন না, দখলদারত্বে সহায়তা করবেন না। কেউ আইন নিজেদের হাতে তুলে নেবেন না। একটি মহল ছাত্র-জনতার বিজয়কে নস্যাতের অপচেষ্টা করছে। ১৫-১৬ বছরে সবচেয়ে বেশি নিপীড়নের শিকার বিএনপির বিভিন্ন নেতার বিরুদ্ধে কথা বলে পুরো দলকেই বিতর্কিত করার চেষ্টা হচ্ছে। গণমাধ্যমে আমাদের নেতাকর্মীদের ভাবমূর্তি নষ্ট করা হচ্ছে। অথচ আমরা বারবার বলে আসছি এসবের সঙ্গে বিএনপির কোনো সম্পর্ক নেই। এদিকে নানা অপকর্মে জড়িতরা বেশির ভাগই 'অনুপ্রবেশকারী' বলে দাবি এ নেতার। তাঁর মতে, দলের কোনো পদ-পদবিতে নেই এদের। ছিলেন না কোনো কর্মসূচিতে। আন্দোলন-সংগ্রামেও দেখা যায়নি বিগত দিনে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারাই এখন বিএনপির 'নেতাকর্মী' সেজে গেছেন। দাপট দেখাতে শুরু করেছেন নিজ নিজ এলাকায়। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর দখল, চাঁদাবাজি আর অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছেন তাঁরাই। এ পরিস্থিতিতে 'অনুপ্রবেশকারী' কথিত নেতাকর্মীর বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্তও রয়েছে। এসব প্রতিহত করতে পাড়া-মহল্লায় প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে।॥

বরগুনায় সড়ক দুর্ঘটনায়

(২৫) ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এ সময় মটরসাইকেলে থাকা আরোহী তানভীর (২২) ও রিয়াজ (২২) নামে দুজন গুরুতর আহত হন। পরে স্থানী-য়রা তাদের উদ্ধার করে বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। নিহত রাব্বির চাচাতো বোন নিপা আক্তার বলেন, সন্ধ্যার পরে বাড়ি থেকে বন্ধুদের নিয়ে রাব্বি কেওড়াবুনিয়া শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আমরা খবর পেয়ে হাসপাতালে এসে দেখি রাব্বি বেঁচে নেই। বরগুনা সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আবু ইসরাত বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় রাব্বি নামে একজন নিহত হয়েছেন। আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শেরে-ই-বাংলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে সদর থানার ওসি বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে বরগুনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

পিকনিকের বাসে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে

তিনটি মাইক্রোবাস নিয়ে পিকনিকে আসেন। তেলিহাটি ইউনিয়নের উদয়খালী গ্রামে পৌঁছানোমাত্র সড়কের পাশ দিয়ে যাওয়া ১১ হাজার ভোল্টেজের লাইনে একটি বাস (নং ঢাকা মেট্রো ব-১৫৭০৩৮) বিদ্যুতায়িত হয়। এ সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে দুই ছাত্রের মৃত্যু হয়। আহতদের শরীরের বিভিন্ন অংশ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কারও হাত, কারও পা, কারও মুখ ঝলসে যায়। অপর প্রত্যক্ষদর্শী শামীম আহমেদ, রুবলে মিয়া ও জাকির হোসন বলেন, পাঁচটি বাস রিসোর্টে চলে যায়। সব শেষের বাসটি সড়কের পাশের ১১ হাজার ভোল্টেজের লাইনে বিদ্যুতায়িত হয়। এ সময় বাস থেকে দোঁয়া বের হতে থাকলে ছাত্ররা চিৎকার শুরু করেন। আমরা তাদের চিৎকার শুনে বাসের কাছে যাই। এ সময় তিন জন ছাত্র বাস থেকে নেমে বের হওয়ার চেষ্টা করলে তাদের একজনের মৃত্যু হয়। অপর দুই জনকে শুকনো বাঁশ দিয়ে উদ্ধারের চেষ্টা করি। পরে বিদ্যুৎ অফিসে ফোন দিয়ে বিদ্যুৎ লাইনের সংযোগ বন্ধ করতে বললে তারা বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেয়। ময়মনসিংহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির উপ-মহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) খন্দকার মাহমুদুল হাসান জানান, ওই লাইনটি ১১ হাজার ভোল্টেজের ছিল। সড়কের ওপর দিয়ে বিদ্যুতের লাইন ক্রস করা অবস্থায় রয়েছে। একটি বাসকে সাইড দিতে গিয়ে দোতলা বাসটি একটু হেলে পড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শ্রীপুর থানার ওসি জয়নাল আবেদীন মণ্ডল জানান, পিকনিক বাস বিদ্যুতায়িত হয়ে তিন ছাত্রের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হয়েছি। এদিকে ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রধান করে চার সদস্যের এ কমিটি গঠন করা হয়। গতকাল শনিবার দুপুরে জেলা প্রশাসক নাফিসা আরেফীন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সালমা খাতুনকে প্রধান করে গঠিত তদন্ত কমিটিতে পুলিশ, পল্লী বিদ্যুতের কর্মকর্তাদেরও রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে। তদন্ত কমিটির সদস্যরা ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক।

যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করলে নেতানিয়াহুর

করেছেন যে দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আইনের অধীন থাকা বাধ্যবাধকতাগুলো সব সময়ই মেনে চলে যুক্তরাজ্য সরকার। গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে বৃহস্পতিবার নেতানিয়াহু ও ইসরায়েলের সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়াভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আইসিসি। চুক্তি অনুযায়ী এ আদালতের সদস্য দেশগুলো এই পরোয়ানা কার্যকর করতে বাধ্য। চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্যও রয়েছে। নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পরই ডাউনিং স্ট্রিট জানিয়েছিল, যুক্তরাজ্যের সরকার আইসিসির স্বাধীনতাকে সম্মান করে এবং গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ অব্যাহত রাখবে তারা।

যুক্তরাজ্যের ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট অ্যাক্ট ২০০১ অনুযায়ী, সর্বোচ্চ এ আদালত যদি কোনও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন, তাহলে একজন মনোনীত মন্ত্রী অনুরোধটি একজন উপযুক্ত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে পাঠান। ওই বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা পরোয়ানাটি যুক্তরাজ্যে কার্যকর করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। এ প্রক্রিয়ায় কোনও মন্ত্রীকে নিযুক্ত করা হবে, সে বিষয় নিশ্চিত করতে পারেননি ওই মুখপাত্র। যুক্তরাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল লর্ড হারমারের কাছ থেকে কোনও আইনি পরামর্শ চাওয়া হয়েছে কি না, সে ব্যাপারে মুখ খোলেননি তিনি। যুক্তরাজ্যে সারা বিশ্ব থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা ও প্রত্যর্পণের যেসব অনুরোধ আসে, সেগুলো কার্যকর করার আগে প্রাথমিক যাচাইবাছাইয়ের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষ দলের কাছে পাঠাতে হয়। তবে যুক্তরাজ্যের আইসিসিসংক্রান্ত আইন অনুযায়ী, সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও হস্তান্তর করা উচিত কি না, সে বিষয়ে আদালতই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। হামাসের সামরিক কমান্ডার মোহাম্মদ দেইফের বিরুদ্ধেও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আইসিসি। তবে গত জুলাইয়ে তাকে হত্যার দাবি করেছে ইসরায়েল। হামাসের পক্ষ থেকে কিছু বলা না হলেও, তিনি বেঁচে আছেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে জারি হওয়া গ্রেফতারি পরোয়ানার নিন্দা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তার মতে, ইসরায়েল ও হামাস 'সমতুল্য' নয়। তবে কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের কর্মকর্তারা আদালতের ওই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। এমনকি সিদ্ধান্ত কার্যকরের ঘোষণাও দিয়েছেন তারা।

বড় পতনের পর সোনার

বাড়ায় বাংলাদেশে ২০, ২৩ ও ৩১ অক্টোবর টানা তিন দফা সোনার দাম বাড়ানো হয়। ৩১ অক্টোবর সব থেকে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম বাড়ানো হয় এক হাজার ৫৭৫ টাকা। এতে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়ায় এক লাখ ৪৩ হাজার ৫২৬ টাকা। দেশের বাজারে এটিই সোনার সর্বোচ্চ দাম। বিশ্ববাজারে রেকর্ড দাম হওয়ার পরদিন থেকেই অর্থাৎ ৩১ অক্টোবর থেকে পতনের মধ্যে পড়ে সোনা। কয়েক দফায় দাম কমে ১৪ নভেম্বর প্রতি আউন্সের দাম ২ হাজার ৫৪৭ দশমিক ১০ ডলারে নেমে যায়। বিশ্ববাজারে দাম বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বাজারে যেমন সোনার দাম বাড়ানো হয়েছে, তেমনই বিশ্ববাজারে দরপতন দেখা দিলে দেশের বাজারেও দাম কমানো হয়। ৫ থেকে ১৫ নভেম্বরের মধ্যে চার দফায় দেশের বাজারে ভালো মানের প্রতি ভরি সোনার দাম কমানো হয় ৯ হাজার ১৭ টাকা। অবশ্য এই বড় দরপতনের পর বিশ্ববাজারে সোনার দামে আবার বড় উত্থান প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। গত সপ্তাহে লেনদেন শুরুর সময় প্রতি আউন্স সোনার দাম ছিল ২ হাজার ৫৬২ দশমিক ৫৪ ডলার। সপ্তাহ শেষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৭১৫ দশমিক ৮৫ ডলারে। অর্থাৎ গত সপ্তাহে প্রতি আউন্স সোনার দাম বেড়েছে ১৫৩ দশমিক ৩১ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১৮ হাজার ৩৯৭ টাকা (এক ডলার ১২০ টাকা ধরে)।

বিশ্ববাজারে সোনার দাম বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে গত সপ্তাহের ২০ ও ২২ নভেম্বর দুই দফায় দেশের বাজারে সোনার দাম বাড়ানো হয়। এর মধ্যে ২০ নভেম্বর সব থেকে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) সোনার দাম ২ হাজার ৯৪০ টাকা বাড়ানো হয়। এছাড়া ২২ নভেম্বর বাড়ানো হয় এক হাজার ৯৯৪ টাকা। অর্থাৎ গত সপ্তাহে দেশের বাজারে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম বাড়ানো হয়েছে ৪ হাজার ৯৩৪ টাকা।

বাজুসের এক সদস্য বলেন, বিশ্ববাজারে সোনার দামে ব্যাপক অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। হুটহাট দাম বাড়ছে। বাজার পরিস্থিতি অনুমান করা খুব কঠিন। গত সপ্তাহে বিশ্ববাজারে সোনার দামে ব্যাপক উত্থান হয়েছে। এর আগে বড় দরপতন হয়। বিশ্ববাজারে এমন অস্থিরতা থাকায় দেশের বাজারেও কয়েক দফা সোনার দাম বাড়া-কমার ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ বিশ্ববাজারের যে চিত্র দেখা গেছে, তাতে দেশের বাজারে যে কোনো সময় সোনার দাম বাড়তে পারে। কারণ, গত সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে বিশ্ববাজারে প্রতি আউন্স সোনার দাম প্রায় ৫০ ডলার বেড়েছে। বাংলাদেশে সোনার দাম কত দেশের বাজারে সর্বশেষ গত ২২ নভেম্বর সোনার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। বাজুস থেকে সব থেকে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম এক হাজার ৯৯৪ টাকা বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয় এক লাখ ৩৯ হাজার ৪৪৩ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম এক হাজার ৯০১ টাকা বাড়িয়ে এক লাখ ৩৩ হাজার ৯৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম এক হাজার ৬৩৩ টাকা বাড়িয়ে এক লাখ ১৪ হাজার ৮৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়। সনাতন পদ্ধতির এক ভরি সোনার দাম এক হাজার ৩৮৮ টাকা বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয় ৯৩ হাজার ৬৭৪ টাকা। বর্তমানে দেশের বাজারে এ দামে সোনা বিক্রি হচ্ছে।

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনায়

ধাক্কা দেয়। আহত অবস্থায় স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ইসমাইলকে মৃত ঘোষণা করেন। মনিরকে ঢাকা মেডিকেল থেকে আগারগাঁও পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেখানে তার একটি পা কেটে ফেলা হয়। মনির এখনও ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন আছেন। কবির হোসেন আরও বলেন, ইসমাইল চিত্রনায়িকা পরীমনির প্রথম স্বামী ছিলেন। তাদের বিচ্ছেদের পরে ইসমাইল আবারও বিয়ে করেছিলেন। সেই ঘরে তার স্ত্রী ও দুটি সন্তান রয়েছে। এ দুর্ঘটনার বিষয়ে ওসি বলেন, গত শুক্রবার ভোরের দিকে কোনও একসময় শিবচরের পাচ্চর এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঢাকায় ইসমাইল হোসেন জমাদার নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আরেকজন আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন। মারা যাওয়া যুবক চিত্রনায়িকা পরীমনির প্রথম স্বামী ছিলেন বলে জেনেছি। তার লাশ শনাক্তের পর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সাগরে লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে

আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। শেষরাত থেকে ভোর পর্যন্ত কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। এছাড়া সারা দেশে রাতের এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। সোমবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। শেষরাত থেকে ভোর পর্যন্ত কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারা দেশে রাতের এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। এছাড়া আগামী পাঁচ দিনের আবহাওয়ার পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

বাকশাল ২.০ করতে চেয়েছিলেন

স্বৈরশাসকে পরিণত হবে।" সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে জোনায়েদ সাকি বলেন, "আগামী সংবিধান হতে হবে এই দেশের সমস্ত নাগরিকের সমান মর্যাদা দিয়ে। সেই নাগরিকের ধর্মীয় পরিচয় যা-ই হোক না কেন। ধর্মীয় পরিচয় কিংবা জাতিগত মর্যাদা দিয়ে নাগরিকের মর্যাদা ঠিক হবে না। নাগরিকের মর্যাদা দিয়েই তার মর্যাদা ঠিক হবে। কোনো লিঙ্গ পরিচয় কিংবা অন্য কোনো কিছু দিয়ে নাগরিকের অধিকার হরণ করা যাবে না। নারী-পুরুষ প্রত্যেকের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সংসদের ক্ষমতায় ভারসাম্য আনতে হবে। রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনতে হবে। তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।" তিনি বলেন, "নতুন সংবিধানে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হবে। বিচার বিভাগকে আলাদা করতে হবে নির্বাহী বিভাগ থেকে। সরকার যেন বিচার বিভাগের ওপর কোনোরকম খবরদারি করতে না পারে। গণমাধ্যম স্বাধীন করতে হবে এমনভাবে, যাতে করে আদালতের মতোই জনগণের আশ্রয় হয়ে উঠতে পারে গণমাধ্যম।" সাকি আরও বলেন, "রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কার করতে হবে। আইনের সংস্কার করতে হবে। আর তার ভিত্তিতে এমন নির্বাচন ব্যবস্থা আয়োজন করতে হবে, যাতে বাংলাদেশে আর কেউ মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিতে না পারে। নতুন নির্বাচন কমিশন হয়েছে। আপনারা (নির্বাচন কমিশন) এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন, যাতে আর কেউ নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিতে না পারে। বৈষম্যহীন রাষ্ট্র যদি পেতে হয়, তাহলে আমাদের একটা নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত করতে হবে। তার ভিত্তি হবে গণতান্ত্রিক সংবিধান। এই ফ্যাসিস্ট সংবিধান নয়, হতে হবে একটা গণতান্ত্রিক সংবিধান।"

সরকারি কর্মকর্তারা ফ্যাসিস্টকে সহায়তা করলে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়ে সাকি বলেন, "শেখ হাসিনা বিনাভোটে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছে। পুলিশ, বিজিবি ব্যবহার করেছে। প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান, জেনারেল আজিজ সম্পত্তি কীভাবে বানিয়েছে! ওই বেনজির আহমেদ কীভাবে সম্পদ গড়েছে! এরা এইভাবে লোভ-লালসা ও লুটের ভাগ-বাঁটোয়ারা দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর যেসব কর্মকর্তারা কলুষিত করেছেন, তাদের প্রত্যেককে বিচারের আওতায় আনতে হবে। প্রত্যেকের কাছে বার্তা থাকা দরকার, কোনো সরকারি কর্মকর্তা যদি কোনো অবৈধ সরকারের পা চেটে বাংলাদেশের বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়, তাহলে তার শাস্তি কী হবে সেটা সবার জেনে রাখা দরকার।"

বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, "বাংলাদেশের মানুষ একটা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে বিদায় করেছে। তারা নতুন রাজনৈতিক শক্তি দেখতে চায়। কিন্তু আমাদের সেই রাজনৈতিক শক্তি আছে? আমরা কি ছাত্র-জনতাকে এখনও ঐক্যবদ্ধ করে রাখতে পেরেছি? এই অভ্যুত্থান দাবি করে, বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক শক্তি গড়ে উঠুক। কাজেই আগামী নির্বাচনের আগেই আমাদেরকে জনগণের রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে হবে।" গণসংলাপে সভাপতিত্ব করেন গণসংহতি আন্দোলনের রাজশাহী জেলার আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মুরাদ মোর্শেদ। বিশেষ বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জুলহাসনাইন বাবু। জেলার সদস্য সচিব জুয়েল রানা এই গণসংলাপ সঞ্চালনা করেন। গণসংলাপে রাজশাহীর শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

২ মার্চ 'জাতীয় পতাকা দিবস'

হোসেন ঈসার সঞ্চালনায় জেএসডির সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, সিনিয়র সহ-সভাপতি মিসেস তানিয়া রব, আয়োজক সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা এস এম সামসুল আলম নিক্সন প্রমুখ বক্তব্য দেন। শাহানা সুলতানা বলেন, 'বাংলাদেশের শুরু হয় ২ মার্চ জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে। আমাদের কেন জাতীয় পতাকা দিবস চাইতে হবে? এটা জাতির জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর। আজকের এদিন থেকে আমরা যাত্রা শুরু করলাম।' ২ মার্চ জাতীয় পতাকা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হবে বলে সমাবেশে জানানো হয়।

অক্টোবরে ৪৫২ সড়ক দুর্ঘটনায়

পরিবহনের চালক, ১১৭ জন পথচারী, ৫৮ জন নারী, ৫১ জন শিশু, ৪৯ জন শিক্ষার্থী, ৩২ জন পরিবহন শ্রমিক, ১৫ জন শিক্ষক, ০৪ জন চিকিৎসক, ০৬ জন সাংবাদিক, ১৬ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী। অক্টোবরে সড়ক দুর্ঘটনায় সংগঠিত ৬০১টি যানবাহনের পরিচয় মিলেছে। এতে দেখা যায়, ২৪.৪১ শতাংশ মোটরসাইকেল, ২২.৫০ শতাংশ ট্রাক-পিকাপ-কাভার্ডভ্যান ও লরি, ১৮.৫৮ শতাংশ বাস, ১৭.৮১ শতাংশ ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক, ৩.৮৬ শতাংশ সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ৬.৬৫ শতাংশ নছিমন-করিমন-মাহিন্দ্রা-ট্রাক্টর ও লেগুনা, ৬.০২ শতাংশ কার-জিপ-মাইক্রোবাস সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। সংগঠিত মোট দুর্ঘটনার ৪৯.৪৮ শতাংশ গাড়ি চাপা দেওয়ার ঘটনা, ২৫.২৫ শতাংশ মুখোমুখি সংঘর্ষ, ১৪.৭৭ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে, ৯.৫১ শতাংশ বিবিধ কারণে, ০.২৫ শতাংশ ট্রেন যানবাহনে সংঘর্ষ, এবং চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে ০.৭৫ শতাংশ। দুর্ঘটনার ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই মাসে সংগঠিত মোট দুর্ঘটনার ৩৮.২৯ শতাংশ জাতীয় মহাসড়কে, ৩০.৩৯ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়কে, ২৪.৬২ শতাংশ ফিডার রোডে সংঘটিত হয়েছে। এছাড়াও সারা দেশে সংঘটিত মোট দুর্ঘটনার ৪.৫৬ শতাংশ ঢাকা মহানগরীতে ও ১.৮৬ শতাংশ চট্টগ্রাম মহানগরীতে ০.২৫ শতাংশ রেলক্রসিংয়ে সংগঠিত হয়েছে। যাত্রী কল্যাণ সমিতির পর্যবেক্ষণ মতে দুর্ঘটনার উল্লেখযোগ্য কারণগুলো:

১. দেশের সড়ক-মহাসড়কে ট্রাফিক পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশের অনুপস্থিতির সুযোগে আইন লঙ্ঘন করে যানবাহনের অবাধ চলাচল।
২. জাতীয় মহাসড়কে রোড সাইন বা রোড মার্কিং, সড়কবাতি না থাকায় এবং অতি বৃষ্টির কারণে সড়কের মাঝে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় এসব গর্তের কারণে যানবাহন চলাচলে ঝুঁকি বেড়েছে।
৩. জাতীয়, আঞ্চলিক ও ফিডার রোডে টার্নিং চিহ্ন না থাকার ফলে নতুন চালকরা এসব সড়কে দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে।
৪. মহাসড়কের নির্মাণ ত্রুটি, যানবাহনের ত্রুটি, ট্রাফিক আইন অমান্য করার প্রবণতা।
৫. উল্টোপথে যানবাহন চালানো, সড়কে চাঁদাবাজি, পণ্যবাহী যানে যাত্রী পরিবহন। ৬. অদক্ষ চালক, ফিটনেসবিহীন যানবাহন, অতিরিক্ত যাত্রী বহন, বেপরোয়া যানবাহন চালানো এবং একজন চালক অতিরিক্ত সময় ধরে যানবাহন চালানো।

সংস্কারে দীর্ঘ সময় নিলে ফ্যাসিস্ট

বিজয় মেলার মাঠে জেলা জামায়াতে ইসলামীর কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, যেমন পুলিশ প্রশাসনকে সংস্কার করতে হবে, সিভিল প্রশাসন সংস্কার করতে হবে, ইলেকশন কমিশনকে সংস্কার করতে হবে, জুডিসিয়ারিকে সংস্কার করতে হবে, এ গুলো ৫-৬টি সংস্কার করে নির্বাচনের রোডম্যাপ করতে হবে।

সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ৫ আগস্টের পরও বিভিন্নভাবে অন্তর্বর্তী সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে একের পর এক চেষ্টা করে যাচ্ছে ফ্যাসিস্টরা। তাদের সেই সুযোগ দেওয়া যাবে না। শহীদ শিক্ষার্থীদের রক্ত বৃথা যেতে দেওয়া যাবে না। অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত অর্গানগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং দলীয়করণ হয়ে গেছে। এগুলোর সংস্কার জরুরি। আমাদেরসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে বিভিন্ন সংস্কারের জন্য প্রস্তাবনা চাওয়া হয়েছে। আমরা একের পর এক এসব প্রস্তাবনা দিয়ে যাচ্ছি। ডিসেম্বরের পর সংস্কার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে নির্বাচনের রোড ম্যাপ ঘোষণা করুন। কেননা ফ্যাসিবাদের দোসররা এখনো রাষ্ট্রযন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘাপটি মেরে বসে আছে। তিনি আরও বলেন, আমরা যখন সচিবালয়ে যাই, ডিসি-এসপি-ইউএনও-ওসি-এসআই, কোর্টে যাই বিচারকদের কাছে ম্যাজিস্ট্রেট জজ-জাস্টিসসহ অনেকের সঙ্গে কথা বললে বুঝা যায়, তাদের অনেকেই এখনও ফ্যাসিবাদের গন্ধ বের হয় এখনো। এ প্রশাসন, এদেরকে এখানে রাখবেন, আর এভাবে আবার আপনি নির্বাচন দিলে, ১৪,১৮ এবং ২৪ সালের নির্বাচন হবে। নির্বাচন কমিশন গঠন হয়েছে তিনি আরও বলেন, আমরা ইলেকশন কমিশনকে বলবো যত দ্রুত সম্ভব আপনি নির্বাচনের প্রস্তুতি নিন, প্রশাসনের যারা বাকি সংস্কারগুলো সম্পন্ন করুন। প্রশাসন যন্ত্রের রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে এই স্বৈরাচারের প্রশাসনকে আপনি দ্রুত মুক্ত করুন, সংক্রমণমুক্ত করুন। একই সঙ্গে দলীয়করণ মুক্ত করুন, দুর্নীতি থেকে মুক্ত করুন তখন জনগণই বলবে দিস ইজ দ্য প্রপার টাইম টু ইলেকশন, নির্বাচনের উপযুক্ত সময় হয়ে গেছে। জেলা জামায়াতে ইসলামী'র আমীর মাওলানা মো. কামরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেক্রেটারি মাওলানা মো. নুরুল ইসলামের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও অঞ্চল পরিচালক (ঢাকা উত্তর অঞ্চল) অধ্যক্ষ মুহাম্মদ উজ্জত উল্লাহ, ঢাকা উত্তর অঞ্চল টিম সদস্য মাওলানা মুহাম্মদ দেলওয়ার হোসাইন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় ছাত্রশিবিরের সাবেক মো. জাহিদুর রহমানসহ কয়েক হাজার নেতাকর্মী।

চট্টগ্রামে ভাতিজাকে হত্যার দায়ে

সহযোগীতায় রাশেদকে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। এ ঘটনায় রাশেদের স্ত্রী তাসনিম আক্তার পটিয়া থানায় জালাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন। সিআইডি চট্টগ্রাম জেলা ও মেট্রো ইউনিটের বিশেষ পুলিশ সুপার শাহনেওয়াজ খালেদ জানান, ঘটনার পর থেকে সিআইডি বিষয়টি নিয়ে ছায়াতদন্ত শুরু করে। একপর্যায়ে জানা যায় অভিযুক্ত জালাল উদ্দিন নগরের চান্দগাঁও থানার খাজা রোড এলাকার একটি হোটেলে কাজ করছিলেন। গত শুক্রবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে সেখানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি আরও জানান, জিজ্ঞাসাবাদে জালাল জানিয়েছেন, পাওনা টাকা নিয়ে চাচা ভাতিজার কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে জালাল ধারালো ছুরি দিয়ে রাশেদের গলায় পোচ মেরে হত্যা করে। ভুক্তভোগী রাশেদের স্ত্রীর দায়ের করা হত্যা মামলা গ্রেপ্তার দেখিয়ে জালালকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

দেয়ালশিল্পে বাংলাদেশের আশা

দেখতে পাচ্ছি। যেমন ছিল আফ্রিকা মেক্সিকোতে। বাংলাদেশ ও ভুটানের জন্য বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর বলেন, বাংলাদেশের তরুণরা ইউনিক কাজ করেছে। আজকের এক্সিবিশনে প্রকাশ পেয়েছে নতুন বাংলাদেশের, নতুন স্বপ্নের। যা আমাদের ইন্সপায়ার করছে। তাদের দেয়ালচিত্র আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। এই ছবির ভিশন নতুন বাংলাদেশ, যার সীমানা আকাশে। যা আশা জাগায়, সচেতন করে। আমাদের ভবিষ্যতেও সম্ভাবনাকে ইঙ্গিত দেয়। তাদের টিকে থাকার সক্ষমতাও স্পিড দেখি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পার্টনার হিসেবে কাজ করতে চাই। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গঠনে যুবারা যে ভূমিকা পালন করে তা বিশ্বব্যাংক সবসময়ই স্বীকার করেছে। আমরা বিশ্বব্যাপী যুবসমাজের ক্ষমতায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা শক্তিশালী চিত্রকর্মকে সম্মান জানাতে চাই। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে সহায়তাকারী প্রথম উন্নয়ন সহযোগী ছিল বিশ্বব্যাংক। ৫০ বছরের অংশীদারত্বে, বিশ্বব্যাংক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় অনুদান, সুদমুক্ত ঋণ, এবং দেশটিকে তার উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলো মোকাবিলায় সহায়তা করার জন্য প্রায় ৪৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থায়ন করেছে। বর্তমানে ৫২টি চলমান প্রকল্পের প্রায় ১৬ বিলিয়ন অর্থায়নসহ, বাংলাদেশে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় আইডিএ প্রোগ্রাম রয়েছে। বিশ্বব্যাংকও বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সহযোগী।

নীলফামারীতে আসামি ছিনিয়ে

সভাপতি জিয়াউর রহমান (৪৫), রনচন্ডী বাজারপাড়া এলাকার বিশাদুর ছেলে লাভলু হোসেন মেম্বার ওরফে কলাই লাভলু (৪৮), একই এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে মমিনুর রহমান (৪০), বাবু মিয়া, বাফলা গ্রামের মৃত মফেল উদ্দিনের ছেলে হাবিব ইসলাম (৪২), সোনাকুড়ি এলাকার কেড়ি মিয়ার ছেলে শিজু (৪০), রনচন্ডী দক্ষিণপাড়া এলাকার মৃত বছির উদ্দিনের ছেলে মো. ফারজু (২৫), রনচন্ডী উত্তরপাড়া এলাকার মৃত কুদ্দুসের ছেলে সাহেব আলী (২৫), বাফলা মাছুয়া পাড়া এলাকার আফসার আলী বাদল (৬০) প্রমুখ। মামলার সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে যুবলীগের সভাপতি বিমান নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মীকে নিয়ে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে গোপন বৈঠক করছেন। পরে পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে যুবলীগ নেতা বিমানকে আটক করেন। তাকে আটক করে পুলিশের সিভিল মাইক্রোবাসে উঠার সময়ে আসামিরা দলবদ্ধ হয়ে তাকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এসময়ে পুলিশ তাদের বাধা দিলে তারা পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এসময় ইট পাটকেল দিয়ে পুলিশের সিভিল গাড়িটিতে ভাঙচুর করে এতে চারজন পুলিশ সদস্য আহত হন। পরে পুলিশের জরুরি একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে বিমানকে থানায় নিয়ে আসেন। এ বিষয়ে ওসি আশরাফুল ইসলাম বলেন, যুবলীগ নেতা বিমানকে আটক করে থানায় নিয়ে আসার সময়ে তার সমর্থকরা পুলিশের ওপর হামলা করে তাকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের ইট পাটকেলের ঢিলে অভিযানে থাকা পুলিশের সিভিল গাড়িটি ভাঙচুরসহ চারজন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। এঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। ইতিমধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে একাই

জনতার আন্দোলনে ২৮ রাউন্ড গুলি ছোড়েন তিনি। মো. রইছ উদ্দিন আরও বলেন, তার ব্যবহৃত অস্ত্রটি পাকিস্তানি শুটারগান এবং তার কাছে একাধিক অস্ত্র রয়েছে। তার ব্যবহৃত এই অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করতে আমাদের অভিযান চলমান আছে। তৌহিদুলের রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে তিনি একজন পেশাদার সন্ত্রাসী ও ছিনতাইকারী। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ৫টি হত্যাসহ অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি মাদক ও ছিনতাইয়ের ১২টি মামলা রয়েছে। গ্রেপ্তার তৌহিদুল ইসলাম বলেন, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক কাউন্সিলর এসরারুল হক ও মহিউদ্দীন ফরহাদ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলি চালানোর জন্য ৫ হাজার টাকায় চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী গত ১৮ জুলাই বহদ্দারহাট এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে তিন থেকে চার রাউন্ড গুলি চালিয়েছিলাম।

উজিরপুর থেকে প্রতিবন্ধী শিশু নিখোঁজ

বরিশাল প্রতিবেদক : নিখোঁজের দুইদিন পরেও সন্ধান মেলেনি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী কিশোর কাউসার ইসলাম নিশাতের (৮)। নিশাতের সন্ধান না পেয়ে তার বাবা ও মা এখন পাগল প্রায়। নিখোঁজ শিশু নিশাত জেলার উজিরপুর উপজেলার শিকারপুর ইউনিয়নের পূর্ব মুন্ডপাশা গ্রামের কামরুল ইসলামের ছেলে। শুক্রবার দিবাগত রাতে নিশাতের বাবা জানান, বৃস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে সবার অজান্তে বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হয় নিশাত। এরপর থেকে আর তার কোন খোঁজ মিলছেনা।

হাসিনা ও তার দোসরদেও পুনর্বাসন নিয়ে কোনো সাফাই নয়

বরিশাল প্রতিবেদক : জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম বলেছেন, খুনি হাসিনা ও তার দোসরদের পুনর্বাসনের প্রশ্নে, তাদের পক্ষে কারও সাফাই গাওয়ার প্রশ্নই আসে না। আমাদের জীবনের বিনিময়ে হলেও আমরা এটা করতে দেব না। শনিবার বেলা ১১টায় বরিশাল জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আন্দোলনে বরিশাল বিভাগের শহীদ পরিবারের সদস্যদের খোঁজ নেওয়ার সময় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে সারজিস আলম আরও বলেছেন, খুনি হাসিনা সারাজীবন শুধু নিজের পরিবারের গান গাইতে গাইতে ক্ষমতা ধরে রেখেছিল। যেখানে গেছেন সেখানেই তার পরিবার নিয়ে কান্নাকাটি করেছে। তার পরিবারের ১৮ জন মানুষ, আর এই দুই হাজার জন মানুষ না। এদেরকে খুন করার সময় তার বুকটা একটু কাঁপেনি। আজ আমার যে ভাই শহীদ হয়েছে, যে বোন শহীদ হয়েছে, সেই শহীদ পরিবারের বাবা-মা, ভাই-বোনকে আমরা কীভাবে শান্তনা দেব? জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বরিশাল বিভাগের ৭৯ শহীদ পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে। এ বিষয়ে সারজিস বলেন, জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শহীদ পরিবারের পাশে বাংলাদেশ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিকভাবে আমরা ৫ লাখ টাকা করে চেক দিচ্ছি। এটা মাত্র শুরু, কেহ যেন মনে না করেন এটাই শেষ। তাদের যতদিন যা কিছু প্রয়োজন, সেই যৌক্তিক চাহিদা পূরণের জন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। বরিশাল বিভাগের ছয়টি জেলায় ১৩৪ জন শহীদ হয়েছেন জানিয়ে ৭৯ পরিবারের মাঝে ৫ লাখ টাকা করে চেক বিতরণ করা হয়। পর্যায়ক্রমে অন্যদেরও সহায়তা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে বরিশালের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বাকেরগঞ্জ সার্কেল) মো. আলাউল হাসান, জেলাসিভিল সার্জন ডা. মরিয়া হাসানসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সমন্বয়করা উপস্থিত ছিলেন।

বেনাপোল দিয়ে যাত্রী পারাপার কমেছে অর্ধেক

বনাপোল,যশোর প্রতিনিধি : বেনাপোল আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট দিয়ে ভিসা জটিলতার কারণে ভারতগামী যাত্রীর সংখ্যা একেবারেই কমে গেছে। ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে ভারত সরকার বিধিনিষেধ আরোপ করায় কমেছে দু-দেশের মধ্যে যাত্রী পারাপার ।আগে প্রতিদিন যেখানে ৭-৮ হাজার যাত্রী পারপার হত, এখন সেখানে প্রতিদিন পারাপার হচ্ছে ৪ হাজার যাত্রী ।যাত্রী পারাপার কমে যাওয়ায় ভ্রমনকর বাবদ রাজস্ব আদায়ও কমে যাচ্ছে। ৫ অগাস্টের পর থেকে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে কাস্টমস সূত্র জানায়, বছরে এ বন্দরে ভ্রমণ কর থেকে রাজস্ব আদায় হয় ১৮২ কোটি টাকা। ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের আগে প্রতিমাসে গড়ে ১৫ কোটি টাকার রাজস্ব আয় হত। বর্তমানে রাজস্ব আদায় হচ্ছে মাসে প্রায় ৩ কোটি টাকা। গত মঙ্গলবার বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে ৪০৪৫জন যাত্রী পারাপার হয়েছে,এর মধ্যে ভারতে গেছে ১৮৮৮ জন,এসেছে ২১২৭ জন ।বুধবার ৫২৩১ জন যাত্রী পারাপার হয়েছে,এর মধ্যে ভারতে গেছে ২৬০২ জন,এসেছে ২৬২৯ জন ।বৃহস্পতিবার পারাপার হয়েছে ৫১৫৯ জন,এর মধ্যে ভারতে গেছে ২৬৫১ জন,এসেছে ২৫০৮জন। স্থলপথে পারাপারের জন্য দেশের সবচাইতে বড় আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট হচ্ছে বেনাপোল চেকপোস্ট। এই চেকপোস্ট দিয়ে প্রতিদিন ভারত বাংলাদেশের মধ্যে ৭থেকে ৯ হাজার যাত্রী পাসপোর্ট যাত্রী যাতায়াত করে থাকে। বেনাপোল থেকে কলকাতার দূরত্ব ৮৪ কিলোমিটার ।দূরত্ব কম ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হওয়ায় অধিকাংশ যাত্রী এই পথেই ভারত যেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এপথে ব্যবসা, ভ্রমন(পর্যটন) ও মেডিকেল ভিসার যাত্রীর সংখ্যা সবচাইতে বেশি ।ভিসা বন্ধ থাকায় বেকায়দায় পড়েছেন তারা। ভিসাকেন্দ্রগুলো এখন কেবল জরুরি মেডিকেল ও স্টুডেন্ট ভিসার জন্য সীমিত পরিসরে স্লট দিচ্ছে। তাতে পর্যটন বা বিভিন্ন কাজে যারা ভারতে যাতায়াত করতেন,তারা পড়েছেন বিপাকে ।পর্যটকদের ওপর নির্ভরশীল বেনাপোলের মানিচেঞ্জার,স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোও চরম দুঃসময় পার করছে। এদিকে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে বাংলাদেশে ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর ভারত ভিসা কার্যক্রম সীমিত করে রাখায় বড় ধরনের ব্যবসায় ধস নেমেছে বেনাপোল আন্তর্জাতিক চেকপোস্টের বিভিন্ন ব্যবসায়। বেনাপোল আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে দিয়ে ভারত বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের যাতায়াতকারি পর্যটকদের সহযোগিতার জন্য সীমান্তে গড়ে উঠেছে নানা প্রতিষ্ঠান ।এখানে মানিচেঞ্জার থেকে শুরু করে দূরপাল্লার পরিবহন কাউন্টার,ট্যুর গাইড,ভিসা সহায়তা কেন্দ্র, বাস ট্রেন পে-নের টিকেট বুকিং এজেন্সি এবং হোটেল,রেস্তোরাঁসহ ছোটখাটো নানা ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে বেনাপোল চেকপোস্টে এলাকায়। বেনাপোল সোহাগ পরিবহনের ম্যানেজার শহিদুল ইসলাম বলেন,যাত্রী না থাকায় পরিবহন ব্যবসায় ধ্বস নেমেছে। আগে যেখানে প্রতিদিন বেনাপোল থেকে দেড়শ দূরপাল্লার (পরিবহন)বাস বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় উদ্দেশে ছেড়ে যেত। এখন সেখানে প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০টা বাস ছেড়ে যাচ্ছে ।তারপরও পরিবহনের অধিকাংশ বাসই খালি যাচ্ছে ।পরিবহন ব্যবসা টিকিয়ে রাখতেই কোম্পানির মালিকরা লসের টাকা মাথায় নিয়েই পরিবহন ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতীয় ভ্রমন ভিসা প্রদান শুরু না হলে খুব শিগগিরি পরিবহন ব্যবসা বেনাপোল থেকে গুটিয়ে নিতে হবে বলে তিনি জানান। চেকপোস্টের রাজা-বাদশা মানি চেঞ্জার মালিক আবুল বাশার বলেন,আমরা সাধারণত এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যবসায়ী ও ভারত যাতায়াতকারি পাসপোর্ট যাত্রীদের টাকা এক্সচেঞ্জ করে থাকি ।এদের যাতায়াত কমে গেলে আমাদের কাজও কমে যায়। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে বাংলাদেশে ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর আমরা একেবারেই হাতগুটিয়ে বসে আছি ।আয় রোজগার না হলেও অফিস খরচ, নিজেদের হাত খরচ,কর্মচারি বেতন তো হয়েই যাচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের পথে বসতে হবে। চেকপোস্টের ব্যবসায়ী জিয়াউর রহমান বলেন,চেকপোস্ট এলাকায় অন্তত চার শতাধিক বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে ।যারা শুধুমাত্র পাসপোর্ট যাত্রীদের উপর নির্ভরশীল ।স্থানীয়রা খুববেশি পণ্য কিনতে এখানে আসে না ।পাসপোর্ট যাত্রী কমে যাওয়ায় অনেকের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে হচ্ছে। ভারত-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ডারেক্টর মতিয়ার রহমান বলেন,ভিসাকেন্দ্রগুলো এখন কেবল জরুরি মেডিকেল ও স্টুডেন্ট ভিসার জন্য সীমিত পরিসরে স্লট দিচ্ছে ।ব্যবসা ও ভ্রমন ভিসার যাত্রীদের সংখ্যা নেই বললেই চলে। ভিসা বন্ধ থাকায় বেকায়দায় পড়েছেন তারা। ভারত সরকার ব্যবসা (বিজনেস) ভিসা না দেওয়ায় বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যেও প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। আমদানি কারক বাবলুর রহমান জানান, প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে যেসব পণ্য আমদানি করা হয় তা ক্রয় করার আগে ভারতের বিভিন্ন জায়গাতে যেয়ে বিভিন্ন ধরনের পণ্য পছন্দ করে কিনে থাকেন তারা। কিন্তু ভিসা জটিলতার কারণে এখন তারা এ কাজ করতে পারছেন না। ফলে অনেকেই ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন। বাংলাদেশ ভারত যাতায়াতকারী পাসপোর্ট-যাত্রীরা জানান,আমরা ভারতে উন্নত চিকিৎসার জন্য মেডিকেল ভিসা নিয়ে ভারতে যাচ্ছি। ভারতীয় মেডিকেল ভিসা পেতেও আমাদের দুই থেকে তিন মাস সময় লাগছে। আগেও বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে গেছি কিন্তু চেকপোস্টের এমন চিত্র কখনো দেখিনি। চেকপোস্ট একদম ফাঁকা। আমরা কয়েকজন ছাড়া ভারতে যাওয়ার কোন যাত্রী নাই। ভারত সরকার বাংলাদেশীদের জন্য টুরিস্ট ভিসা প্রদান বন্ধ রাখার কারণেই হয়তো চেকপোস্টে কোন যাত্রী নেই বলে তারা জানান। বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমতিয়াজ ভূঁইয়া গণমাধ্যমকে বলেন,বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে আগে ৭ থেকে ৮ হাজার যাত্রী যাতায়াত করতেন। গত ৫ আগস্টের পর যাত্রী সংখ্যা অনেক কমে গেছে। ভিসা না দেওয়ার পর যাত্রী সংখ্যা নেই বললেই চলে। তিনি বলেন, নতুন করে টুরিস্ট ভিসা চালু না করলে আগামী এক মাসের মাসের মধ্যে দু-দেশের মধ্যে যাত্রী পারাপার শুন্যের কোটায় নেমে আসবে।

বিরলে ফুটবল টুর্নামেন্ট এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

বিরল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : বিরলে আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট এর ফাইনাল খেলা ও পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলার আজিমপুর ইউনিয়নের রাজুরিয়া পল্লী উন্নয়ন ক্লাবের উদ্যোগে শনিবার বিকেলে রাজুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে পূণর্ভবা সীডস্ কোম্পানী ও গুড়পুকুর কর্পোরেশন এর যৌথ সহযোগিতায় ফাইনাল খেলা ও পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় কাহারোলের সুকানদিঘী ফুটবল একাদশ ১-০ গোলের ব্যবধানে দিনাজপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট দলকে পরাজিত করে। প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে দিনাজপুর-২ (বিরল-বোচাগঞ্জ) আসনের বিএনপি'র মনোনয়ন প্রত্যাশী জেলা বিএনপি'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বিরল উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আ ন ম বজলুর রশীদ কালু বলেন, বিগত পতিত সরকার কৌশল করে যুব সমাজকে ধ্বংস করার জন্য সুকৌশলে অলিতে গলিতে মাদকের প্রবণতা বৃদ্ধি করেছিল। তারা একক নীতি অনুসরণ করে মানুষের কন্ঠরোধ, সংবাদপত্রের গলা চিপে ধরাসহ হীন কর্মকান্ডে লিপ্ত ছিল। একটি সমাজ যেন রক্ষা হয় সে ধরণের কোন কর্মকান্ড গ্রহণ করেননি। তারা এসব করেছে মানুষ যেন তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ে সোচ্চার হতে না পারে। যুব সমাজ তরুণ সমাজ যেন ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে। সরকারের অন্যায় কর্মকান্ডের যেন প্রতিবাদ করতে না পারে এসব ভেবে। অথচ খেলাধূলার আয়োজন করলে, মানুষ বিভিন্নভাবে খেলাধূলার সাথে সম্পৃক্ত হয়। কেউ খেলে, কেউ আয়োজন করে, কেউ খেলা উপভোগ করে। আর খেলাধূলারসাথে সম্পৃক্ত থাকলে শরীর মন সতেজ থাকে। সতেজ দেহ নিয়ে মানুষ সমাজের উন্নয়নের চিন্তা ভাবনা করে। কেউ অন্যায় করলে সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। আমরা বিএনপির নেতাকর্মীরা সারাদেশে আমাদের যুবসমাজকে উজ্জীবীত করতে বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠান করে যাচ্ছি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো আমাদের যুব সমাজকে সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে নিতে হবে। পড়ালেখার পাশাপাশি ক্রীড়াঙ্গণে সময় দিলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মাদকের ভয়াল থাবা থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারবে। কোথাও কোন অন্যায় অবিচার দেখলে তার প্রতিবাদ করতে পারবে। তাই আসুন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতা-কর্মীরা যে সকল ভালো উদ্যোগ গ্রহণ করছে আমরা দলমত নির্বিশেষে সহলে সহযোগিতা অব্যাহত রাখি। অনুষ্ঠানে সাবেক ছাত্রনেতা এম এ রাসেল সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি'র স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ও বিরল পৌর বিএনপি'র সভাপতি মোঃ লিয়াকত আলী, জেলা বিএনপি'র সদস্য ও বিরল পৌর বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক নুরজামাল হোসেন সোনাহার, বিরল পৌর বিএনপি'র সহ-সভাপতি ইস্কান্দার হাসান, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব রেজাউল ইসলাম রুবেল, স্বেচ্ছাসেবকদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শাহ আলম মেম্বারসহ রাজুরিয়া পল্লী উন্নয়ন ক্লাবের নেতৃবৃন্দ। পুরস্কার বিতরণ শেষে পরে অতিথিবৃন্দ ধামইর ইউনিয়নের কেশবপুর, গিরিধিরপুর একতা সংঘের উদ্যোগে দিনব্যাপী ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে পুরস্কার বিতরণ করেন। পৃথক এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোমিনুর ইসলাম।

বিরলে স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে আটক-১

বিরল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : বিরলে নবম শ্রেণি পড়ুয়া এক ছাত্রীকে ধর্ষণ চেষ্টাকারীকে আটক করে স্থানীয় জনতা পুলিশে সোপর্দ করেছে। ঘটনায় ছাত্রীর পিতা বাদী হয়ে বিরল থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ আটককৃত লোম্পটকে আদালতে সোপর্দ করেছে। থানার মামলায় বাদী জানান, উপজেলার ১০নং রানীপুকুর ইউনিয়নের জগতপুর টিকিরিপাড়া গ্রামের মোঃ মতিউর রহমান মতু এর ছেলে মোঃ মোস্তফা কামাল বাবু (৪০) এর খড় কাটা ও চাল ভাঙ্গার মেশিনে ২২ নভেম্বর-২০২৪ শুক্রবার বিকেলে আমার মেয়ে খড় কাটার জন্য গেলে আশেপাশের লোকজনের অনুপস্থিতে আমার মেয়েকে একা পেয়ে তাকে ধর্ষন করার উদ্দেশ্যে ঝাপটাইয়া ধরে তার স্পর্শকাতর স্থানে হাত দিয়ে নাড়াচারা করতে থাকে এবং তার মুখ চেপে ধরে জোর পূর্বক তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। সেই সময় আমার মেয়ে ডাক চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজন এগিয়ে আসলে মোস্তফা কামাল বাবু লোকজনের উপস্থিতি টের পেয়ে আমার মেয়েকে ছেড়ে দেয়। তখন আমার মেয়ে তার সাইকেল নিয়ে কান্না করতে করতে বাড়ীতে গিয়ে আমার স্ত্রীকে ঘটনার বিষয়ে অবগত করলে আমার স্ত্রী ঘটনার বিষয়ে আমাকে ফোন করে অবগত করলে আমি আমার দোকান বন্ধ করে মোটরসাইকেল নিয়ে দ্রুত খড় কাটার দোকানে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করে এবং আমাকে মারপিট করার চেষ্টা করে। সেই সময় আমার ও মোস্তফাকামাল বাবু এর মধ্যে কথা কাটাকাটি হলে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে আসিলে তার কাছে ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে সে স্থানীয় লোকজনের কাছে ঘটনার বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে স্থানীয় ২০০/৩০০ লোকজন তাকে আটক করে বিরল থানা পুলিশ কে ফোন করে ঘটনার বিষয় অবগত করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে তাকে উদ্ধার করে বিরল থানাতে এনে থানা হেফাজতে রাখে। থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুস ছবুর ঘটনার বিষয় নিশ্চিত করে জানান, ঘটনায় মামলা রুজু করা হয়েছে। যার নং ৩১, তারিখ- ২৩.১১.২০২৪। আসামীকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

নকলায় অগ্নিকান্ডে কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরের নকলা উপজেলা সদর বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে একটি ওষুধের গোডাউন ও ২টি দোকান পুড়ে কোটি টাকার ক্ষতি সাধর হয়েছে। শুক্রবার ভোর রাতে নকলা থানার দক্ষিন পাশে ঢাকা-শেরপুর মহাসড়ক সংলগ্ন চার তলা ভবনের নিচতলায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। এতে একটি ওষুধের বড় গোডাউন, কাজল মেডিকেল হল নামে একটি ওষুধের বড় দোকান ও কামাল স্টোর নামে একটি স্টেশনারি দোকানের সব মালামাল ভস্মীভূত হয়ে যায়।

এ ঘটনায় ভবনের দ্বিতীয় তলায় স্থাপিত নূরে মদিনা মডেল মাদ্রাসার অর্ধশত শিক্ষক-শিক্ষার্থী আটকে পরেন। পরে এলাকাবাসী বিভিন্ন কৌশলে পাশের ভবনের ছাদ দিয়ে তাদেরকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন। তবে আটকে পড়া হাফেজি শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করতে গিয়ে স্থানীয় দুইজন উদ্ধারকর্মী আহত হলে তাদেরকে নকলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

সম্পাদকীয়

নীল ছবির আসক্তি

পর্নোগ্রাফি হলো যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ডিজাইন করা কামুক আচরণের চিত্র। অর্থাৎ, এটি সম্পূর্ণরূপে অভিনয়কৃত দুজন ব্যক্তির উত্তেজনাময় শারীরিক মিলনের মুহূর্ত। ইতোমধ্যে এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বিশালাকার শিল্প, চলছে রমরমা অর্থনৈতিক ব্যবসা। বেভবিল ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে পর্নো শিল্প থেকে বিশ্বব্যাপী বার্ষিক আয় প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার। ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটের একটি হলো পর্নো সাইট, যেখানে রয়েছে অসংখ্য পর্নো ভিডিও। ট্যাব, ল্যাপটপ ও ডেস্কটপে ইন্টারনেটের সহায়তায় পর্নো সাইটে ঢুকে পর্নোগ্রাফি দেখা সহজ হলেও বেশিরভাগ মানুষ প্রধানত মোবাইল ফোনেই দেখে থাকেন। ফলে আজকাল পর্নোগ্রাফিতে আসক্তের সংখ্যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এক সময় পর্নোগ্রাফি শব্দটি শুনলেই তরুণ-তরুণীরা সংকোচ বোধ করত। কিন্তু আজকাল যেন বিষয়টি তেমন কিছুই নয়। ছোটো থেকে বাচ্চা থেকে শুরু করে প্রাপ্ত বয়স্কদের মাঝেও এই আসক্তির মাত্রা ক্রমেই প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। যার বিরূপ প্রভাবে সামাজিক সম্পর্কগুলোও দিন দিন হয়ে উঠছে ভঙ্গুর।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশের হাজার হাজার কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী আন্তর্জাতিক পর্নোগ্রাফিক চক্রের খপ্পরে পড়ছে। অভিভাবকদের মাঝে আজও তারা স্বেচ্ছায় যৌনক্রিয়া গোপন করে ইন্টারনেটে নগ্ন ছবি শেয়ার করছে। এক পর্যায়ে যখন বুঝতে পারছে যে, তারা আন্তর্জাতিক পর্নোগ্রাফি চক্রে জড়িয়ে পড়েছে তখন তাদের আর কিছুই করার থাকছে না। কাজেই এই বিষয়টি থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে সকলের সচেতনতাই সর্বোত্তম পন্থা। সামাজিক বিশ্লেষকদের মতে, মাদকাসক্তির মতো পর্নোগ্রাফিও একটি আসক্তি। অনেকে পর্নোগ্রাফিকে আধুনিক মাদক বলেও আখ্যায়িত করেন। প্রধানত নৈতিক শিক্ষার অভাবেই মানুষের পর্নোগ্রাফিতে আসক্তি বাড়ছে। এছাড়া অজানার প্রতি কৌতূহলও একটা বড় কারণ। পর্নোগ্রাফির রয়েছে সুদূরপ্রসারি নেতিবাচক প্রভাব। পর্নো আসক্ত ব্যক্তির সর্বাধিক ক্ষতি হয় শারীরিক। পর্নোগ্রাফির মাত্রাতিরিক্ত আসক্তির ফলে কাজে দীর্ঘ সময় মনোযোগ ধরে রাখতে না পারা, মেজাজ খিটখিটে হওয়া, রুক্ষ আচরণ, রাতে পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়া, স্মৃতিশক্তিলোপসহ নানা সমস্যা দেখা দেয়। এমনকি এক পর্যায়ে অনেকের মাঝে বিষণ্নতা, হীনম্মন্যতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, চঞ্চলতা, উদ্দীপনা ও উদ্ভাবনী শক্তি লোপ পাওয়ার মতো বিভিন্ন লক্ষণও দেখা দেয়। সেই সঙ্গে তাদের সামাজিক, ধর্মীয় দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন ও আত্মমর্যাদাহীন হয়ে পড়তেও দেখা যায়।

যৌনতা প্রাণী জগতের খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয়। প্রাণী জগতের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সুস্থ ও স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুগ যুগ ধরে প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিতেও বৈধ যৌন সম্পর্কের বিষয়ে কোনোরূপ নিষেধ নেই। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা হয়। কিন্তু সমস্যাটা তখনই হয়, যখন তা পর্নোগ্রাফির মতো আসক্তির পর্যায়ে চলে যায়। সাধারণত পর্নোগ্রাফির ভয়াবহ পরিণতিতে সমাজে অশ্লীলতা, ধর্ষণ, নারী পাচারের মতো নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। বিশেষত পর্নোগ্রাফির সহজলভ্যতা এবং সুস্থ বিনোদনের অভাব- পর্নোসাইট ব্যবহারকারী বা গ্রাহক বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। গবেষণায় উঠে এসেছে, মাদক গ্রহণের ফলে মানুষের মস্তিষ্ক থেকে যে ডোপামিন নির্গত হয়, ঠিক একই ডোপামিন পর্নোগ্রাফি দেখলে মস্তিষ্ক থেকে নির্গত হয়। ফলে ব্যক্তি পুনরায় একই কাজে লিপ্ত হয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কাজেই দেশে পর্নোগ্রাফি বন্ধে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ এখন সময়ের দাবি। তা না হলে না ভবিষ্যতে বিষয়টি মহামারীর মতো সমাজকে করালগ্রাসে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে।

নদ-নদী দূষণমুক্ত রাখতে হবে

কাজী তারিক আহম্মদ

যে নদী আমাদের ভৌগোলিক সত্তার দিক থেকেই শুধু নয়, রূপসী বাংলার প্রকৃতিরও প্রধান অনুষঙ্গ; সেই নদী আজ চরম বিপন্ন-বিপর্যস্ত, পাশাপাশি অস্তিত্ব সংকটে দেশের অনেক নদ-নদীর প্রাণও ওষ্ঠাগত। এক গবেষণায় দেখা গেছে গত দুই দশকে দেশের নদ-নদীগুলোতে ভারী ধাতুর কারণে দূষণের মাত্রা আশঙ্কাজনক পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষতিপূরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে 'এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড পলিউশন রিসার্চ'-এর গবেষণা প্রতিবেদনে। তাদের গবেষণায় জানা গেছে, ২০০১-২০১০ সালে নদীতে যে পরিমাণ দূষণ হয়েছিল, সেই তুলনায় ২০১১-২০২০ পর্যন্ত দূষণের মাত্রা অনেক বেশি। ঢাকার বুক চিরে বয়ে চলা বুড়িগঙ্গা সবচেয়ে বেশি দূষিত নদী হিসেবে চিহ্নিত হয়। তাদের গবেষণা প্রতিবেদনে আরও জানা যায়– ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামের নদ-নদীগুলোর বেশির ভাগে ভারী ধাতুর উপস্থিতি অনেক বেশি। আর্সেনিক, সিসা, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের গড় ঘনত্ব তিনটি ঋতুতে গ্রহণযোগ্য সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং গ্রীষ্মের মাসগুলোতে সর্বাধিক দূষণ হয়। ট্যানারি, টেক্সটাইল ও ইলেক্ট্রোপ্লেটিং কারখানাসহ শিল্পকারখানার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বুড়িগঙ্গা। আর অন্যান্য জেলায় দখলের মতো অপরিণামদর্শী কর্মকা- এবং রাসায়নিক সার ও কীটনাশকসহ শিল্পবর্জ্যে নদ-নদীর দূষণমাত্রা ক্রমেই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি, দেশের নদ-নদীগুলোর অস্তিত্ব সংকট কিংবা প্রাণোচ্ছলতা হারিয়ে যাওয়ার পেছনে শুধু বলবান চক্রের আগ্রাসী থাবা এবং দূষণের ছোবলই অস্তিত্ব সংকটের একমাত্র কারণ নয়; এর পাশাপাশি রয়েছে নদী শাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল পক্ষগুলোর ব্যর্থতাও। উচ্চ আদালত দেশের নদ-নদীকে জীবন্ত সত্তা হিসেবে ঘোষণা দেন। কিন্তু এরপরও নদ-নদীর অস্তিত্ব সংকট কাটাতে কিংবা এর সুরক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ফসলের জমি, যে মাটি থেকে আমাদের জোগান আসে প্রধান খাদ্যপণ্য ধান এবং অন্যান্য কৃষিজ পণ্য; সেই জমিতে অনেক ক্ষেত্রেই উৎপাদনব্যবস্থায়ও অভিঘাত লেগেছে নদ-নদীর বিপর্যস্ততার কারণে।

দূষণের পাশাপাশি ভাঙনের যে তা-ব– এর দায়ও সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষই এড়াতে পারে না। তাদের নজরদারি-তদারকির পাশাপাশি দখল-দূষণ ঠেকাতে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থার ঘাটতির বিরূপ ফল আজকের এই দুরবস্থা। পানিসম্পদ এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ১ নভেম্বর রাজধানীর রামপুরা-জিরানি খাল পরিচ্ছন্নতাকরণ অভিযান অনুষ্ঠানে যথার্থই বলেছেন, 'পরিষ্কার নদী দেখেনি বর্তমান প্রজন্ম।' দেশের নদ-নদীগুলোর সিংহভাগ যেভাবে বিষের আধার হয়ে উঠেছে তাতে শুভবোধসম্পন্ন যে কারও উদ্বিগ্ন না হয়ে উপায় থাকে না। প্রকৃতির ওপর তো বটেই, খ-িতভাবে দেশের নদ-নদীর স্বাভাবিক বয়ে চলার ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে, এর বহুমাত্রিক বিরূপ মাশুল আমাদের দিতে হচ্ছে এবং দ্রুত এর প্রতিবিধান নিশ্চিত না করলে ভবিষ্যতে বহুমাত্রিক শঙ্কা কিংবা বিপদের ছায়া আরও কতটা প্রলম্বিত হবে, এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় নদ-নদীর নাব্য বজায় রাখা অপরিহার্য তো বটেই, পাশাপাশি নদীর গতিপথ স্বাভাবিক রাখা, দখল-দূষণ মুক্ত করা ইত্যাদি কর্মসূচি ইতোমধ্যে কম গৃহীত হয়নি; কিন্তু কার্যত সুফল মেলেনি। আমরা দেখেছি, দফায় দফায় এজন্য বহু প্রকল্প হাতে নেয়া হলেও এবং পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেয়া সত্ত্বেও বছরের পর বছর কেটে গেলেও প্রকল্প বাস্তবায়ন তো হয়ইনি, উপরন্তু অনিয়ম-অব্যবস্থাপনাই যেন নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দূষণের উৎস জানার পরও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল পক্ষগুলো যথাযথ প্রতিবিধান নিশ্চিত করতে পারেনি বরং যারা দূষণের হোতা তাদের সঙ্গে তারা যেন প্রতিকারের নামে 'সাপলুডু' খেলেছে। আমরা আশা করব, দেশের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে গঠিত অন্ত র্বতী সরকার এ ব্যাপারে যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ নেবে এবং দূষণ তো বটেই দখলসহ আরও যেসব কারণে বেশির ভাগ নদ-নদীর মৃতপ্রায় দশা, এর প্রতিবিধান নিশ্চিত করতে বিলম্বে হলেও কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। ইতোমধ্যে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে, কিন্তু এখন লক্ষ্য থাকুক ক্ষতির পরিসর যেন আর না বিস্তৃত হয় এবং যে ক্ষতি হয়েছে তা কাটিয়ে কীভাবে নদ-নদীর প্রাণোচ্ছলতা ফিরিয়ে আনা যায়। দেশের শাখা নদীগুলোর অবস্থা আরও বিপজ্জনক। আমরা আশা করব, নদ-নদীর সুরক্ষায় বিগত সরকারগুলোর আমলে যে উচ্চারণসর্বস্ব অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি শুনেছি, বর্তমান সরকারের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলরা সেই বৃত্ত থেকে বের হয়ে এসে আমাদের জীবন্ত সত্তার ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে দিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। নদী-জলাশয় ও জলাভূমি বাঁচাতে হবে, ঠেকাতে হবে দখল-দূষণ, এই দাবি সব সময়ের। আমরা নদী, জলাভূমি, জলাশয়গুলোর সুরক্ষার পাশাপাশি প্রতিটি এলাকায় জলসম্পদের তালিকা তৈরির তাগিদ দিই। দূষণের কারণগুলো অচিহ্নিত নয়। যেহেতু কারণ জানা আছে, সেহেতু এর প্রতিবিধানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ সব পক্ষ যূথবদ্ধ প্রয়াস চালাবে কঠিন প্রত্যয়ে, এটাই প্রত্যাশা। জীবনের অধিকার সুপেয় পানিপ্রাপ্তির অধিকারের। বিশুদ্ধ পানি ও বাতাসের অধিকার না থাকলে জীবন বিপন্ন হতে বাধ্য। নদ-নদী ও জলাশয়ের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয়ক্রমে দূষণ সংকট দূর করতেই হবে। সুপেয় পানি ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এমন সবকিছু বন্ধে নিতে হবে কঠোর অবস্থান। আমরা দূষণমুক্ত পরিষ্কার নদ-নদী দেখতে চাই এবং দূষণের জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গহণ করতে হবে। পরিশেষে বলতে হয় আসুন আমরা সবার প্রচেষ্টায় নদ-নদীকে দূষণমুক্ত রাখি। **[লেখক: সংবাদকর্মী]**

ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন ছক ও বিশ্ব ভাবনা

ফনিন্দ্র সরকার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভূমিধস বিজয়ে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন ভাবনার উদয় হয়েছে। রাজনীতির গতি প্রকৃতি বদলে যাওয়ার আভাস মিলছে। প্রসঙ্গত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি শক্তিশালী দেশ। গোটা বিশ্বেই দেশটির রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান থেকেছে যুগ যুগ ধরে। বিশেষত: সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র একক মোড়ল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এই শক্তিধর দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সাড়া পৃথিবী গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। দেশটিতে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলই নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান এই দুটো দলের মধ্যে নির্বাচন যুদ্ধ সংগঠিত হয়ে আসছে দীর্ঘকাল থেকে। এবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা বা হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের কথা ছিল। কিন্তু সে রকম কিছু হয়নি।

কমলা হ্যারিস তেমন কোনো শক্ত প্রতিযোগিতা গড়ে তুলতে পারেননি। নির্বাচনি প্রচারকালে গণমাধ্যমগুলো আগাম জরিপে যে ফল প্রকাশ করেছে চূড়ান্ত ফলে তার সত্যতা মিলেনি। মোটকথা হিসেবটা ঠিক হয়নি। এখানে একটা রহস্য কাজ করেছে মনে করার যৌক্তিক কারণ রয়েছে। সেটি হচ্ছে ক্ষমতাসীন বাইডেন প্রশাসন মিডিয়াকে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর পক্ষে প্রচারে উৎসাহিত করেছে। বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরেনি গণমাধ্যম। সে জন্যে সারাবিশ্বের মানুষ মনে করেছিল যে প্রার্থীই জয়লাভ করুক ব্যবধান হবে সামান্য। ট্রাম্পের বিশাল ব্যবধানের জয়টা বিস্ময়কর মনে হয়েছে বিশ্ববাসীর কাছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক মার্টিন ব্রায়ান্ত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ৯০ এর দশকে তিনি ওখণ্ড বাংলাদেশে কর্মরত থাকা অবস্থায় আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তিনি ধানমন্ডিতে থাকতেন। নিউইয়র্কে স্থায়ী নিবাস। মাঝে মধ্যে তার সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা হয়। ঢাকায় নিয়মিত যাতায়াত রয়েছে। ঢাকায় এলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। ভালো বাংলাও বলতে পারেন। নির্বাচন প্রচারকালীন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম হোয়াইট হাউসের কর্তৃত্ব কার হাতে যাচ্ছে। তিনি সরাসরি বলেছিলেন ট্রাম্পই জিতবেন। আমি বলেছিলাম ট্রাম্পের প্রতি মার্কিন নাগরিকের আস্থা রাখার কারণ কি? ট্রাম্প গত নির্বাচনে বাইডেনের কাছে ধরাশায়ী হয়েছেন। এই চার বছরে এমন কী কৃতিত্ব অর্জন করেছেন ট্রাম্প? তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একবার পরাজিত প্রার্থী দ্বিতীয়বার জয়লাভ করার নজির নেই বললেই চলে।

যা হোক, প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০ জানুয়ারি শপথ নেবেন। বাইডেন আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তিপূর্ণ সহবস্থানে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। বাইডেন অন্তর্বর্তী এই সময়টা শুধু রুটিন ওয়ার্ক করবেন। গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। ইতোমধ্যে প্রশাসনে ব্যাপক রদ-বদলের আওয়াজ উঠেছে। ট্রাম্প তার মন্ত্রিপরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে যাদের বসাবেন তাদের একটা তালিকা তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন। একটা কথা প্রচলিত আছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে নেতার বদল হলেও নীতির বদল হয় না। বিশেষত: পররাষ্ট্রনীতি তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটে না। ভারতও এমন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যার পররাষ্ট্রনীতি সরকার বদলালেও অভিন্ন থাকে। তবে দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন অবশ্যই ঘটে। প্রত্যেক নেতারই একটা মনস্তাত্ত্বিক দর্শন থাকে। সে হিসেবে বাইডেনের মনস্তাত্ত্বিক দর্শন আর ট্রাম্পের মনস্তাত্ত্বিক দর্শন এক হওয়ার কথা নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি নিয়েই এখন বেশি আলোচিত হচ্ছে। সাধারণত: দেশটির পররাষ্ট্রনীতি একটি কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। মৌলিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন না হলেও মনস্তাত্ত্বিক দর্শন পররাষ্ট্রনীতিতে কিছুটা প্রভাব পড়বে তা ধরে নেওয়া যায়। নির্বাচনি প্রচারকালে ট্রাম্প এজেন্ডা ৪৭ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ পেলে ট্রাম্প এবং রিপাবলিকানদের হাতে সম্পূর্ণরূপে নীতি নির্ধারণী ক্ষমতা চলে যাবে। এই ক্ষমতা পেলে সরকার ব্যবস্থাকে আমূল বদলে দেওয়ার আভাস দিয়েছেন। ইতোমধ্যে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউসে চিফ অব স্টাফ হিসেবে সুসি ওয়াইলসকে নিয়োগ দিয়েছেন। দেশটির ইতিহাসে এই প্রথম কোনো নারী চিফ অব স্টাফ হিসেবে নিয়োগ পেলেন। ট্রাম্পের উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে মন্ত্রিসভা ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে কাদেরকে নিয়োগ দিবেন তা চূড়ান্ত করেছেন। যেমন- মার্কো রোবিউকে পররাষ্ট্রবিষয়ক দায়িত্ব দিয়েছেন। অন্যান্য যাদের দায়িত্ব দেবেন তারা হচ্ছে রাবর্ট এফ কেনেডি স্বাস্থ্য, মার্কিন ধনকুবের ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ ইলন মাস্ক ও বিবেক রাম স্বামীকে সরকারি দক্ষতা বিষয়ক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। পিট হেগসেথ প্রতিরক্ষা, মাইক ওয়ালৎস জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা, নর্থ ডাকোটার গভর্নর ডগবারগামকে স্বরাষ্ট্র, জন র‍্যাটাক্লিফ সি.আই.এ এর পরিচালক, তুলসী গাবার্ডকে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। তুলসী গাবার্ড একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মহীয়সী নারী যিনি ইস্কনের আজীবন সদস্য। ম্যাট গোৎসকে অ্যাটর্নি জেনারেল, ক্রিস্টিনোয়েমকে হোমল্যান্ড সিকিউরিটিবিষয়ক মন্ত্রী, টম হোম্যানকে অভিবাসন কর্মকর্তা, এলিস স্টেলানিককে জাতিসংঘের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। মাইক হাকাবিকে ইসরাইলের রাষ্ট্রদূত করেছেন অন্যদিকে ২৭ বছর বয়সী ক্যারোলিনকে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারির মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করে চমক সৃষ্টি করেছেন।

ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তে সামাজিক কাঠামোতে একটা বড় ধাক্কা তৈরি হবে। শেষ পর্যন্ত এরকম সিদ্ধান্ত থেকে তিনি সরেও আসতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মেক্সিকোর সীমান্ত রয়েছে। মেক্সিকো থেকে অবাধে আমেরিকা প্রবেশাধিকার বন্ধের পক্ষে ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর 'সিডিউল এফ, বাস্তবায়ন করবেন। অর্থাৎ বিগত বাইডেন প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করবেন। বাইডেন প্রশাসনের ব্যর্থতার জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দায় রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। ট্রাম্পের এই কার্যক্রমে সিভিলিয়ানদের সামাজিক অবস্থানে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রশাসনিক কার্যালয় ওয়াশিংটন থেকে অন্য কোনো প্রদেশে স্থানান্তরিত করবেন। তিনি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার ওপর জোর দেবেন। আমদানি পণ্যে শুল্ক বৃদ্ধি করবেন। দেশীয় উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে উৎসাহিত করতেই এই ব্যবস্থা। বিশেষত: চীনা পণ্যের ওপর ৬০ থেকে ২০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন সিদ্ধান্তে অবশ্য বাণিজ্যিক যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি অবশ্য প্রথম থেকেই রাষ্ট্র কাঠামোর সংস্কার নিয়ে ভাবছেন। দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও জোরদারে তার এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে মার্কিনীরা প্রত্যাশা করছে। সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করণে করপোরেশন ট্যাক্স কমানো ও বয়োজ্যেষ্ঠদের আরোপিত কর কাটছাট করবেন। স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তায় জোর দেবেন। তিনি বাইডেনের খাদ্য সহযোগিতার প্রোগ্রাম বাদ দিবেন কারণ এই প্রোগ্রামে খাদ্যের বন্টন নিশ্চিত হয় না। এতে সরকারি ব্যয়ও বেড়ে যায়। খাদ্যের ব্যয় কমানোর জন্য উৎপাদনে জোর দেবেন এবং স্বাস্থ্য খাতে অপচয় রোধে নীতি প্রণয়ন করবেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের দিকে বিশ্ব তাকিয়ে আছে। যদিও ট্রাম্প আগ্রাসনবাদে বিশ্বাসী নয় তারপরও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সৃষ্টকৃত অপরাধ দমনে কার্যকরী ভূমিকা রাখবেন। তিনি বিশ্বের যে কোনো দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় দৃষ্টি নিবন্ধন করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করছেন। বিশেষত: বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর দলবদ্ধ হামলার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন। তিনি শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তুলতে গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার আহ্বানও জানিয়েছেন। ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্ম এককভাবে মানুষের জীবন অনুশাসন করছে নিঃসন্দেহে। নিয়ন্ত্রিত জীবনে হয় শান্তির উপলব্ধি

নতুন সরকার ব্যবস্থাপনায় কী ধরনের পরিবর্তন আনবেন তার ছক তৈরি করেছেন এরমধ্যে রয়েছে অবৈধ অভিবাসী বিতরণ, কাগজপত্রহীন অবৈধ ১১ মিলিয়ন অভিবাসীকে দ্রুত বিতারণের কথা উল্লেখ রয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন। এই প্রতিশ্রুতি কীভাবে বাস্তবায়ন করবেন তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। তবে এই বিষয়টি বিশ্ববাসীর ভাবনার খোরাকে পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব আইন বাতিলের ঘোষণা দিয়েছেন। অর্থাৎ গ্রীনকার্ড না পাওয়া অভিবাসীদের সন্তান জন্ম হলেও সেই সন্তান নাগরিকত্ব লাভ করতে পারবে না। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তে সামাজিক কাঠামোতে একটা বড় ধাক্কা তৈরি হবে। শেষ পর্যন্ত এরকম সিদ্ধান্ত থেকে তিনি সরেও আসতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মেক্সিকোর সীমান্ত রয়েছে। মেক্সিকো থেকে অবাধে আমেরিকা প্রবেশাধিকার বন্ধের পক্ষে ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর 'সিডিউল এফ, বাস্তবায়ন করবেন। অর্থাৎ বিগত বাইডেন প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করবেন। বাইডেন প্রশাসনের ব্যর্থতার জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দায় রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। ট্রাম্পের এই কার্যক্রমে সিভিলিয়ানদের সামাজিক অবস্থানে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রশাসনিক কার্যালয় ওয়াশিংটন থেকে অন্য কোনো প্রদেশে স্থানান্তরিত করবেন। তিনি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার ওপর জোর দেবেন। আমদানি পণ্যে শুল্ক বৃদ্ধি করবেন। দেশীয় উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে উৎসাহিত করতেই এই ব্যবস্থা। বিশেষত: চীনা পণ্যের ওপর ৬০ থেকে ২০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন সিদ্ধান্তে অবশ্য বাণিজ্যিক যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি অবশ্য প্রথম থেকেই রাষ্ট্র কাঠামোর সংস্কার নিয়ে ভাবছেন। দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও জোরদারে তার এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে মার্কিনীরা প্রত্যাশা করছে। সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করণে করপোরেশন ট্যাক্স কমানো ও বয়োজ্যেষ্ঠদের আরোপিত কর কাটছাট করবেন। স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তায় জোর দেবেন। তিনি বাইডেনের খাদ্য সহযোগিতার প্রোগ্রাম বাদ দিবেন কারণ এই প্রোগ্রামে খাদ্যের বণ্টন নিশ্চিত হয় না। এতে সরকারি ব্যয়ও বেড়ে যায়। খাদ্যের ব্যয় কমানোর জন্য উৎপাদনে জোর দেবেন এবং স্বাস্থ্য খাতে অপচয় রোধে নীতি প্রণয়ন করবেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের দিকে বিশ্ব তাকিয়ে আছে। যদিও ট্রাম্প আগ্রাসনবাদে বিশ্বাসী নয় তারপরও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সৃষ্টকৃত অপরাধ দমনে কার্যকরী ভূমিকা রাখবেন। তিনি বিশ্বের যে কোনো দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় দৃষ্টি নিবন্ধন করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করছেন। বিশেষত: বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর দলবদ্ধ হামলার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন। তিনি শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তুলতে গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার আহ্বানও জানিয়েছেন। ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্ম এককভাবে মানুষের জীবন অনুশাসন করছে নিঃসন্দেহে। নিয়ন্ত্রিত জীবনে হয় শান্তির উপলব্ধি। কর্মবহুল জীবনে মানুষ চায় শান্তি কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে কখন? আন্দোলিত জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট। আসচ্ছ কাঁচে সূর্যের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। মানুষ শান্তি ও শুদ্ধ স্বভাবের না হলে শান্তির প্রভাব উপলব্ধি হয় না। স্বার্থ বুদ্ধিপুষ্ট ও অব্যাবস্থচিত্ত মানুষের হাতের অস্ত্র নিরাপদ নয়। কিন্তু স্থিত প্রজ্ঞ মানুষ সেই একই অস্ত্র মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করবে এটাই স্বাভাবিক। বিশ্বে শক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অস্ত্র যেন মানুষের কল্যাণে ঝলসে ওঠে এই প্রত্যাশা বিশ্ববাসীর। এটাই হোক ট্রাম্পের বিশ্বভাবনা।

লেখক : রাজনৈতিক বিশ্লেষক

গণপরিবহনে শৃঙ্খলার গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ

ওবায়দুল কবির

রাজধানী ঢাকায় ভোগান্তিহীন গণপরিবহনের দাবি দীর্ঘদিনের। উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল চালু হওয়ার পর এই রুটে যাত্রীদের ভোগান্তি কমেছে। অন্যান্য রুটে লক্কড়ঝক্কড় বাস সার্ভিসে যাত্রীদের ভোগান্তির পাশাপাশি রাস্তায় বিশৃঙ্খলা তৈরি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। নগরীতে যানজটের অন্যতম কারণ অপরিকল্পিত বাস সার্ভিস। বিশ্বের সকল শহরে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট হিসেবে ট্যাক্সি ক্যাব থাকলেও স্বার্থান্বেষী মহলের কারসাজিতে বাংলাদেশে এই কৃষ্টি গড়ে ওঠেনি। সিএনজি অটোর স্বেচ্ছাচারিতায় যাত্রীদের জীবন অতিষ্ঠ। অতীতে নগরীর মেয়রগণ একাধিকবার চেষ্টা করেও রাজধানীর পাবলিক ট্রান্সপোর্টের কোনো পরিবর্তন আনতে পারেননি। লক্কড়ঝক্কড় বাস মালিকদের দাপটে প্রশাসন ছিল অসহায়। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বদলেছে পরিস্থিতি। বর্তমান সরকার রাষ্ট্রের নানা ক্ষেত্রে সংস্কার শুরু করেছে। সংস্কার কাজে হাত দিয়েছে রাজধানীর পরিবহন ব্যবস্থায়। সম্প্রতি রাজধানীর বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটির সভায় নগরীর গণপরিবহনে শৃঙ্খলা ফেরানোর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ঢাকা মহানগরীতে আর বিভিন্ন নামের বাস থাকবে না। বাসগুলোর নাম হবে 'নগর পরিবহন'। ঢাকার ভেতরে ৩৪টি এবং ঢাকার বাইরে শহরতলি পরিবহন নামে ৮টিসহ মোট ৪২টি রুটে চলবে নগর পরিবহন। এগুলোর গায়ে রুটের নাম ও নম্বর থাকবে। সব বাস থামতে হবে নির্দিষ্ট স্টপেজে, থাকবে টিকেটিং ব্যবস্থা। ক্রমান্বয়ে প্রি-পেইড কার্ডও ইস্যু করা হবে। এই ব্যবস্থায় বাসগুলো যত্রতত্র যাত্রী ওঠানামা করাতে পারবে না। নগর পরিবহনে যুক্ত হলেই কেবল রাজধানীতে চলতে পারবে যাত্রীবাহী বাস। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক ও কমিটির সভাপতি নজরুল ইসলাম জানান, রাজধানীতে গণপরিবহন পরিচালনার জন্য নগর পরিবহনের আওতায় আসতে আবেদন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। এখন পর্যন্ত ৮০টি বাস কোম্পানি আবেদন করেছে। আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত কোম্পানিগুলো আবেদন করতে পারবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, রেশনালাইজেশন কমিটি আপাতত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিজনেস মডেল ও বাসগুলো কিভাবে চলবে– তার রূপরেখা তৈরির জন্য আরও একটি কমিটি করা হবে। আগামী ১১ ডিসেম্বর আবার রেশনালাইজেশন কমিটি বৈঠকে বসবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নগর পরিবহনের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার যে সুযোগ তৈরি হয়েছে, তাতে বাস মালিকরা সহযোগিতা করবেন। রাজধানীতে চালু হবে আরামদায়ক ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম। ২০১৬ সালে ছয়টি কোম্পানির অধীনে ছয় রঙের বাস নামানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের তৎকালীন মেয়র আনিসুল হক। ২০১৭ সালে তার মৃত্যুর পর থেমে যায় প্রকল্পটি। ২০২০ সালে বাস রুট রেশনালাইজেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ৯টি ভিন্ন ভিন্ন রঙের ২২টি কোম্পানি ও ৪২টি রুটের প্রস্তাব করা হয়েছিল। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে যাত্রা শুরু করেছিল ঢাকা নগর পরিবহন। পরিকল্পনা ছিল ধীরে ধীরে পুরো রাজধানীর গণপরিবহন ব্যবস্থাকে একটি কোম্পানির আওতায় আনা। তিন বছর পেরিয়ে গেলেও এ পরিকল্পনা আলোর মুখ দেখেনি। মাঝে কয়েকটি রুটে বাস চললেও এখন তা বন্ধ রয়েছে। ডিটিসির তথ্য অনুযায়ী, ঢাকায় নগর পরিবহন চলাচল শুরুর সময় বাস রুট ছিল ১১০টি। পরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১২০টি। বর্তমানে ঢাকায় প্রায় ১৩০টি রুটে বাস চলাচল করছে। এখন রুট কমিয়ে আনা হলে দাঁড়াবে ৪২টি। অপরিকল্পিত সড়ক ব্যবস্থাপনায় রাজধানীর অসহনীয় যানজটে মানুষের ভোগান্তি দীর্ঘদিনের। এ নিয়ে অতীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের তেমন কোনো মাথাব্যথা লক্ষ্য করা যায়নি। তখন সিটি করপোরেশন কিংবা ট্রাফিক বিভাগের কর্মকর্তাগণ যানজটের নানা কারণ ব্যাখ্যা করতেন। এসব ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশেষজ্ঞরা। শেষের দিকে আর কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করেননি তারা। ভাবখানা এমন ছিল 'যেমন চলছে চলুক'। সময় সময় ভিআইপি চলাচল নির্বিঘ্ন করতে পারলেই দায়িত্ব শেষ। তারপর যা হয়, হতে থাক। রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ ছিল প্রচুর। তারা সবসময় ব্যস্ততার মধ্যেই সময় কাটিয়েছেন। অনেক স্থানে তাদের গলদঘর্ম হতে দেখা গেছে। স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যালের পরিবর্তে কী কারণে নিজেরা এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, তারাই ভালো বলতে পারবেন। এ নিয়ে একাধিকবার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ঢাকা মহানগরীর রাস্তায় গাড়ির ঘনত্ব অনেক বেশি। সময় ভেদে গাড়ির চাপ কম বা বেশি থাকে। এসব কারণে নাকি ট্রাফিক সিগন্যাল চালু করা সম্ভব হয় না। বিশেষজ্ঞরা এই যুক্তি উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, বিশ্বের সকল নগরীতেই সময়ভেদে গাড়ির চাপ কমবেশি থাকে। ঢাকার চেয়ে গাড়ির সংখ্যা সকল উন্নত শহরেই বেশি। গাড়ির চাপ সামলাতেই প্রয়োজন হয় আধুনিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা। উন্নত শহরগুলোতে রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ দেখাই যায় না। কন্ট্রোল রুমে বসে তারা ট্রাফিক সিগন্যাল নিয়ন্ত্রণ করেন। আমাদের ট্রাফিক পুলিশকে কেন রাস্তায় গলদঘর্ম হতে হবে? এক সময় যানজটের জন্য প্রায় অচল হওয়ার উপক্রম হয়েছিল প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা। দীর্ঘ সময় কলকাতা যানজটের নগরী হিসেবে তালিকার শীর্ষে ছিল। গত কয়েক বছরে কলকাতার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় আমূল পরবর্তন হয়েছে। ট্রাফিক সিগন্যালেই সেখানে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে যানবাহন। তাহলে কি কলকাতার ট্রাফিক দিন দিন কমে যাচ্ছে? বর্তমানে বিশ্বের এক নম্বর যানজটের শহরের তালিকায় কলকাতাকে ছাড়িয়ে স্থান করে নিয়েছে ঢাকা। ট্রাফিক বিভাগের কাছে এসব উদাহরণ ও যুক্তি কী কারণে উপেক্ষিত কেউ জানে না। কয়েক বছর আগে সিটি করপোরেশন থেকে বলা হয়েছিল, অবকাঠামো নির্মাণ করে দেওয়া সিটি করপোরেশনের দায়িত্ব। করপোরেশন তা করে দিচ্ছে। ট্রাফিক বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ডিভাইডার, রাস্তার ট্রাফিক সিগন্যাল ইত্যাদি সিটি করপোরেশন থেকে করা হচ্ছে। কয়েক বছর আগে কোটি কোটি টাকা খরচ করে রাস্তায় ট্রাফিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। এগুলো এখন পড়ে আছে অব্যবহৃত। লাল-সবুজ-হলুদ লাইটগুলো জ্বলছে আর নিভছে। খরচ করছে সরকারের বিদ্যুৎ। বেশিরভাগই অচল হয়ে গেছে। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে প্রাণান্ত খেটে যাচ্ছেন ট্রাফিক সার্জেন্ট কিংবা পুলিশ। কাজের কাজ

হচ্ছে না কিছুই। ব্যক্তির সিদ্ধান্তে মেন্যুয়েল পদ্ধতিতে ট্রাফিক আইন পরিচালনার পাশাপাশি রাজধানীর যানজটের আরও একটি অন্যতম কারণ সড়কের নৈরাজ্য। এই নৈরাজ্যে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে যাত্রীবাহী বাস। রাস্তার যেখানে-সেখানে বাসগুলো থেমে যাত্রী ওঠাচ্ছে-নামাচ্ছে। যাত্রী ওঠানোর প্রতিযোগিতায় বাস থামিয়ে রাখা হচ্ছে রাস্তার মাঝখানে। এরপর শুরু হয় আগে যাওয়ার প্রতিযোগিতা। রাস্তায় বাসের এমন চলাচলে মনে হয় না বাস চালকরা আইন-কানুনের কোনো তোয়াক্কা করেন। এতে শুধু যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে এমন নয়, প্রতিদিনই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছে যাত্রী কিংবা পথচারী। ২০/২৫ মিনিট অন্যায়ভাবে আটকে থাকার পর একটি গাড়ি আর কোনো আইনেরই তোয়াক্কা করে না। অনেক ড্রাইভারকে বলতে শুনেছি, ট্রাফিক কর্মকর্তা নিজেই যখন আইন ভেঙে এতক্ষণ গাড়ি আটকে রাখেন, তখন আইন মানতে আমাদের আর দায় কি? যাত্রীবাহী বাসের এই প্রতিযোগিতা থামানো এবং যাত্রীসেবার মান বাড়াতে এবার নেওয়া হয়েছে বড় ধরনের উদ্যোগ। ৪২টি রুটে চলবে একটি মাত্র কোম্পানির বাস। কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হলে বাসগুলোর বিপজ্জনক প্রতিযোগিতা থাকবে না। যাত্রীরা পাবেন আরামদায়ক যাতায়াত ব্যবস্থা। যানজটের আরও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, শহরে পার্কিং স্বল্পতা। প্রতিদিন বাড়ছে গাড়ি। সেভাবে তৈরি হচ্ছে না অবকাঠামো। পার্কিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে সিটি করপোরেশন কিংবা অন্য কোনো সংস্থার কোনো উদ্যোগ নেই। রাস্তায় গাড়ি বের হলে কোথাও না কোথাও থামতেই হবে। পার্কিং না পেলে গাড়িটিকে রাস্তার ওপরই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এ জন্য কখনো মামলা বা জরিমানা গুনতে হলেও করার কিছু নেই। নগরীতে পার্কিং নির্মাণের দাবি দীর্ঘদিনের। পার্কিং নির্মাণের জন্য এত খালি জায়গাও পাওয়া কঠিন। এজন্য বিশেষজ্ঞরা বহুতল পার্কিং নির্মাণের কথা বলে আসছেন। বাণিজ্যিক এলাকা মতিঝিলে দু'একটি নির্মিতও হয়েছে। চাহিদার তুলনায় তা খুব কম। নগরীর সকল এলাকায় সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে এমন অনেক বহুতল পার্কিং নির্মাণ জরুরি হয়ে পড়েছে। পার্কিং সমস্যার অনেকটা সমাধান এবং সড়কে প্রাইভেট গাড়ির চাপ কমাতে পারে সুষ্ঠু গণপরিবহন ব্যবস্থা। রাজধানী ঢাকায় বসবাস করছে প্রায় দুই কোটি মানুষ। বিশ্বের সকল বড় শহরে গণপরিবহনের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। আমাদের দেশে এটি গুরুত্বহীন একটি খাত। বিআরটিসির কিছু বাস রাস্তায় দিয়েই সরকারের দায়িত্ব শেষ। বড় শহরগুলোতে যাত্রীদের জন্য থাকে অনেক বিকল্প ব্যবস্থা। প্রধান গণপরিবহন পাতাল রেলের পাশাপাশি রাস্তায় থাকে বাস। এগুলো পরিচালনা করে সরকার কিংবা প্রাইভেট কোম্পানি। প্রি-পেইড টিকেট কিংবা বাসে উঠে ড্রাইভারের কাছে ভাড়া মিটিয়ে এসব বাসে চলাচল করা যায়। এর বাইরে বিকল্প হিসেবে থাকে ট্যাক্সি সার্ভিস। ঢাকায় বাস সার্ভিসের দুরবস্থায়ও ট্যাক্সির কৃষ্টি গড়ে ওঠেনি। ২০০৩ সালে একবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিছু হলুদ (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) এবং কিছু কালো ট্যাক্সি রাস্তায় নামানো হয়। ভারতে তৈরি নিম্নমানের গাড়ি দিয়ে শুরু করা এসব ট্যাক্সি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অকেজো হয়ে পড়ে। নতুন করে আর কোনো ট্যাক্সির অনুমোদন দেওয়া হয়নি। আরও পরে সরকার দুটি প্রতিষ্ঠানকে খুবই অল্প কয়েকটি ট্যাক্সির অনুমোদন দিয়েছিল। সেসব কিছুদিন রাস্তায় চলেছে। গাড়ি স্বল্পতা এবং অত্যধিক ভাড়ার কারণে যাত্রীরা আর ট্যাক্সি সার্ভিসে অভ্যস্ত হওয়ার সুযোগ পায়নি। পরে আর সরকার ট্যাক্সির বিষয়টি নিয়ে কখনো মাথা ঘামায়নি। বিশ্বের কোনো রাজধানী শহরে ট্যাক্সি সার্ভিস নেই, এটি কল্পনাই করা যায় না। অজ্ঞাত কারণে আমাদের রয়েছে ট্যাক্সিবিরোধী নীতি। রাস্তায় প্রয়োজন মতো ট্যাক্সি পাওয়া গেলে পার্কিং সমস্যা এড়াতে অনেকেই ট্যাক্সির ওপর নির্ভরশীল হতো। হ্রাস পেত রাস্তায় পরিবহনের সংখ্যা। অনেক ক্ষেত্রে রাস্তা বা ফুটপাতে অবৈধ দোকানপাট যানজটের সৃষ্টি করছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গুলিস্তানের হকারদের কারণে যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের সুফল অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। যাত্রাবাড়ী থেকে একটি গাড়ি ফ্লাইওভারে উঠে কয়েক মিনিটে গুলিস্তান এলাকায় পৌঁছেও হকার সৃষ্ট যানজটে আটকে থাকতে হচ্ছে দীর্ঘ সময়। অতীতে অনেকবার অভিযান পরিচালনা করা হলেও এইসব এলাকা ২৪ ঘণ্টার বেশি হকারমুক্ত থাকেনি। হকারদের নেটওয়ার্ক এতটাই শক্তিশালী যে, প্রশাসন এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। ঢাকার দুই সিটি, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি করপোরেশন এবং সাভার ও কেরানীগঞ্জ নিয়ে তৈরি হয়েছে মেগা সিটি ঢাকা। বিশাল এই সিটির যানবাহন চলাচল ব্যবস্থায় তেমন কোনো পরিকল্পনাই দৃষ্টিগোচর হয় না। রাজধানীর যানজট নিরসনে সরাসরি জড়িত অন্তত এক ডজন সংস্থা। এসব সংস্থার মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই। যে যার মতো করে চালাচ্ছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। একটি সংস্থা কাজ শেষ করার ছয় মাসের মাথায় আরেকটি সংস্থা কাজ শুরু করছে। এভাবে রাস্তা কাটা হচ্ছে বারবার। নাগরিকদের ভোগান্তি আর শেষ হচ্ছে না। বড় প্রকল্পগুলোতেও রয়েছে পরিকল্পনার অভাব। বিশেজ্ঞদের মতে, সড়কে আরও একটি ক্যান্সার তৈরি হচ্ছে বিমানবন্দর থেকে গাজীপুর পর্যন্ত রাস্তায়। এক যুগ ধরে যাত্রীদের কষ্ট দিচ্ছে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) নামক প্রকল্প। বিমানবন্দর থেকে বিআরটি চালু হলে এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কে মানুষের ভোগান্তি আরও বাড়বে। এর কারণ, বিআরটির জন্য নির্ধারিত রাস্তার মাঝখানের দুটি লেনে আর কোনো যানবাহন উঠতে পারবে না। সেক্ষেত্রে রাস্তার প্রস্থ কমে যাবে। স্বল্প প্রস্থের এই রাস্তা ধরেই চলতে হবে যাত্রীবাহী বাস, পণ্য পরিবহনের ট্রাক-লরি, প্রাইভেটকারসহ স্বল্প গতির যানবাহন। শুধু বিআরটির যাত্রীরা দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছতে পারলেও বাকি সকল যাত্রীর ভোগান্তি হবে অকল্পনীয়। এছাড়া গাজীপুর থেকে রাজধানীগামী একজন যাত্রীকে বিআরটি পৌঁছে দেবে বিমানবন্দর পর্যন্ত। ওখান থেকে রাজধানীতে ঢুকতে হবে সাধারণ গণপরিবহনে। স্বাভাবিকভাবেই যাদের সামর্থ্য রয়েছে, তারা গণপরিবহনের এই ভোগান্তিতে যাবে না। গাড়িতে করেই তারা ঢাকা-গাজীপুর চলাচল করবে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনাসহ বিস্তীর্ণ এলাকার যানাবাহন। ফলে, রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা কমার কোনো সম্ভাবনা নেই। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজধানীর ৪২ রুটে একটি কোম্পানির বাস চলাচল করলে, এর নিয়ন্ত্রণ যাবে একটি কর্তৃপক্ষের হাতে। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই রাস্তায় বাসের বিশৃঙ্খলা থাকার কথা নয়। এর পাশাপাশি ফুটপাত দখলমুক্ত করা, রাস্তা থেকে অবৈধ হকার উচ্ছেদ, পর্যাপ্ত কার পার্কিং ব্যবস্থা, আধুনিক ট্যাক্সি ক্যাব সার্ভিস চালু, অটো সিগন্যালিং ব্যবস্থা এবং গোটা ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা একটি কর্তৃপক্ষের অধীনে ন্যস্ত করতে পারলে রাজধানী ঢাকা, বন্দরনগরী চট্টগ্রামসহ বড় শহরগুলোর দুঃসহ যানজট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

নিউ জিল্যান্ডে পার্লামেন্টের সামনে হাজারো মানুষের বিক্ষোভ

আন্তর্জাতক ডেস্ক : নিউ জিল্যান্ডের মাওরি জনগোষ্ঠীর অধিকার খর্ব করার অভিযোগে একটি বিলের বিরুদ্ধে দেশটির পার্লামেন্টের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। নতুন বিলে বর্ণবিদ্বেষ উসকে দেওয়ার আশঙ্কায় গতকাল মঙ্গলবার অন্তত ৪২ হাজার মানুষ সমবেত হন। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। ব্রিটিশ ও মাওরি জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাক্ষরিত ১৮৪ বছর পুরোনো চুক্তির নতুন ব্যাখ্যার জন্য সম্প্রতি 'ট্রিটি প্রিন্সিপলস বিল' উত্থাপন করেছেন দেশটির আইনপ্রণেতারা। বর্তমান ডানপন্থি সরকারের জোটসঙ্গী লিবারটেরিয়ান অ্যাক্ট নিউ জিল্যান্ড পার্টি ওই চুক্তির একটি সংকীর্ণ ব্যাখ্যা প্রচার করছে। তাদের মতে, মাওরি জনগোষ্ঠী বাদে অন্যান্য নাগরিকদের প্রতি ওই চুক্তি বৈষম্যমূলক। বিলটি পাশ হওয়ার জন্য এখনও প্রয়োজনীয় সমর্থন নেই। সমালোচকরা বলেছেন, নতুন প্রস্তাব পাস হলে মাওরি সম্প্রদায়ের কয়েক দশকের অগ্রগতি বিনষ্ট হতে পারে। নিউ জিল্যান্ডের জনসংখ্যার ২০ শতাংশ মাওরি জনগোষ্ঠী হলেও তারা জীবনমানের দিক থেকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। ওয়েলিংটনের হোয়ানা হ্যাডফিল্ড জীবনে প্রথমবারের মতো কোনও বিক্ষোভে যোগ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি আমার নাতি-নাতনিদের জন্য এখানে এসেছি। মাওরি হিসেবে আমাদের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি ধরে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে অনেকেই ঐতিহ্যবাহী পোশাক, অস্ত্র ইত্যাদিতে সজ্জিত হয়ে অংশ নিয়েছিলেন। কারো পরনে ছিল্ ওতোইতু তে তিরিতি (চুক্তি সম্মান করুন) লেখা টিশার্ট। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে অনেকের হাতেই ছিল মাওরি সম্প্রদায়ের পতাকা। এই বিক্ষোভের প্রধান অংশ ছিল দেশের উত্তর প্রান্ত থেকে শুরু হওয়া নয় দিনের দীর্ঘ পদযাত্রা। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন শহর ও গ্রামের মানুষ মিছিলে যোগ দিয়ে ওয়েলিংটনে পৌঁছান।

নগাতি তোয়া গোষ্ঠীর নেতা হেলমুট মোডলিক বলেছেন, যারা আমাদের বিভক্ত করতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, এটা অসম্ভব। মনে রাখবেন, আমরা এক জাতি। তার এই বক্তব্যে তালি দিয়ে সাড়া দেন বিক্ষোভকারীরা। ১৮৪০ সালে ব্রিটিশরাজ ও ৫০০ মাওরি নেতার মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির ভিত্তিতে নিউ জিল্যান্ডের শাসন কাঠামো গড়ে ওঠে। আজও এই চুক্তির বিভিন্ন ধারা দেশটির আইন ও নীতিমালার ভিত্তি। এখন পর্যন্ত বিলটি

জি২০-এর বিবৃতিকে স্বাগত জানাল কপ২৯

আন্তর্জাতক ডেস্ক : বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য দায়ী মোট কার্বন নির্গমনের তিন-চতুর্থাংশ করে জি২০ দেশগুলো। তাই জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ে তাদের মতের দিকে তাকিয়ে ছিল আজারবাইজানের বাকুতে চলমান জলবায়ু সম্মেলনে কপ২৯-এ অংশ নেওয়া কর্তৃপক্ষগুলো। এই অবস্থায় গত সোমবার রাতে একটি বিবৃতি ইস্যু করেন জি২০ দেশগুলোর নেতারা। একটি শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে তারা এখন ব্রাজিলে রয়েছেন। ওই সম্মেলনের প্রথম দিন ছিল সোমবার। সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানান বিষয় নিয়ে তারা কথা বলেন। এরপর রাতে প্রকাশ করা বিবৃতিতে জি২০ নেতারা বলেন, তারা বাকুর সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়ন নিয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছনোর বিষয়টি সমর্থন করছেন। এবারের জলবায়ু সম্মেলনের অন্যতম মূল লক্ষ্য, জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছনো। বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী, ধনী দেশগুলো বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার অর্থায়ন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো চায়, এই অর্থের পরিমাণ অনেক বেশি বাড়ানো হোক। তবে সপ্তাহখানেক ধরে চলা জলবায়ু সম্মেলনে এই বিষয়ে আলোচনা স্থবির হয়ে রয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা বলছেন। শুক্রবার সম্মেলনটি শেষ হওয়ার কথা। এদিকে জি২০ নেতাদের বিবৃতিতে অর্থায়ন বিষয়ে 'ইতিবাচক সংকেত'' পাওয়া গেছে বলে মনে করছেন গ্রিনপিসের কর্মী জেস্পার ইনভেনটর। তবে সম্মেলনের বাকি দিনগুলোতে এই ইতিবাচক সংকেতকে একটি সুনির্দিষ্ট চুক্তিতে পরিণত করতে কাজ করতে হবে বলে মনে করেন তিনি। অন্যদিকে জি২০-এর বিবৃতিতে জলবায়ু অর্থায়ন 'সব সূত্র' থেকে আসতে হবে বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে তাতে খুশি নন 'জি৭৭+চীন' গ্রুপের চেয়ারম্যান আডোনিয়া আয়েবারে। তিনি বলেন, গরিব দেশগুলো অনুদান চায়, ঋণ নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর গোষ্ঠী হচ্ছে জি৭৭+চীন।

জি২০ সম্মেলনে আর যা নিয়ে আলোচনা হলো

জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়াও ইউক্রেন, গাজা ও লেবাননের যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধ 'থামাতে' সহায়তা করতে জি২০-এর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে চীন ও ব্রাজিল। এই দেশ দুটি রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বসতে ইউক্রেনকে চাপ দিচ্ছে। গাজা ও লেবাননে 'সর্বাঙ্গীণ' যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন জি২০ নেতারা।

ব্যাপক হারে 'মোবাইল বম্ব শেল্টার' বানাতে শুরু করেছে রাশিয়া

আন্তর্জাতক ডেস্ক : রাশিয়া ব্যাপক হারে বিকিরণ-প্রতিরোধী 'মোবাইল বম্ব শেল্টার' বা 'ভ্রাম্যমাণ আশ্রয়স্থল' উৎপাদ শুরু করেছে। 'কেইউবি-এম' নামের এ আশ্রয়স্থলটি একটি শিপিং কনটেইনারের মতো দেখতে। আশ্রয়স্থলটি মানবসৃষ্ট বিভিন্ন হুমকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিকিরণ এবং শকওয়েভ থেকে রক্ষা করতে পারবে। রাশিয়ার জরুরি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা ইনস্টিটিউট এসব তথ্য জানিয়েছে। রয়টার্সের প্রারতিবেদনে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় ইনস্টিটিউটের মতে, 'কেইউবি-এম' বিকিরণ, ধ্বংসাবশেষ, যেকোনো ধরণের ধারাল বস্তু এবং আগুনের তাপ থেকে কিছুটা সুরক্ষা দিতে পারে এবং রাশিয়ার উত্তর অঞ্চলে পারমাফ্রস্টেও স্থাপন করা যেতে পারে। পারমাফ্রস্ট হলো, পৃথিবীর পৃষ্ঠের ওপর বা নিচে একটি স্থায়ী হিমায়িত স্তর। এটি মাটি, নুড়ি এবং বালি নিয়ে গঠিত এবং সাধারণত বরফসহ একসঙ্গে আবদ্ধ থাকে। পারমাফ্রস্ট কমপক্ষে দুই বছর ধরে শূন্য তাপমাত্রা বা তার নিচে থাকে। ভ্রাম্যমাণ আশ্রয়স্থলটিতে ৫৪ জন লোকের থাকার ব্যবস্থা আছে, তবে অতিরিক্ত আরো সুবিধা যোগ করা যেতে পারে বলে ইনস্টিটিউট বলেছে। কিছু কর্মকর্তারা বলছেন, ইউক্রেনের যুদ্ধ চূড়ান্ত বিপজ্জনক পর্যায়ে যেতে পারে। তবে সেই আশঙ্কাতেই এ ধরনের আশ্রয়স্থল তৈরি করা হচ্ছে কি না, তা সম্পর্কে কিছু বলেনি ইনস্টিটিউটটি। এই ধারণা আরো জোরদার হয়েছে কারণ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন ইউক্রেনকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে আমেরিকান দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার অনুমতি দিয়েছে। আর এ অনুমতি দেওয়ার পরেই এমন ঘোষণা দিল রাশিয়া। এদিকে ক্রেমলিন গতকাল সোমবার বলেছে, রাশিয়া বাইডেনের প্রশাসনের এই বেপরোয়া সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া জানাবে এবং সতর্ক করেছে, এমনটি ঘটলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে পারে। সূত্র : রয়টার্স

নিউইয়র্কে ছুরিকাঘাতে নিহত ২, আহত ১

আন্তর্জাতক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের ম্যানহাটনে ছুরিকাঘাতে দুই ব্যক্তি নিহত ও একজন আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় সোমবার ম্যানহাটনের আলাদা তিনটি জায়গায় গৃহহীন এক ব্যক্তির ছুরিকাঘাতে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। হামলার অভিযোগে ৫১ বছর বয়সী সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। আমেরিকান সংবাদ সংস্থা এপির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হতাহত ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। তবে প্রথম হামলার শিকার ও নিহত ব্যক্তির বয়স ২৬ বছর। তিনি একজন নির্মাণশ্রমিক। দ্বিতীয় হামলার শিকার ব্যক্তির বয়স ৬৮ বছর। ইস্ট রিভারে মাছ ধরার সময় তাকে আঘাত করা হয়। তিনিও মারা গেছেন। দ্বিতীয় ঘটনার প্রায় দুই ঘণ্টা পর জাতিসংঘের প্রধান কার্যালয়ের নিকটবর্তী স্থানে ৩৬ বছর বয়সী এক নারীকে ছুরিকাঘাত করা হয়।

এক হাজার দিন ধরে চলা ইউক্রেন যুদ্ধের ভবিষ্যৎ কি?

আন্তর্জাতক ডেস্ক : এখনো কিয়েভে মাঝে মধ্যেই ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে আবার প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসবেন ডনাল্ড ট্রাম্প। তার আগে জো বাইডেন রাশিয়ার ভিতরে মার্কিন রকেট হামলা করার অনুমতি ইউক্রেনকে দিয়ে দিয়েছেন। আর রাশিয়া হুমকি দিয়েছে, এরকম আক্রমণ হলে তার উপযুক্ত ও কড়া জবাব দেওয়া হবে। তবে ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে এসে এই নীতির পরিবর্তন করতে পারেন। সমর-বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু এই পদক্ষেপ নিলে ৩৩ মাস ধরে চলা যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির বদল হবে না। এই যুদ্ধের ফলে ইউক্রেনের হাজার হাজার মানুষের প্রাণ গেছে। লাখ লাখ মানুষ বাইরের দেশে আশ্রয় নিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটাই ইউরোপে সবচেয়ে বড় সংঘাত। এর ফলে সামরিক দিক থেকে কার কত ক্ষতি হয়েছে তা গোপন রাখা হয়েছে। গোয়েন্দাদের তথ্যের উপর ভিত্তি করে পশ্চিমা দেশগুলি যে হিসাব করেছে, তাতে এক দেশের হিসাবের সঙ্গে অন্য দেশের হিসাবের প্রচুর ফারাক রয়েছে। তবে সব রিপোর্টই বলছে, দুই পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রচুর মানুষ হতাহত হয়েছেব। ইউক্রেনের প্রতিটি অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি পরিবারেই যুদ্ধের সময় শোক নেমে এসেছে। বড় শহর থেকে দূরের গ্রাম পর্যন্ত সব জায়গায় সামরিক অন্ত্যেষ্টি নিয়মিত হয়েছে, রাতেও বারবার সাইরেন বেজেছে। মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করেছেন। ঘুমহীন রাত কাটিয়েছেন তারা।

ট্রাম্প আসার পর

ইউক্রেন যুদ্ধের এক হাজার দিন পূর্ণ হলো গতকাল মঙ্গলবার। এতদিন পরেও ইউক্রেনের বিভিন্ন ফ্রন্টে লড়াই চলছে। যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প আসার পর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তিনি এবার এই যুদ্ধ নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেবেন? প্রশ্ন উঠেছে, ইউক্রেনকে সামরিক সাহায্য দেওয়ার নীতির, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের ভবিষ্যৎ কী হবে? ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর দুই দেশের মধ্যে কোনোরকম আলোচনা হয়নি। সম্ভাব্য আলোচনার আগে দুই দেশই তাদের শক্তি বাড়িয়ে নিতে চাইতে পারে। ইউক্রেন ও রাশিয়া চাইবে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের আরো কিছুটা জমি দখল করে নিয়ে আলোচনায় বসতে। রাশিয়া ইরানের কাছ থেকে ড্রোন পেয়েছে। কুরস্কে উত্তর কোরিয়ার ১১ হাজারের মতো সেনাও যুদ্ধে নেমে পড়েছে। কিয়েভের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, উত্তর কোরিয়া এক লাখ সেনা পাঠাবার ক্ষমতা রাখে। ইউক্রেন আবার অগাস্ট থেকে রাশিয়ার কুরস্কের একটা অংশ দখল করে রেখেছে। সেখানে তারা সবচেয়ে দক্ষ সেনা পাঠিয়েছে। ইউক্রেনের দাবি, রাশিয়া সেখানে ৫০ হাজার সেনা পাঠিয়েছে। তাছাড়া তারা পূর্ব ইউক্রেনেও দ্রুত কিছু এলাকা দখল করতে চায়। এদিকে ক্রমশ শীত আসছে। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি রাশিয়া একদিনে ১২০টি ক্ষেপণাস্ত্র ও ৯০টি ড্রোন দিয়ে আক্রমণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার গভীরে মার্কিন রকেট দিয়ে হামলার অনুমতি দেয়া, ইউক্রেনকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দেওয়ার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বন্দুকের ভয় দেখিয়ে গাজায় ত্রাণবাহী ১০৯ লরি লুট: জাতিসংঘ

আন্তর্জাতক ডেস্ক : জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউএ) জানিয়েছে, গাজায় জাতিসংঘের পাঠানো ত্রাণবাহী ১০৯টি লরি লুটপাট করা হয়েছে।

তবে কারা এই লুটপাটের সঙ্গে জড়িত তা জানা সম্ভব হয়নি। বিবিসি-সর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজার দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে ইসরায়েল নিয়ন্ত্রিত কেরেম শালম ক্রসিং দিয়ে লরিগুলো পার হওয়ার সময় এ লুটপাটের ঘটনা ঘটে। ৯৭টি লরি লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়।

চীনে স্কুলের বাইরে গাড়ি দুর্ঘটনা, অনেক শিশু আহত

আন্তর্জাতক ডেস্ক : চীনে একটি প্রাইমারি স্কুলের বাইরে ভিড়ের ওপর গাড়ি উঠিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে হুনান প্রদেশের চাংদো শহরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, হুনানের ডিংশেং জেলার ইয়োঙান প্রাইমারি স্কুলের সামনে গাড়ির ধাক্কায় কয়েকজন শিক্ষার্থী ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। এখনো হতাহতের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। আহতদের অনেককে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার পর অভিভাবক ও স্কুলের নিরাপত্তা কর্মীরা সাদা রঙের ওই এসইউভি থামাতে সমর্থ হন। সন্দেহভাজন চালককে তারা পুলিশে সোপর্দ করেছেন। স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক বিবিসিকে বলেছেন, সন্তানকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। তখনই স্কুল প্রাঙ্গণের বাইরে গোলমালের শব্দ শুনি। ছয় থেকে সাতজন অভিভাবক গাড়িটিকে ঘিরে ধরে থামিয়ে ফেলেন। দুর্ঘটনায় স্কুলের নিরাপত্তা কর্মীও আহত হয়েছেন। লোকটির বয়স অনেক, প্রায় সত্তর-আশির কাছাকাছি। তাই তার পক্ষে খুব বেশি কিছু করা সম্ভব হয়নি। তিনি আরও বলেন, প্রায় ডজনখানেক মানুষ আহত হয়েছেন। যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। তবে ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে, তাড়াতাড়ি একটি অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছে গিয়েছিল। ঘটনাস্থলে ধারণ করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকটি শিশু মাটিতে পড়ে আছে। ভীতসন্ত্রস্ত শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যাগ নিয়ে দৌড়াচ্ছে।

বিনোদন

'গ্লাডিয়েটর ২'র রেকর্ড বক্স অফিস ওপেনিং

বিনোদন ডেস্ক : রিডলি স্কট ফিরিয়ে এনেছেন গ্লাডিয়েটরদের গল্প। রাসেল ক্রোকে নিয়ে 'গ্লাডিয়েটর' নির্মাণের দুই যুগ পর তিনি তৈরি করেছেন 'গ্লাডিয়েটর ২'। ছবিটি যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের ৬৩টি দেশে মুক্তি পেয়েছে। এটি দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের স্টার সিনেপ্লেক্সেও। গত শুক্রবার মুক্তি পেয়ে ছবিটি বক্স অফিসে বিশাল ওপেনিং নিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। পল ডারগারাবেদিয়ান, কমস্কোরের সিনিয়র মিডিয়া অ্যানালিস্টের মতে, সিনেমাটি চলতি সপ্তাহে বিশ্বব্যাপী আয়ের তালিকায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে। ৬৩টি দেশে প্রথম দিনেই ৮৭ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে গ্লাডিয়েটর ২। এটি প্যারামাউন্ট পিকচার্সের একটি আর-রেটেড সিনেমার সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক ওপেনিং। মুক্তির প্রথম দিনে রিডলি স্কটের ক্যারিয়ারেও সবচেয়ে বেশি আয় করা সিনেমাটি এটি। রাসেল ক্রো অভিনীত ম্যাক্সিমাস চরিত্রটি মারা যাওয়ার ২০ বছর পরের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে 'গ্লাডিয়েটর ২'। এতে বলা হয়েছে ম্যাক্সিমাসের ছেলে লুসিয়াস ভারাসের দুঃসাহসিক অভিযাত্রা। রোমান সাম্রাজ্য দ্বারা তার বাড়িঘর ধ্বংস করা হয়। তারই প্রতিশোধ নিতে সে একজন গ্লাডিয়েটর হয়ে ওঠে। তার রাজকীয় পরিচয় লুকিয়ে রেখে সে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। এই সিনেমাটিতে লুসিয়াসের চরিত্রে অভিনয় করেছেন পল মেসকাল।

ছেলের কথায় কেঁদে ফেললেন অমিতাভ বচ্চন

বিনোদন ডেস্ক : এক ফ্রেমে আর সেভাবে দেখা যায় না ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও অভিষেক বচ্চনকে। যেন দুজনার দুটি পথ আলাদা হয়ে গেছে। অবশ্য এই বিষয়টি নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। এদিকে মেয়ে আরাধ্যা যেন মায়ের ছায়াসঙ্গী। ঐশ্বরিয়ার সঙ্গেই সারাক্ষণ দেখা যায় তাকে। এমন পরিস্থিতিতেই 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' শোয়ে গিয়ে বাবার গুরুত্ব বোঝালেন অভিষেক বচ্চন। আর ছেলের কথা শুনে ছলছল করে উঠল অমিতাভ বচ্চনের চোখ। সুজিত সরকারের নতুন সিনেমা 'আই ওয়ান্ট টু টক'। ছবিতে অর্জুনের চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিষেক। দুই কন্যাসন্তানের বাবা অর্জুন জীবনের এমন এক পর্যায়ে যেখানে সে শারীরিকভাবে অসুস্থ। আর এই অসুস্থতা তার জীবন দেখার দৃষ্টিভঙ্গী পালটে দেয়। যাদের প্রতি অর্জুন অন্যায় করেছেন, তাদের কাছে গিয়ে এখন সে ক্ষমা চাইতে চায়। এই সিনেমার প্রচার করতেই পরিচালককে সঙ্গে নিয়ে 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' শোয়ে যান অভিষেক। মজা করতে ভালোবাসেন অভিষেক। কেবিসিতেও তার ব্যতিক্রম হল না। জানান, বাড়িতে সবাই যখন একসঙ্গে খাবার খাওয়া হয়, কেউ কোনো প্রশ্ন করলেই সমবেতভাবে 'সাত কোটি' (কেবিসির পুরস্কার) বলা হয়। হাসিমজা করতে করতেই আবেগপ্রবণ হয়ে যান অভিষেক। অভিষেক জানান, তার বাবা সকাল সাড়ে ছটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান যাতে তারা নিশ্চিন্তে আটটা-নটা পর্যন্ত ঘুমোতে পারেন। এরপরই অভিষেক বলেন, একজন বাবা যে সন্তানের জন্য কতকিছু করেন তা নিয়ে কেউ বেশি কথা বললেন না। কিন্তু বাবা সবার অজান্তেই চুপচাপ নিজের দায়িত্ব পালন করেন। ছেলের এই কথাতেই অমিতাভের চোখে পানি চলে আসে। আগামী ২২ নভেম্বর সিনেমা হলে মুক্তি পাবে 'আই ওয়ান্ট টু টক'। শোনা যায়, এই ছবির জন্য অভিষককে শারীরিক গঠনের পরিবর্তনও করতে হয়েছে। ওজন বাড়িয়েছিলেন তারকা। অভিষেক ছাড়াও ছবিতে অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন অহল্যা বামরো, জনি লিভার, পার্ল দে, ক্রিস্টিন গডডার্ড।

টাকা ছোঁড়ায় ক্ষেপে গেলেন আয়ুষ্মান

বিনোদন ডেস্ক : গত শনিবার আমেরিকার একটি মঞ্চে পারফর্ম করেন বলিউড তারকা আয়ুষ্মান খুরানা। সেখানে গান গাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। তখনই এক অনুরাগী মঞ্চের দিকে ছুড়ে দেন ডলার! আর এতেই মেজাজ হারান ভারতীয় এই গায়ক। গানের পাশাপাশি একাধারে অভিনয়ও করেন আয়ুষ্মান। অভিনয়ের সঙ্গে তার কণ্ঠেরও অনুরাগী অসংখ্য। তার রয়েছে নিজস্ব একটি ব্যান্ড দল 'আয়ুষ্মান ভব'। সেই ব্যান্ডদল নিয়েই গিয়েছিলেন আমেরিকা। আয়ুষ্মান যখন মঞ্চে ওঠেন, মুহূর্তে তার গানের মূর্ছনায় মেতে ওঠেন শ্রোতারা। 'ভিকি ডোনর' ছবির জনপ্রিয় গান 'পানি দা' গাওয়ার পর বিরতির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন আয়ুষ্মান। তখনই এক অনুরাগী মঞ্চের দিকে ছুড়ে দেন ডলার। গায়ক-অভিনেতাকে উৎসাহ দিতেই এই কাণ্ড তার। কিন্তু এই দেখে চটে যান আয়ুষ্মান। ঘটনার আকস্মিকতায় তাৎক্ষণিক মেজাজ হারালেও পরক্ষণেই নম্রভাবে এমন কাজ না করার অনুরোধ জানান তিনি। বিরতি নিতে যেয়েও ফিরে আসেন আয়ুষ্মান। হাতে মাইক নিয়ে অভিনেতা বলেন, 'পাজি, এমন করবেন না দয়া করে। এ সব না করে আপনি দান করে দিন বরং অথবা অন্য কিছু করুন অনুগ্রহ করে। আমি আপনাকে খুব ভালোবাসি। আপনার যথেষ্ট সম্মান রয়েছে।

নতুন প্রেম নিয়ে পরীমণির 'প্রাঙ্ক'

বিনোদন ডেস্ক : কোনো না কোনো বিষয়ে হামেশাই সংবাদের শিরোনাম হন দেশের আলোচিত চিত্রনায়িকা পরীমণি। সদ্যই ঘোষণা দিয়ে বসেছিলেন, নতুন করে প্রেমে পড়েছেন তিনি! আর তা অনুরাগীদের বিশ্বাস করতেও কতক্ষণ! স্বাভাবিকভাবেই তারা ধরে নিয়েছেন, সত্যিই বোধহয় নতুন সঙ্গী পেয়েছেন পরী। অবশ্য, অনুরাগীরাও একরকম ভুল বোঝেনি। সম্প্রতি এমন একটি ভিডিও সামনে এনেছিলেন নায়িকা, তা দেখলে যে কারও মনে হবে, প্রেমিকের সঙ্গে ছাড়া এমন কাজ সম্ভব না। তো কী ছিল সেই ভিডিওতে? যেখানে দেখা গেছে, চলন্ত গাড়িতে কারও হাতের ওপর হাত রেখেছেন নায়িকা পরীমণি। অনেকটা আলিঙ্গনরত মুহূর্তে যুগলরা যেভাবে একে অপরের হাত ধরে, ঠিক সেভাবেই। যদিও পাশে থাকা পুরুষটির চেহারা তখনও প্রকাশ্যে আনেননি পরী। সেই ভিডিও শেয়ার করে নায়িকা লিখেছেন, 'হ্যাঁ! আমি আবারও প্রেমে পড়েছি।' পোস্টটি শেয়ার করার পর সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয় শোরগোল। পরীকে রীতিমতো শুভকামনা জানাতে থাকেন তার অনুরাগীরা। জীবনের আরেকটি নতুন অধ্যায়ে পা দেওয়ায় অভিনন্দন বার্তায় ভরে ওঠে পরীর মন্তব্য ঘর। একদিকে অনুরাগীরা বিষয়টিকে যেমন 'সিরিয়াস' হিসেবে নিয়েছেন, অন্যদিকে একে একে সংবাদের শিরোনাম হয়ে উঠছিলেন পরীমণি। পরীর প্রেমে পড়ার বিষয়টি কারও কারও কাছে একটা ধোঁয়াশায়ও পরিণত হয়। কারও কারও আবার আগ্রহ জন্মায় পরীর বিপরীতের সেই পুরুষটিকে এক ঝলক দেখার। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে আলোচনা বাড়তেই হঠাৎ সেই ভিডিওটি আবার সামনে আনলেন পরীমণি। বোঝাতে চাইলেন, আদতে ভিডিওটি করা হয়েছিল ভক্তদের চমকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং মজার ছলে; তথা, পুরো বিষয়টি ছিল শুধুমাত্র একটি 'প্র্যাঙ্ক'। পরে ভিডিওটির বাকি অংশটুকুতে তার সেই সঙ্গীকে দেখানো হয়। সেখানে তাদের হাসতে হাসতে ফেটে পড়তেও দেখা যায়। তাদের অট্টহাসির ধ্বনির মাত্রাই বুঝিয়ে দেয়, অনুরাগীদের বোকা বানিয়ে কতটা আনন্দিত তারা! ভিডিওর শেষের দিকে তাদের এও বলতে শোনা যায়, 'গুজবে কান দেবেন না।' আর সেই ভিডিওর ক্যাপশনে মজার ছলে প্রশ্ন রাখেন, 'প্রাংক টা কি একটু বেশি হলে গেছিলো ?' উল্লেখ্য, চলতি বছরের শুরুতেই পরীমণি জানিয়েছিলেন, তার পক্ষে নতুন সম্পর্কে জড়ানো সম্ভব না। জীবনে যা সহ্য করেছেন তারপর আর কারও সঙ্গে তিনি সম্পর্কে নিজেকে বাঁধবেন না। বলা যায়, অভিনেতা শরিফুল রাজের সঙ্গে ডিভোর্সের পর যখন নতুন করে জীবনে বাঁচা শুরু করলেন পরী, তখন বারবার তিনি এ কথাই জানিয়েছিলেন যে ছেলে এবং মেয়ে তার দুটি ডানা। পরীর আর নতুন সম্পর্কের দরকার নেই।

প্রথম উইকেন্ডেই ফ্লপ দ্যা রকের 'রেড ওয়ান'!

বিনোদন ডেস্ক : ডোয়াইন জনসন। এই নামেই তিনি সিনেমার পর্দায় আসেন। তবে বিশ্ববাসীর কাছে তিনি 'দ্য রক' নামেই বহুল পরিচিত। রেসলিংয়ের মাঠে দুর্ধর্ষ এক রেসলার তিনি। নানা বয়সের দর্শকের কাছেই তিনি সেরা। অভিনয়ে নাম লিখিয়েও দ্য রক খ্যাত তারকা একের পর এক ব্লকবাস্টার সিনেমা উপহার দিয়ে সবার প্রত্যাশা পূরণ করে যাচ্ছিলেন। তবে সেই সাফল্যের পথচলায় এলো ধাক্কা। জনসন অভিনীত ক্রিসমাস অ্যাকশন-কমেডি 'রেড ওয়ান' প্রত্যাশা অনুযায়ী সাফল্য পায়নি। আশানুরূপ দর্শক টানতে পারছেন না এই মহাতারকা। যা হতাশ করছে তার ভক্তদেরও। ছবিটি উত্তর আমেরিকার ৪,০৩২টি থিয়েটারে মুক্তি পেয়েছে। প্রথম দিনে মাত্র ৩৪.১ মিলিয়ন আয় করতে পেরেছে। ২৫০ মিলিয়ন ডলারে নির্মিত সিনেমাটির বিশ্বজুড়ে প্রচার ও বিপণন ব্যয় আছে আরও ১০০ মিলিয়ন ডলার। এমন ব্যয়বহুল সিনেমার প্রথম দিনের আয় ৩৪ মিলিয়ন ডলার খুবই কম বলে মনে করছেন সিনে বিশ্লেষকরা। 'রেড ওয়ান' তিন সপ্তাহ ধরে শীর্ষে থাকা 'ভেনম : দ্য লাস্ট ড্যান্স' সিনেমাকে পরাজিত করেছে। তবে বড় বাজেটের কারণে সিনেমাটি সফল হওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এরইমধ্যে। তুলনা হিসেবে 'জোকার ২' ছবিকে টানছেন অনেকেই। ২০০ মিলিয়ন বাজেটের ছবিটি তার উদ্বোধনী সপ্তাহান্তে ৩৭ মিলিয়ন ডলার আয় করেও ফ্লপ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অন্যদিকে 'কিলারস অব দ্যা ফ্লাওয়ার মুন' সিনেমাটি অনেক বেশি খরচে নির্মিত হলেও ২৩ মিলিয়ন ডলার উদ্বোধনী আয় দিয়ে ভালো ব্যবসা করেছিল। তাই 'রেড ওয়ান' সিনেমার ৩৪ মিলিয়ন ডলার উদ্বোধন আয়কে সরাসরি মন্দ হিসেবে দেখা হচ্ছে না।

যে কারণে আটকে আছে রাফী-জিতের 'লায়ন'

বিনোদন ডেস্ক : মেগাস্টার শাকিব খানের 'তুফান' দিয়ে বক্স অফিসে ঝড় তোলেন নির্মাতা রায়হান রাফী। এখন রাফীর পরিকল্পনায় নতুন ছবি 'লায়ন'। যেখানে থাকছেন ওপার বাংলার নায়ক জিৎ! সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে পাওয়া খবর, বাজেটের কারণে নাকি রায়হান রাফী পরিচালিত ছবির কাজ স্থগিত থাকছে! তাহলে কী বাংলাদেশের ছবিতে দেখা যাবে না জিতকে? ছবিটির কাজ শুরু হলেই রায়হান রাফীর ছবিতে প্রথমবারের মতো পা রাখবেন জিৎ। দুই বাংলার যৌথ প্রযোজনায় তৈরি হবে 'লায়ন'। এদিকে ওপার বাংলার প্রযোজক শ্যামসুন্দর দে এ খবর ছড়াতেই উৎসবে মাতে তাদের অনুরাগীরা। এও শোনা গেছে, সেই ছবিতে থাকতে পারেন চঞ্চল চৌধুরী বা আফরান নিশোর মতো তারকারা। জানা গেছে, সব ঠিক থাকলে চলতি বছরের শেষে অর্থাৎ ডিসেম্বরে ফ্লোরে যাবে ছবিটি। কিন্তু, গত কিছুদিন ধরে নতুন গুঞ্জন, সব কিছু নাকি ঠিক নেই! বাজেটের কারণে স্থগিত 'লায়ন'।

আমন ধান কাটার মৌসুম আসছে। কামার ব্যস্ত কৃষকের জন্য ধান কাটার কাঁচি তৈরি করতে। এসব কাঁচি ২০০ থেকে ৩০০ টাকায় বিক্রি হবে। মিকশিমিল, ডুমুরিয়া, খুলনা

ধামইরহাটে ওয়ার্ল্ড ভিশনের উদ্যোগে ১১৭ শিশুকে উপহার

ধামইরহাট, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর ধামইরহাটে ওয়ার্ল্ড ভিশনের উদ্যোগে ১১৭ শিশুকে গিফট নোটিফিকেশন (জিএন) এর উপহার বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২ টায় উপজেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে এপি ম্যানেজার মানুয়েল হাসদার সভাপতিত্বে ওয়ার্ল্ড ভিশনের আইডিভুক্ত বিভিন্ন শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী সাইকেল ও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: মোস্তাফিজুর রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ল্ড ভিশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার ডেভিড সাংমা, মুকুল বৈরাগী, শিশু সুরক্ষা কর্মকর্তা প্রদীপ হাসদা, জুনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার রোজলিন মিতু কোড়াইয়া, শারমিন আক্তার সুরভী প্রমুখ। সভায় এনাফ ক্যাম্পেইনে শূন্য থেকে ১৮ বছর বয়সী সকল শিশু পর্যাপ্ত পুষ্টিকর নিরাপদ খাবার ও খাদ্য নিরাপত্তার মধ্যে যাতে করে বেড়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে গ্লোবাল ক্যাম্পেইন এনাফ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। চিহ্নিত কয়েকজন জোয়ারী জুয়া খেলতে পারতো না। কিন্তু এখন সরকার পতনের পর জোয়ারীরা জুয়া খেলায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ফুলবাড়িয়া এলাকায় বিকাল হতে রাত পর্যন্ত কাটির মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে জুয়া খেলাই রফিক ও মামুন। পালোপাড়াও তাহেরের মোড় হতে দুর্লভপুর বাজারের মাঝের আম বাগানে তিন তাস জুয়া খেলাই পালোপাড়ার মামুন। গাওপাড়া ঢালান এলাকায় মিন্টু, ভালুকগাছির গোটিয়া এলাকায় রাকিব,বিড়লদহ,বানেশ্বর ও মোল্লাপাড়া বাজার এলাকায় প্রতিদিন জুয়া খেলা হচ্ছে। সদরের রাজবাড়ি বাজারে বর্তমানে অনলাইন জুয়া খেলার স্বর্গরাজ্যে পরিনত হয়েছে। এখান হতে উপজেলার অলিতেগলিতে যে অনলাইন জুয়া খেলা হচ্ছে তার টাকা লোড করা হয়ে থাকে। থানা হতে আদিবাসি পাড়ার দূরত্ব মাত্র প্রায় ৬শত মিটার হবে। এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার লিটার চোলাই মদ তৈরি করা হয়। রাজশাহী হতে র‌্যাব সদস্যরা এসে আদিবাসি পাড়ায় অভিযান চালাচ্ছেন। কিন্তু থানা পুলিশ এবং মাদকদ্রব্য কর্মকর্তা সেখানে চুপ হয়ে রয়েছেন। যেসব এলাকায় মাদককারবারি হচ্ছে, পুঠিয়া বাজার, মোল্লাপাড়া,কান্দ্রা ভচ্ছুগ্রাম, নামাজগ্রাম, শিবপুর বাজার, বানেশ্বর হাট এলাকা,পীরগাছা তালুকদার গুচ্ছগ্রাম,সাধনপুর, বলমলিয়া বাজার, কেপুকুরিয়া গ্রামে রহাব এর ছেলে সোহাগ তার মা গ্যানো গাজা বিক্রির ডিলার,ধোপাপাড়ার পারুল সে এলাকায় প্রকাশ্যে বিভিন্নরকম মাদককারবারি করে আসছে। ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কের বিড়ালদহ মাজারের পাশে প্রতিদিন সড়কে যানবাহন থামিয়ে চালক ও যাত্রীরা হিরোইন পট্টি হতে হিরোইন নিয়ে প্রকাশ্যে সেবন করতে দেখা যাচ্ছে। পৌর এলাকায় কয়েকজন মাদককারবারি রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থেকে মাদককারবারি করছে। উপজেলাবাসীদের ভাষ্য,পুলিশি কার্যক্রম ঢিলেঢালা হয়ে থাকায় মাদককারবারিরা ও জুয়া খেলা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই,উপজেলা জুড়ে হাত বাড়ালেই ফেনসিডিল ইয়াবা ইরোইন গাজা চোলাই মদ পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে পুঠিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কবির হোসেন বলেন, জুয়া খেলার ব্যাপার আমার জানা ছিল না। এখন এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

হাতিয়ায় ৫শত নারিকেলের চারা রোপন

হাতিয়া, নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালী হাতিয়ায় বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী পালন করেছে পূবালী ব্যাংক। গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপজেলা সদরের চরকৈলাশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: ইবনে আল জায়েদ হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ডিপুটি জেনারেল ম্যানেজার মো: মাঈনুল ইসলাম, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার জাহাঙ্গীর আলম, শাখা ব্যবস্থাপক মো: মাজহারুল ইসলাম, সিনিয়র অফিসার নুর নবী, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল জব্বার, হাতিয়া সুপার মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতির সাধারন সম্পাদক মিজানুর রহমান ও হাজী আব্দুল কুদ্দুস স্টোরের মালিক জাহেদ হাজী সহ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় পূবালী ব্যাংক হাতিয়া শাখার আয়োজনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫শত নারকেল গাছের চারা বিতরণ করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ মোতাবেক সারাদেশের উপকূলীয় এলাকায় পূবালী ব্যাংক বৃক্ষরোপনের এই কর্মসূচী পালন করেছে। উদ্বোধন শেষে গতকাল মঙ্গলবার উপজেলা সদরের বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ব্যাংকের কর্মকর্তারা নিজেরা চারা রোপন করেন।

জুড়ীতে কমলা চাষে সাড়ে তিনশ চাষির আর্থিক সাফল্য

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি : মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলায় সফলতা এসেছে কমলা চাষে। টকমিষ্টি স্বাদের অত্যন্ত উপকারী একটি মৌসুমি ফল কমলা। এ ফলটি সাড়ে তিনশ চাষির পকেটে এনে দিচ্ছে প্রায় ৮৪ কোটি টাকার আর্থিক সাফল্য। পাহাড়ি উঁচু-নিচু এলাকায় কমলা চাষের আদর্শ জায়গা। গাছে গাছে ঝুলে রয়েছে থোকা থোকা পাহাড়ি কমলার সমাহার। কোনোটা কাঁচা আবার কোনো পাকা এভাবেই এর বিস্তৃতি যতদূর চোখ যায়। এই শীত মৌসুমের দারুণ চাহিদাসমৃদ্ধ এ ফলটি এখন পুরোপুরি পরিপক্ব। এই বিশেষ ফলটিকে ঘিরে এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন চাষিরা। গাছ থেকে ফল নামানো, জড়ো করা, ক্যারেটে করে বাজারজাতকরণের উদ্দেশে পরিবহনে পৌঁছে দেওয়া। জুড়ীর গোয়ালবাড়ি ইউনিয়নের হায়াছড়া গ্রামের কমলা-চাষি জামাল হোসেন বলেন, আমার প্রায় ২শ'র বেশি কমলা গাছ রয়েছে। প্রায় ছয় বছর ধরে আমি এই কৃষিতে জড়িত আছি। আগে আব্বু ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর আমি আমাদের কমলা চাষের হাল ধরেছি। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ ফল পাকা শুরু হয়। ধারাবাহিকভাবে চলে একেবারে নভেম্বর পর্যন্ত। অনেক চাষি অক্টোবরের আগে থেকেই কমলা পারা শুরু করে দেয়। কিন্তু আমি গাছে কমলা পোক্ত হলে তারপর গাছ থেকে পারি। তিনি আরও বলেন, আমার গাছের কমলাগুলো কেজি প্রতি দেড়শ' থেকে দুশ' টাকায় বিক্রয় করেছি। এর থেকে এ বছর সব খরচ বাদ দিয়ে প্রায় দুই লাখ টাকা হাতে পেয়েছি। মালের পরিবহণ খরচ তো অনেক বেশি। পুরো পরিবহনে খরচ হয়েছে প্রায় ৭০ হাজার টাকা। আমার বাগান তো রাস্তার পাশে নয়, তাই একটা ক্যারেট পরিবহনে প্রায় ১০০ টাকা নিয়ে নেয়। জুড়ীর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মাহমুদুল আলম খান বলেন, আমাদের জুড়ী উপজেলায় ৯৮ হেক্টর জমিতে কমলা চাষ হচ্ছে। আমরা আশা করছি ৭০০ টনের মতো কমলা পাবো। ৩৫০ জন চাষি এই কমলা চাষের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। প্রায় দশ টন করে প্রতি হেক্টরে এই কমলার উৎপাদন রয়েছে। আসলে এই ফসলটা ফল হওয়ার কারণে ধানের মতো টার্গেট বা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা কঠিন। ধান যেমন প্রতি সিজনে কেটে ফেলে নতুন করে করা হয় কমলার বাগান তো সেভাবে হয় না। একটা কমলার বাগান পুরোপুরিভাবে সৃজন হতে মিনিমাম দু'-তিন বছর লাগে। প্রজাতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অধিকাংশ চাষিদের মাঝে নাগপুরী এবং খাসিয়া জাতের কমলার ফলন রয়েছে। নাগপুরী জাতের কমলা অধিকতর রসালো এবং সুমিষ্ট। তবে আমরা কৃষকদের আমাদের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরীক্ষিত ফসল 'বারি কমলা-৩' চাষ করার পরামর্শ দিয়ে থাকি। এটি নতুন একটি ভ্যারাইটি। এ প্রজাতির গাছগুলো ছোট হওয়ার কারণে তুলনামূলকভাবে পরিচর্যার করতে অনেক সহজ এবং এগুলো অধিক ফলন দিতে সক্ষম।

সমস্যার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের এলাকার বাগানগুলো প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের পুরোনো। কোনো কোনো গাছ আবার রোগাক্রান্ত হয়ে গেছে। ফলে ফলন কিছুটা কম আসে। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা যেটা করছি সেটা হলো- আমরা আধুনিক জাতের যে কলমের চারাগুলো দিচ্ছি। এর পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে সব কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি।

ভুরুঙ্গামারীতে গ্রাম পুলিশের স্মার্ট পরিচয়পত্র বিতরণ

ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : ভূরুঙ্গামারী উপজেলার ১০ ইউনিয়নের সকল গ্রাম পুলিশের উপস্থিতিতে গতকাল মঙ্গলবার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে ইউএনও মোঃ গোলাম ফেরদৌস পরিচয়পত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে গ্রাম পুলিশদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। মতবিনিময় শেষে তিনি ৯৫ জন গ্রাম পুলিশের পরিচয় পত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে ২ জনকে পরিচয় পত্র গলায় পড়িয়ে দেন। বাকি পরিচয়পত্রগুলি ১০ ইউনিয়নের প্রধানের হাতে তুলে দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মোঃ তাহমিদুল ইসলাম সহকারী কমিশনার(ভূমি), মোঃ ওয়ারেছ আলী এও, মোস্তাফিজুর রহমান মুকুল সিএ।

এইচপিভি টিকা গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভা

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরের নকলায় হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) টিকা গ্রহনে মেয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্বুদ্ধ করণ সভার কর্মসূচি চলছে। এর অংশ হিসেবে গত সোমবার দুপুরে উপজেলার বানেশ্বরদী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় উদ্বুদ্ধ করণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসাটির সুপার মাওলানা মো. শহিদুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বানেশ্বরদী ইউপির চেয়ারম্যান মাজহারুল আনোয়ার মহব্বত এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নকলা উপজেলা শাখার আমীর গোলাম সারোয়ার। এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন, সহসুপার মাওলানা মো. ফজলুল করিম, সহকারী শিক্ষক মো. মোশারফ হোসাইন ও নুসরাত জাহান নিপা প্রমুখ। এসময় সহকারী মৌলভী হযরত আলী ও ফুলেছা খাতুন, সহকারী শিক্ষক মাহাদী মাসুদ, তাহেরা সুলতানা, সবুজা খাতুন, মুক্তা খাতুন, কব্দুল হোসেন, ইয়াছিন আহাম্মেদ, উজ্জল মিয়া, আরিফ হোসেনসহ অন্যান্য শিক্ষক-কর্মচারী ও ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির মেয়ে শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা জানান, দেশের বিভিন্ন এলাকায় এই টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে মর্মে বিভিন্ন তথ্য সূত্রে জানা গেলেও সংশ্লিষ্ট রোগীর পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার বিষয়টি গুজব বলে নিশ্চিত করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। প্রকৃত পক্ষে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) টিকাটি মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে চিকিৎসকদের বরাতে বক্তারা জানান।

লৌহজং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে খুড়িয়ে চলছে চিকিৎসা সেবা

লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজংউপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নানা সমস্যায় জর্জরিত। খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলছে চিকিৎসা সেবা। উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের প্রায় আড়াই লাখ মানুষের চিকিৎসাসেবার একমাত্র ভরসাস্থল হলেও এখানে রয়েছে চিকিৎসক সংকটসহ নানা সমস্যা। ৪ জন চিকিৎসক দিয়ে চলছে হাসপাতালটির চিকিৎসা সেবা। এতে করে ব্যাহত হচ্ছে সেবা। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন থাকলেও তারা কোনো সেবা পাচ্ছেন না। কর্তৃপক্ষ ১১ মাসেও চালু করতে পারেনি এক্স-রে মেশিনটি। এক্স-রে করার দরকার হলে রোগীদের পরামর্শ দেওয়া হয় বাহিরের প্রাইভেট ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যাওয়ার। চিকিৎসক কম থাকার কারণে রোগীরা চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও ডাক্তারের দেখা পাচ্ছেন না অনেকে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা যায়, চিকিৎসক কম থাকায় এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হচ্ছে। গত রবিবার সরজমিন গিয়ে দেখা গেছে, শত শত রোগীর ভিড় জমে আছে চিকিৎসকের দরজার সামনে। চিকিৎসক কম থাকার কারণে ভোগান্তিতে পড়ছেন রোগীরা। জানা যায়, যেখানে ১৩ জন চিকিৎসক থাকার কথা, সেখানে মাত্র ৪ জন চিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন। চারজন চলতি মাসে বদলি হয়ে মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাবেন। ৫ জন চিকিৎসক রয়েছেন সংযুক্তিতে (প্রেষণে)। হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ডাক্তার ঠিক সময়ের মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন না। তাদের বসার সময়ও ঠিক থাকে না। নির্ধারিত সময়ে না এলেও যাওয়ার সময় ঠিক সময় মতোই চলে যান। এতে হাজার হাজার মানুষ ভোগান্তিতে পড়ছে। লৌহজং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, এটি ৫০ শয্যার হাসপাতাল। পুরুষ ওয়ার্ডে রোগী ভর্তি ২০, মহিলা ওয়ার্ডে রোগী ভর্তি ৩০, সিজারের রোগী মোট ৪ জন ও ডেঙ্গুরোগীও রয়েছে। এ বিষয়ে লৌহজং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সিনথিয়া তাসমিন বলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডাক্তার স্বল্পতায় ৩-৪ জন ডাক্তার রোস্টার অনুযায়ী ডিউটি করেন। এতে করে খুবই সমস্যা হচ্ছে। পরিচ্ছন্নতা কর্মী অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী আমাদের হাসপাতালে নেই। অ্যাম্বুলেন্সে রয়েছে তেলের সংকট। তেলের পাম্পগুলোর সহযোগিতা না পাওয়ার কারণে রোগীদের সাময়িক ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। আমি গত মাসের ১৪ তারিখে এই উপজেলায় যোগ দিয়েছি। সমস্যাগুলো আইডেন্টিফাই করে সমাধান করার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

কালীগঞ্জে বিকশিত নারী ও শিশু কল্যাণ সংস্থার বার্ষিক সম্মেলন

কালীগঞ্জ,ঝিনাইদহ প্রতিনিধি: ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিকশিত নারী ও শিশু কল্যাণ সংস্থার বার্ষিক সাধারন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টায় কালীগঞ্জ উপজেলার অনুপমপুর মাদ্রসার বটতলা মাঠে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কালীগঞ্জ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাসলিমা বেগম। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সমবায় অফিসার স.ম রশিদুল আলম, বিএনএসকেএস এর সভানেত্রী মনোয়ারা খাতুন, সম্পাদিকা মেহের"ন নেছা, হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ডের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর আনজুমান আক্তার, ফিন্যান্স ডিরেক্টর সৈয়দা ইয়াসিমন পান্না,প্রকৃতি মেডিকপস্ হাসপাতালের পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রভাত কুমার ব্যানার্জী,আলহাজ্ব রোকেয়া খাতুন । সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ সুফিয়া খাতুনের পরিচালনায় আরো বক্তব্য রাখেন শাহজাহান আলী বিপাশ, মাকসুদ রানা প্রমুখ। বিকশিত নারী ও শিশু কল্যাণ সংস্'ার বার্ষিক সম্মেলনে গত বছরে আয় ব্যায়, বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য তুলে ধরা হয়। এছাড়াও উপজেলা নিয়ামতপুর ও রায় গ্রাম ইউনিয়নের ১০টি নারী সংগঠনে সাংগঠনিক অবদান রাখায় ১০জন নারী নেতৃকে ক্রেস দিয়ে সম্মাননা জানাই বিএনএসকেএস।

গজারিয়ায় মেঘনা নদীতে অবৈধ ঝোপ

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় মেঘনা নদীতে ঝোপ পাতার ফলে দেশি মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এতে সাধারণ জেলেরা বঞ্চিত হচ্ছে নদীর মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ থেকে। পাশাপাশি হুমকির মুখে পড়েছে জীববৈচিত্র্য। স্থানীয়দের অভিযোগ, নদীতে ঝোপের মাধ্যমে মাছ শিকারে সরাসরি জড়িত স্থানীয় প্রভাবশালী কিছু কতিপয় ব্যক্তিরা। সেখানে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, গজারিয়া উপজেলার বালুয়াকান্দি ইউনিয়নের বড় রায়পাড়া ও মুদারকান্দি গ্রাম সংলগ্ন মেঘনা নদীর বিভিন্ন অংশে অবৈধ দিয়ে চলছে মাছ শিকার। জানা গেছে, ঝোপ তৈরির শুরুতে নদীতে গাছের ডালপালা ফেলা হয়। পরে চারদিকে বাঁশের বেড়া ও কচুরিপানা দেওয়া হয়। এরপর ঝোপের ভেতরে মাছের খাবার দিয়ে ঝোপের চারদিকে সূক্ষ্ম জাল দিয়ে ঘের দেওয়া হয়, যাকে স্থানীয়ারা বলে ঝোপ ।এর ভেতরেই চলে পোন-াসহ মাছ শিকার। গজারিয়া উপজেলা মৎস্য কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, মেঘনা নদীর বিভিন্ন স্থানে প্রায় শতাধিক ঝোপ আছে। তবে এলাকাবাসী ও মৎস্যজীবীদের হিসেব অনুযায়ী, মেঘনায় কমপক্ষে দুই শতাধিক ঝোপ রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বড় রায়পাড়া গ্রামের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েক জন ব্যক্তি জানান, বড় রায়পাড়া গ্রামের মতিউর রহমান মতি ও আব্দুল হামিদ নামের দুই ব্যক্তি সারা বছরই মেঘনা নদীতে ঝোপ দিয়ে থাকে। একটি বড় ঝোপ থেকে প্রায় তিন থেকে চার লাখ টাকার মাছ বিক্রি হয়।

কটিয়াদীতে স্কুল শিক্ষার্থী ফাহিমের জীবনযুদ্ধ

কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : স্কুল থেকে ঝরে পড়া ফাহিম (১৮) আবার স্কুল মুখি হয়েছে। করোনা মহামারির সময় স্কুল বন্ধ থাকায় লেখা পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে সে। বন্ধুদের সাথে আড্ডা গল্পগোজব খেলাধূলা করে কেটে গেছে তিনটি বছর। তিন ভাই বোনের মধ্যে ফাহিম বড়। এক বোনের বিয়ে হয়েছে। সবার ছোট বোন মাত্র তিন বছর বয়স। তার বাবা গাড়ির পুরনো চাকা মেরামতের কাজ করতেন। বছর দেড়েক পূর্বে তার বাবা ফারুক ভূইয়া হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। উপজেলার জালালপুর ইউনিয়নের পশ্চিম ফেকামারা গ্রামে মা আর ছোট বোনকে নিয়ে এখন তাদের সংসার। বাবার অবর্তমানে সংসারের বুঝা দিন দিন ভাড়ী হতে থাকে ফাহিমের উপর। এদিকে সে বুঝতে শুরু করেছে লেখাপড়া ছাড়া জীবন আরো দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। সব ঝেড়ে মুছে আবার নতুন উদ্যোমে যাত্রা করতে চায় ফাহিম। ভর্তি হয়েছে বাড়ির কাছে মুন্সি আব্দুল হেকীম কারিগরি কলেজের স্কুল শাখায় নবম শ্রেণিতে। প্রথম সমাপনী পরীক্ষায় ভালো ফলাফলও করেছে সে। কিন্তু সংসার, লেখাপড়ার খরচ কে যোগাবে? তার মা বিরিয়ানী, ভূণা খিচুরি ভালো রান্না করতে পারেন। তাই মা-ছেলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিরিয়ানী, ভূনা খিচুরি বিক্রি করবে। কিন্তু করবে কোথায়? বাজারে কোন দোকান নেই, ঘর নেই। তাতে কি! সংসার, লেখাপড়া চালাতে উপার্জন করতে হবে। মায়ের হাতে রান্না করে দেয়া বিরিয়ানি, ভূনা খিচুরি সুরক্ষিত পাত্রে নিয়ে এসে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্রি করছে নিত্য দিন। দিন শেষে যা উপার্জন হয় তা দিয়ে চলে যাচ্ছে কোন রকম। ফাহিম জানায়, স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। করোনা মহামারির সময় অনেকের জীবনেই নানা রকম প্রভাব পড়েছে। আমিও স্কুল বিমুখ হয়ে পড়েছিলাম। জীবনে উন্নতি করতে হলে লেখাপড়ার বিকল্প নাই বুঝতে পেরে আবার স্কুলে যেতে শুরু করেছি। যত কষ্টই হোক লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হবে। উচ্চ শিক্ষা নেয়ার দৃঢ়প্রত্যয়ে নতুন করে যাত্রা শুরু করেছি। গত সোমবার ছিল ক্লাস পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষে দ্রুত বাড়ি চলে আসি। এ দিকে মা খাবার তৈরী করে বসে আসেন। দুপুরের খাবার সময় পার হয়ে গেলে হয়তো খাবারগুলো অবিক্রিত থেকে যাবে। তাই স্কুল ড্রেস পরিবর্তনেরও সময় পাইনি। খাবারগুলো নিয়ে দ্রুত চলে আসি বাজারে। আশপাশের ব্যাংক, অফিস, হাসপাতালে আসা লোকজনের কাছেই বেশী বিক্রি হয় তার খাবার। ব্যবসার জন্য তার কোন ঘর নেই। তবুও নাম দিয়েছে মা বিরিয়ানি হাউজ। খাবারের মান ভালো হওয়ায় অনেকে মোবাইল ফোনেও অনুষ্ঠানের খাবারের অর্ডার করেন। স্কুল সময়ের পরে রাস্তায় খাবার বিক্রি করে এভাবেই চলছে স্কুল শিক্ষার্থী ফাহিমের জীবনযুদ্ধ।

ইংরেজি শিক্ষায় ভীতি দূর করতে ঘাটাইলে ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতা

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে ইংরেজি শিক্ষায় ভীতি দূর এবং ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অধিক আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলার লক্ষে উপজেলা ভিত্তিক ওয়ার্ড মাস্টার প্রতিযোগিতা,আলোচনা সভা,পুরষ্কার বিতরণ ও সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। "শব্দ শিখুন, ভাষা শিখুন"এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপজেলা পরিষদ হলরুমে গুড নেইবারস বাংলাদেশ ঘাটাইল সিডিপি এ অনুষ্ঠানের আয়োজনের আয়োজন করেন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন,উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ শারমিন আক্তার। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এসময় স্বাগত বক্তব্য রাখেন গুড নেইবারস বাংলাদেশ ঘাটাইল সিডিপির ম্যানেজার শারমিন নাসরিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত বক্তব্য রাখেন,একাডেমিক সুপার ভাইজার মোঃ ফকরুল ইসলাম,ঘাটাইল সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: আজহারুল ইসলাম,মুকুল একাডেমী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খন্দকার তাহাজ্জদ হোসেন,ঘাটাইল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান আলী,ঘাটাইল প্রেসক্লাবের সভাপতি মো: কামাল হোসেনসহ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬০জন প্রধান শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।উক্ত ওয়ার্ড মাস্টার প্রতিযোগিতায় উপজেলার ৪১ টি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২৩ জন শিক্ষার্থী প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করেছে।

মান্দায় দেবোত্তর পুকুরে পোনামাছ অবমুক্ত

মান্দা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মান্দা উপজেলার কালিগ্রাম মৌজায় দেবোত্তর সম্পত্তিতে থাকা একটি পুকুরে পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ওই পুকুরে রুই, কাতলা, সিলভার কার্পসহ বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। এসময় দেবোত্তর সম্পত্তির মালিকানা দাবিদার দেবাশীষ রায় ও অশোক রায় উপস্থিত ছিলেন। সম্পত্তির মালিকানা দাবিদার দেবাশীষ রায় বলেন, জয়কালী মাতার মন্দির পরিচালনার জন্য কালিগ্রাম মৌজায় ৬ দশমিক ২৭ একর সম্পত্তিতে একটি পুকুর খনন করা হয়। বেশ কিছুদিন ধরে পুকুরটি নুরুল্লাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রাজু আহমেদ, জুয়েলসহ তার লোকজন জবরদখল করে রেখেছিলেন। আদালতের রায় নিয়ে সেটি দখলমুক্ত করে মাছ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

আগাম আলু চাষের এখনই সময়

বগুড়া প্রতিনিধি : একটু লাভের আশায় বগুড়ায় প্রতিবছর আগাম আলু চাষা করে থাকেন চাষিরা। জেলার ১২টি উপজেলায় এখনো রোপা-আমন ধান কাটা-মাড়াই শেষ হয়নি। তবে সদ্য ফাঁকা হওয়া জমিগুলোতে এখন আগাম আলু চাষ করে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন চাষিরা। বৃহস্পতিবার (৩১ অক্টোবর) বগুড়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ-পরিচালকের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, জেলার বিভিন্ন উপজেলার তুলনামূলক উঁচু জমিগুলোতে আগাম আলু চাষ শুরু করেছেন চাষিরা। জানা গেছে, সবজির জেলা হিসেবে পরিচিত বগুড়া। এ জেলায় জমি কখনো ফেলে রাখেন না চাষিরা। অ্যাস্টেরিক ও কার্টিনাল নামে আগাম জাতের আলু চাষ করা হয়েছে। এ দুই জাতের আলু রোপণের ৫৫ থেকে ৬০ দিনের মাথায় বিক্রির উপযোগী হয়। এসব আলুতে পুষ্টি বেশি আবার কম সময়ে বিক্রির উপযোগী হয়। ফলে লাভ বেশি। এজন্য গতবারের মতো এবারও আগাম আলু চাষে নেমেছেন চাষিরা। বগুড়ার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে দেখে যায়, জেলার বিভিন্ন উপজেলায় এখনো বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে রয়েছে কাঁচা-পাকা ধান। আগামী দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যেই পুরোদমে ধানগুলো কাটা ও মাড়াই শুরু হয়ে যাবে। ধান তোলা হয়ে গেলেই লাগানো হবে বিভিন্ন জাতের আলু। এখন মাঠে মাঠে চাষিরা একদিকে তাদের জমিগুলো প্রস্তুত করতে হাল দিচ্ছেন, আলগা মাটি সমান করতে জমিতে মই দিচ্ছেন, অন্যদিকে আলু বীজ বপনে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন কেউ কেউ। সময়ে বাতাস আবার সময়ে ভ্যাপসা গরমের মধ্যেই চাষিরা কাজ করে চলেছেন। শিবগঞ্জ উপজেলার শিবু ঘোষ, মোমিনুল ইসলাম বাংলানিউজকে জানান, প্রায় প্রতি বছরই আগাম আলু চাষ করে থাকেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিগত কয়েক বছর ভালো দাম পাওয়ায় এখন আলু চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন অনেক চাষি। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে আলুর বাম্পার ফলন হওয়ার আশা করছেন তারা। কৃষি বিভাগ থেকে আলু চাষের প্রশিক্ষণ ও উৎপাদিত আলু সরকার সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে কিনলে কৃষকরা বেশি লাভবান হবেন। সেই সঙ্গে আলু চাষে আরও আগ্রহী হবেন বলে মনে করেন তারা।

টাঙ্গাইল জেলা রিক্সা শ্রমিক অফিসে আগুন দিল বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : অতিরিক্ত ভর্তি ফি ও চাঁদা আদায়ের অভিযোগে টাঙ্গাইল জেলা রিক্সা শ্রমিক অফিসে ভাঙচুর ও আগুন দিয়েছে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে টাঙ্গাইল শহরের পার্ক বাজার সংলগ্ন শ্রমিক অফিসে এই ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ঘটনার শ্রমিকদের মাঝে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ সময় অফিসে থাকা তিনটি মোটরসাইকেল, আসবাবপত্রসহ গুরুত্বপূর্ণ কাগজ-পত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়।এই হামলা ও অগ্নিসংযোগে ৩ শ্রমিক নেতা আহত হয়েছেন। তারা হলেন, গুরুতর অগ্নিদগ্ধ জেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ, সাবেক মেম্বার সালাম ও রুপচান। রিকশা শ্রমিক ও স্থানীয়রা জানায়, পূর্বে ভর্তি ফি ১ হাজার টাকা ছিল, সেটি বৃদ্ধি করে বর্তমানে ১৫৬০ টাকা করা হয়েছে ।এছাড়া ১০ টাকা মাসিক চাঁদা করাসহ ২শত টাকা জরিমানা নিয়ে ভর্তি না হওয়া শ্রমিকদের মাত্র ৫ থেকে ৭ দিনের সময় দিতেন সমিতির নেতৃবৃন্দ। যা নিয়ে সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। গতকাল মঙ্গলবার সকালে শহরে সাধারণ শ্রমিকরা মাইক মেরে চাঁদা ও ভর্তি ফি না দেয়ার জন্য মাইকিং করতে থাকে। নেতৃবৃন্দ মাইক ম্যানকে আটক ও মারধর করে ছেড়ে দেন। মাইকম্যান এর কাছে মারধরের খবর জানতে পেরে সাধারণ শ্রমিকরা অফিস কার্যালয়ে হামলা,নেতৃবৃন্দকে মারধর ও অগ্নি সংযোগ করে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন রিকশা শ্রমিক জানান, নেতৃবৃন্দ চাঁদা ও ভর্তি ফি নিলেও আমাদের কোন কাজে লাগেনা। নামমাত্র আহ্বায়ক কমিটি করে চাঁদার টাকা লুটপাট করছে। শ্রমিকদের শুধু মৃত্যু বোনাস, বিবাহ ভাতা আর নামমাত্র চিকিৎসা ভাতা দেওয়া হয়। সমিতিতে মোট কত টাকা চাঁদা আর ভর্তি ফি জমা আছে সেটিও আমরা জানি না। জানতে চাইলে নেতৃবৃন্দ দুর্ব্যবহার করে। এ সকল কারণে ক্ষুব্ধ সাধারণ শ্রমিক এ ঘটনাটি ঘটিয়েছে। গুরুতর আহত সমিতির সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ জানান, কার্যালয়ে আমাকে বেঁধে রেখে অগ্নি সংযোগ ঘটায়। আগুন বাড়তে থাকায় আমি প্রায় আধা ঘন্টা পরে বাঁধন খুলে বের হই। আগুনে আমার শরীরের বিভিন্ন অংশ পুড়ে গেছে। আমি এই ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি। রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য সিহাব জানান,চাঁদা ও ভর্তি ফি দিবে না বলে মাইক মারছিল সাধারণ শ্রমিকরা। এ সময় তাদের মাইকটি আটক করা হয়। এ ক্ষোভে শ্রমিকরা নেতৃবৃন্দকে মারধর এবংঅগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটিয়েছে। জেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের বর্তমান আহ্বায়ক কমিটির আহবায়ক মোঃ হুসেন বেপারী সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। টাঙ্গাইল ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার এস এম হুমায়ুন কাণায়েল বলেন,আধাঘন্টা চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনা হয়েছে।

মান্দায় অটো হুইল চেয়ার পেল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী

মান্দা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মান্দায় প্রতিবন্ধী এক শিক্ষার্থীকে অটো হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উদ্যোগে হুইল চেয়ারটি প্রদান করা হয়। প্রতিবন্ধী ওই শিক্ষার্থীর নাম বাঁধন বাবু (১২)। সে পাকুড়িয়া ইউনাইটেড উচ্চবিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী ও পাকুড়িয়া গ্রামের মাহাবুর রশিদের ছেলে। এ উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহ আলম মিয়া শিক্ষার্থী বাঁধন বাবুর হাতে অটো হুইল চেয়ারটি তুলে দেন। এ সময় উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা শাকিল আহমেদ ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শায়লা শারমিন উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা শাকিল আহমেদ বলেন, ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বাঁধন বাবুকে অটো হুইল চেয়ার দেওয়া হয়েছে।

মুলাদীতে গ্রাহকের হামলায় পল্লী বিদ্যুতের কর্মকর্তাসহ আহত ৬

মুলাদী, বরিশাল প্রতিনিধি : বরিশালের মুলাদীতে গ্রাহকের হামলায় পল্লী বিদ্যুত সমিতির কর্মকর্তাসহ ৬জন আহত হয়েছেন। বিদ্যুত না থাকায় মিটার রিডার ইউনিট বলতে ব্যার্থ হওয়ায় গ্রাহক ও তার লোকজন হামলা করেছেন বলে দাবি আহতদের। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১টার দিকে উপজেলার সফিপুর ইউনিয়নের ভেদুরিয়া এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। শরীয়তপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গোসাইরহাট আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ মহা ব্যবস্থাপক (ডিজিএম) মো. আব্দুল মতিন মিয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এঘটনায় মুলাদী থানায় মামলা করা হবে বলে জানান তিনি। হামলায় আহতরা হলেন, গোসাইরহাট পল্লী বিদ্যুৎ কার্যালয়ের সহকারী প্রকৌশলী সাদেক খান, এইসি মাসুদ রানা, লাইন ম্যান বিশ্বজিৎ তালুকদার ও রবিন দেওয়ান, ইলেকট্রিশিয়ান ইমরান হোসেন ও মিটার রিডার রুবেল হোসেন। এদের মধ্যে ইলেকট্রিশিয়ান ইমরান ও লাইন ম্যান রবিন দেওয়ানকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। অন্যান্যদের গোসাইরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলে জানান পল্লী কিদ্যুতের কর্মকর্তারা। লাইন ম্যান বিশ্বজিৎ বলেন, বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের আশপাশে গাছের ডালপালা কাটার জন্য গতকাল মঙ্গলবার ভেদুরিয়া এলাকায় সংযোগ বন্ধ রাখা হয়। দুপুরে মিটার রিডার রুবেল মিয়া রিডিং সংগ্রহ করতে গেলে ভেদুরিয়া গ্রামের জহির মুন্সী তাঁর মিটারের রিডিং ও ব্যবহৃত ইউনিট জানতে চান। বিদ্যুৎ না থাকায় ওই গ্রাহকের মিটারে রিডিং দেখা না যাওয়ায় ইউনিট বলতে পারেননি রুবেল মিয়া। বিকেলে বিদ্যুত আসার পরে মিটার রিডিং জানানোর আশ্বাস দেন তিনি। কিন্তু ওই গ্রাহক তাৎক্ষণিক রিডিং জানতে চাওয়ায় উভয়ের মধ্য বাগবিতাণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে গ্রাহক ক্ষিপ্ত হয়ে রুবেলকে মারধর করেন।

পাথর কেটে শিলপাটা তৈরি করছেন দুই ব্যক্তি। সেখানে ওড়া ধুলাবালুতে স্বাস্থ্য ঝুঁকির আশঙ্কা আছে তাঁদের। মহাস্থান সেতু এলাকা, শিবগঞ্জ, বগুড়া,

পর্তুগালকে থামিয়ে কোয়ার্টারে ক্রোয়েশিয়া

স্পোর্টস ডেস্ক : উয়েফা নেশনস লিগে পর্তুগাল আগেই কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে। তাই এই ম্যাচে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোসহ তারকা ফুটবলারদের বিশ্রামে রাখেন কোচ রবার্তো মার্টিনেজ। পর্তুগালের এই দ্বিতীয় সারির দলের সঙ্গে ড্র করতেই ঘাম ঝরলো ক্রোয়েশিয়ার। ঘরের মাঠে শেষ পর্যন্ত অবশ্য তারা ১-১ গোলের ড্রয়েই স্বস্তি খুঁজে পেয়েছে। মূল্যবান একটি পয়েন্ট যে শেষ আটের টিকিট নিশ্চিত করেছে ক্রোয়াটদের। রোনালদো ছাড়াও ব্রুনো ফার্নান্দেস, পেদ্রো নেতো, মূল গোলরক্ষক দিয়োগো কস্তা ও অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার বের্নার্দো সিলভাকে বাইরে রেখে খেলতে নামে পর্তুগাল। তারকা খেলোয়াড়দের ছাড়া নেমেও ম্যাচে প্রথমে লিড নেয় তারা। ৩৩ মিনিটে হোয়াও ফেলিক্সের দারুণ নৈপুণ্যে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। ভিতিনহার ফ্রি কিক বল প্রথম ছোঁয়ায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে, দ্বিতীয় ছোঁয়ায় বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শটে গোলটি করেন চেলসি ফরোয়ার্ড। এক পয়েন্টের জন্য মরিয়া ক্রোয়েশিয়া গোল শোধের চেষ্টা করতে থাকে। অবশেষে ৬৫ মিনিটে ভাগ্য খোলে তাদের সতীর্থের ক্রস বাইলাইনের কাছে পেয়ে দুরূহ কোণ থেকে শটে সমতা টানেন ম্যানচেস্টার সিটির ডিফেন্ডার ভার্দিওল। যোগ করা সময়ে জয়সূচক গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিল ক্রোয়েশিয়া। কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়নি। বুদিমিরের হেড পোস্টে বাধা পেলে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়ে দুই দল। এদিকে গ্রুপের আরেক ম্যাচে পোল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে তৃতীয় হয়ে শেষ করেছে স্কটল্যান্ড।

কে এই রোনালদোর ইন্টারনেট 'ভেঙে দেওয়া' অতিথি

স্পোর্টস ডেস্ক : মাঠে তো বটেই, সোশাল মিডিয়াতেও দাপুটে বিচরণ ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর। মাস তিনেক আগেই নিজের ইউটিউব চ্যানেল খুলেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। যেখানে অনুসারী ও দর্শকসংখ্যায় এরই মধ্যে ভাঙছেন একের পর এক রেকর্ড। তার ইউটিউব শোতে এরই মধ্যে হাজির হয়েছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক ইংলিশ ডিফেন্ডার রিও ফার্দিনান্দের মতো তারকা। এবার নতুন অতিথি কে হবেন? খোদ রোনালদো জানালেন, 'আমরা ইন্টারনেট ভেঙে (ঝড় তোলা) দিতে যাচ্ছি।' ভক্তদের ধারণা তাহলে কি মেসি আসছেন? যদিও বিষয়টি এখনো গোপনীয় থাকছে। রোনালদোর ইউটিউব চ্যানেলের নাম ইউআর ক্রিশ্চিয়ানো। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই সেখানে সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা ৫০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন মুহূর্ত ছাড়াও ফুটবল নিয়ে নিজস্ব ভাবনাচিন্তা শেয়ার করেন সেখানে। ভক্তদের উন্মাদনারও শেষ নেই 'ইউআর ক্রিশ্চিয়ানো'কে নিয়ে। এবার সেখানে আসতে পারেন এমন একজন, যাকে দেখে চমকে যাবে নেটদুনিয়া। সম্প্রতি রিও ফার্দিনান্দের সঙ্গে একটি ভিডিও পোস্ট করেন রোনালদো। ২ মিনিট ৩ সেকেন্ড ব্যাপ্তির সেই ভিডিওটির টাইটেলে লেখা 'আমার নতুন অতিথি। খুবই গোপনীয়।' এ সময় ফার্দিনান্দের সঙ্গে রোনালদোকে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখা যায়। যদিও শব্দ বন্ধ করা ভিডিওটির সাবটাইটেল পড়ে বুঝে নিতে হচ্ছিল দুজনের কথোপকথন। একসময়ের সতীর্থকে রোনালদো বলছিলেন, 'কিছু ভুলে গেলে নাকি?' ফার্দিনান্দের জবাব, 'তোমার পরের অতিথি কে, সেটা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি।' এরপর রোনালদো বলেন, 'আমরা এখন রেকর্ড করছি।' পাল্টা ফার্দিনান্দ জানতে চান, 'এখানে কি সে আছে?' হ্যাঁ সূচক মাথা নেড়ে সম্মতি দেন রোনালদো। এরপর অতিথির নাম জানতে চাওয়া হলে বলেননি সিআরসেভেন। আরও চাপাচাপি করলে রোনালদোর জবাব 'আমরা ইন্টারনেট ভেঙে দিতে যাচ্ছি।' স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা, তাহলে কি মেসি আসতে চলেছেন রোনালদোর ইউটিউব চ্যানেলে? মন্তব্যের ঘরে অনেকে সেটি জানতে চেয়ে পাল্টা প্রশ্নও ছুঁড়ে দিয়েছেন। দুই মহারথীকে এক সঙ্গে দেখা গেলে সেটি সত্যি সত্যিই ইন্টারনেটে ঝড় তুলবে। এরই মধ্যে কল্পনাপ্রসূত দুজনের একসঙ্গে ছবিও শেয়ার করতে শুরু করেছেন অনেকে। প্রজন্মের দুই সেরা তারকা মেসি-রোনালদোর দ্বৈরথ দীর্ঘ সময় ধরে ভক্ত-সমর্থকদের মাতিয়ে রেখেছেন।

নতুন মিশনের জন্য পড়াশোনা শুরু করেছেন ডি মারিয়া

স্পোর্টস ডেস্ক : চলতি বছর কোপা আমেরিকা জয়ের পর অবসরের ঘোষণা দেন আর্জেন্টাইন তারকা? ফুটবলার ডি মারিয়া। বর্তমানে তিনি খেলছেন পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকায়। সেই সঙ্গে নিজের নতুন মিশনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন ডি মারিয়া। খেলোয়াড়ি জীবন পুরোপুরি শেষ করে কোচ হতে চান এই বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার। তাই কোচ হওয়ার জন্য পড়াশোনা শুরু করেছেন ডি মারিয়া। ক্লাঙ্ক মিডিয়ার এক সাক্ষাৎকারে এ কথা জানান তিনি। ডি মারিয়া বলেন, আমি কোচ হওয়ার জন্য কোর্স করছি। যদি সুযোগ আসে, সেজন্য করছি। ৩০ বছর বয়স থেকে আমি ফুটবলকে আলাদাভাবে দেখতে শুরু করেছিলাম এবং বিশ্লেষণ করতাম। তিনি আরও বলেন, আমি শুধু খেলোয়াড়ের দিক থেকে নয়, কোচ কেমন চোখে দেখে সেটাও ভাবতে শুরু করেছিলাম। আমি জানি যে, কোচিং করা অনেক বেশি কঠিন। কারণ, এটা অনেক বেশি সময় নেয়। একজন খেলোয়াড় হিসেবে আপনি শুধু অনুশীলন করবেন, তারপর বাড়ি যাবেন।

দলে জায়গা না পাওয়ায় কর্মকর্তাকে অবরুদ্ধ, অতঃপর

স্পোর্টর্স ডেস্ক : বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশন ডেভিস কাপ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে। সেখানে হানিফ মুন্না দ্বিতীয় বাছাই হয়েও কেন দলে নেই এ নিয়ে সাধারণ সম্পাদক হায়দার ও বাছাই কমিটির আহ্বায়ক খালেদ আহমেদ শৃঙ্খলাজনিত নানা ব্যাখ্যা দিতে থাকেন। সেই সময় টেনিস কমপ্লেক্স অবস্থান করে প্রতিবাদ জানান হানিফ। ফেডারেশনের দাপ্তরিক কাজ শেষে যখন খালেদ বের হচ্ছিলেন, তখন হানিফ কয়েকজনকে নিয়ে খালেদের পথ অবরোধ করেন। খালেদ নিচ থেকে পরে বাধ্য হয়ে ফেডারেশনের ওপরে যান। সেখানেও তাকে একপ্রকার রুমে আটকে রাখা হয়।

স্কোয়াডে ৬ ইনজুরি, আর্জেন্টিনার পরের ম্যাচে খেলবেন কারা?

স্পোর্টস ডেস্ক : মাঠের প্রতিপক্ষ না, আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনির সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ যেন ইনজুরি। পেরুর বিপক্ষে ম্যাচের আগে তার দলে অন্তত ৬ জন রয়েছে ইনজুরির কবলে। জের্মান পেৎজেল্লাকে দিয়ে শুরু, এরপর একে একে ইনজুরির খাতায় নাম তুলেছেন অনেকেই। সবশেষ ইনজুরিতে পড়েছেন ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো। পেরু ম্যাচের আগে নিজেদের শেষ প্র্যাকটিস সেশনে তাই বেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দলকে খেলিয়েছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। লা বোম্বোনেরা স্টেডিয়ামে পেরুর বিপক্ষে ম্যাচে কেমন স্কোয়াড নামাবেন স্কালোনি তার একটা আভাসও পাওয়া গেছে এই প্র্যাকটিস সেশন থেকেই। লিওনেল স্কালোনি দল নিয়ে প্রেস কনফারেন্সে কোনো কথা না বললেও এই ম্যাচে অন্তত দুই পরিবর্তন থাকছে তা নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টাইন গণমাধ্যম। নাহুয়েল মলিনার বদলে দলে আসবেন গঞ্জালো মন্তিয়েল। আর ডিফেন্সে কুটি রোমেরোর জায়গায় থাকবেন নিকোলাস বালের্দি।

চোটের কারণে শেষ ম্যাচের পর ছিটকে গেছেন দুই আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার নাহুয়েল মোলিনা ও ক্রিস্টিয়ান রোমেরো। নিকোলাস তালিয়াফিকোকে নিয়েও ছিল শঙ্কা। তবে কাঁধের ইনজুরি থেকে এই লেফটব্যাক অনেকটাই সেরে উঠেছেন। অনুশীলনেও ছিলেন সাবলীল। তাকে শুরুর একাদশে দেখা যেতেও পারে।

তবে কোনো কারণে তিনি না খেললে ফাকুন্দো মেদিনার সে জায়গায় দলে প্রবেশ নিশ্চিত। এমিলিয়ানো মার্তিনেজ; গঞ্জালো মন্তিয়েল, নিকোলাস ওতামেন্দি, লিওনার্দো বালের্দি, নিকোলাস তালিয়াফিকো; রদ্রিগো ডি পল, এনজো ফার্নান্দেজ, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার; লিওনেল মেসি, হুলিয়ান আলভারেজ, লাউতারো মার্তিনেজ। কনমেবল অঞ্চলের বাছাইপর্বে এই মুহূর্তে আর্জেন্টিনা আছে শীর্ষে। ২২ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে তারা। দুইয়ে থাকা উরুগুয়ের পয়েন্ট ১৯, সমান পয়েন্টে কলম্বিয়া পিছিয়ে আছে গোলব্যবধানে। ১৭ পয়েন্ট নিয়ে কনমেবল অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের চতুর্থ স্থানে আছে ব্রাজিল। এই ম্যাচ দিয়েই নিজেদের বছর শেষ করবে আর্জেন্টিনা।

টানা দ্বিতীয় কোপা আমেরিকা জয়ের বছরটা জয় দিয়েই বিদায় জানাতে চাইবে দলটি। একইসঙ্গে বছর শেষ হচ্ছে লিওনেল মেসির। চলতি বছর দেশের জার্সিতে ফর্মহীনতায় থাকা মেসি শেষ ম্যাচে কেমন পারফর্ম করে, সেদিকে তাকিয়ে থাকবে গোটা দুনিয়া।

শেষ মিনিটের গোলে স্পেনের জয়

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ম্যাচ তখন ড্রয়ে শেষ হওয়ার পথে। ৯৩ মিনিটে ব্রায়ান জারাগোজা আদায় করে নিলেন পেনাল্টি। সফল স্পট কিকে গোল করলেন তিনিই। নেশনস লিগে ৫ গোলের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে নাটকীয় এক জয় পেলো স্পেন। ঘরের মাঠে রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে ৩-২ গোলে জিতেছে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। ৫ গোলের ৪টিই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। নিস্প্রাণ প্রথমার্ধে ৩২ মিনিটে ইয়েরিমো পিনোর গোলে এগিয়ে যায় স্পেন। দ্বিতীয়ার্ধের ৬৩ মিনিটে জোয়েল মন্তেইরো সমতা টানার পাঁচ মিনিট পর স্বাগতিকদের ফের লিড এনে দেন বদলি নামা ব্রায়ান হিল। শেষ দিকে (৮৫ মিনিটে) আন্দি জেকিরি পেনাল্টি থেকে আরেক দফা সমতা ফেরানোর পর যোগ করা সময়ে পেনাল্টি গোলেই ব্যবধান গড়ে দেন স্পেনের আরেক বদলি খেলোয়াড় ব্রায়ান সারাগোসা। গ্রুপের শীর্ষে থেকে আগেই কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছিল স্পেন। অন্যদিকে সার্বিয়ার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে দ্বিতীয় স্থানে থেকে শেষ আটে উঠেছে ডেনমার্ক।

সাহিত্য

একটি সোনার দুল

আনোয়ারা সৈয়দ হক

এরকম হবার কথা ছিল না, কিন্তু কখন যে মানুষের কী হবে, তা কি কেউ বলতে পারে? নইলে আজ যখন হানুফা বেগম বাজারে যাচ্ছিল তার ছোট ছেলেটির হাত ধরে, তখনো সে ভাবেনি তার কপালে এই নতিজা লেখা আছে। হানুফা বেগমের বাজার খুব সংক্ষিপ্ত ছিল। শাশুড়ির বায়না অনুযায়ী কিছু চুঁইঝাল আর ছোট মাছ। চুঁইঝাল এই এলাকায় বেশ প্রসিদ্ধ একটা খাবার। খাবার বলাটা হয়তো ঠিক নয়, তবে তরকারি রান্না করতে গেলে চুঁইঝাল দিয়ে রান্না করলে তরকারির বেশ স্বাদ হয়। এর আগে অনেকবার সে বাজারে গেছে এবং চুঁইঝাল কিনে এনেছে। হানুফা অবশ্য এই এলাকার মেয়ে নয়। তার বাড়ি বরিশাল সদরে। কিন্তু মইদুল মিয়াকে বিয়ের পর বিগত প্রায় সাত বছর ধরে সে এই এলাকার অধিবাসী হয়েছে। মইদুল মিয়া নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল বলে প্রথম প্রথম শাশুড়ির অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে তাকে, এরপর হানুফার কোলে ছেলে এলে এই বৈরিতা দূর হয়েছে ধীরে ধীরে। এখন তো হানুফা বলতে তার শাশুড়ি অজ্ঞান।

এই এলাকায় অনেক বাড়ির মেয়েরা নিজেরা বাজার করে। বাজার কাছেই। অনেক বড় বাড়ির মহিলারাও আজকাল বাজারে ঢুকে নিজের পছন্দমাফিক মাছ, তরকারি বা মাংস কিনে নিয়ে যায়। অনেক বাড়ির পুরুষেরা সকাল ৮টার আগেই কাজে চলে যায়। সবদিন তাদের পক্ষে বাজার করে রেখে যাওয়া সম্ভব হয় না। এলাকায় বেশ কয়েকটা গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি আছে। মেয়েদের বাইরে বেরিয়ে বাজারঘাট করার প্রতিও পুরুষদের সমর্থন আছে। অথবা সমর্থন না থাকলেও মনে হয় পরিবেশের চাপে তারা এটা মেনে নিয়েছে। তবে সপ্তাহের বড় বাজার এখনো পুরুষদের হাতে। তারা সপ্তাহান্তে নিজেরা বাজারে গিয়ে ইচ্ছেমতো বাজারঘাট করে। তখন তাদের সঙ্গে স্ত্রীরা থাকে না। থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ বাজারের পছন্দ-অপছন্দ সবই পুরুষের মনমেজাজ অনুযায়ী। তাদের নিজস্ব খাবারের রুচি অনুযায়ী।

হানুফা আজ সকাল করেই রওনা হয়েছিল বাজারের দিকে। মইদুল গার্মেন্ট ফ্যাক্টরির কেয়ারটেকার। সুতরাং সে সকালেই কাজে রওনা হয়ে গিয়েছে। শাশুড়ির কথা অনুযায়ী চুঁই, ছোট মাছ আর হানুফার ইচ্ছে অনুযায়ী সজনের খাড়া এক গোছা, কিছু পেঁয়াজ মরিচ আর তেল মশলা। ব্যস, বাজার শেষ।

বাচ্চা ছেলেটির হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে রওনা হয়েছিল হানুফা। তেলিপাড়া দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল রাস্তার মাঝে ম্যানহোল খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। আরেকটু হলে খোলা ম্যানহোলে পা হড়কে পড়ে যেত সে। সামলে উঠে সে ছেলের হাত ধরে বলল, দেখলিরে সইদুল, কতবড় একখান গর্ত? আরেট্টু হলি আমরা তো পা হড়কেই পড়তাম!

সইদুলের বয়স পাঁচ বছর। সে কথা বলে কম। আঙুল চোষে বেশি। মায়ের কথা শুনে সইদুল মুখ থেকে আঙুল সরিয়ে বলে উঠল, আমরা না, আমি! আমি তো সেই কখুন ধরে দেখছি গর্তের মুখি চাতাল নেই!

-অ্যাই দুষ্ট, তো আমারে বলিসনি ক্যান? রাগ করে বলে উঠল হানুফা। আর বলতে বলতে ম্যানহোলের কাছে গিয়ে সে ঝুঁকে তাকিয়ে দেখল ভেতরে কতখানি গর্ত দেখা যায়!

ঝুঁকে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে মাথার ঘোমটা খুলে গেল তার। আর টুক করে একটা শব্দ হলো। আর হানুফা, হাই আল্লা, বলে কানে হাত দিয়ে দেখল তার ঝোলানো কানের দুলের একটা টুকুস করে সেই ম্যানহোলের গর্তে পড়ে গেল চোখের নিমেষে।

-হায়, হায়, ও সইদুল, কী হলো রে, কী সব্বোনাশ হলো রে বাজান, বলে উঠল হানুফা।

এই কানের দুল তার শাশুড়ির দেওয়া। হারালে খবর আছে!

তার মুখে সর্বনাশের কথা শুনে তেলিপাড়ার মোকসেদ মিয়া দৌড়ে এলো।

-ও ভাবি, হলোডা কী?

-ভাইরে, আমার কানের দুলডা

-কী হয়েছে কানের দুলির? জিজ্ঞেস করল মোকসেদ।

-কানের দুলডা আমার পইড়ে গেছে পাগাড়ে, ভাই। বলে উঠল হানুফা। তার গলায় আর্তি ফুটে উঠল।

-কুথায় পড়ল? কোনখানে পড়ল, এই হানুফা? এবার মোকসেদের সঙ্গে সঙ্গে মিজানুর মোল্লা দৌড়ে এলো। সেও তখন চটের থলি হাতে বাজারে যাচ্ছিল।

-উই যে ওইখানে। আঙুল নিচু করে দেখাল হানুফা।

সকলেই এরপর তাকিয়ে দেখল। একরাশ পাগাড় ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না।

কানের দুলটা ভারী ছিল। আধা ভরি না হলেও তার কাছাকাছি। আর ভারী ছিল বলেই না টুপ করে কান থেকে খুলে পড়ে গেল। এখন কী হবে? হানুফা একবার ভাবল স্বামী মইদুলকে সে মোবাইল করে জানায়। কিন্তু তার স্বামী কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে, অসময়ে ফোন করলে সে অনেক সময় রেগে যায়। সুতরাং তাকে এই দুঃসংবাদ দিয়ে ব্যতিব্যস্ত না করে নিজে নিজেই দুল উদ্ধারে সচেষ্ট হলো হানুফা।

করুণ চোখে সে একবার মোকসেদ আরেকবার মিজানুর মোল্লার দিকে তাকিয়ে বলল, একখান লম্বা লাঠি হলি পরি দুলডা খুঁজে দেখতাম, ভাইজান।

-এই যে লাঠি। পাড়ার কিছু লোকজন ইতোমধ্যে জড়ো হয়েছিল, তাদেরই একজন দয়া করে একটা বাঁশের চটা এনে দিলো মিজানুরের হাতে।

বাজারের ব্যাগ একপাশে ফেলে রেখে মিজানুর মোল্লা ম্যানহোলের গর্তে পা ঝুলিয়ে বসে বাঁশের চটা দিয়ে খুঁজতে লাগল কানের দুল।

একবার এদিকে খুঁজল, একবার ওদিকে। তারপর চতুর্দিকে। কিন্তু কোথাও দুল খুঁজে পেল না।

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন বলে উঠল, ও মিজানুর মিয়া, এই ভাবে কাদা খুঁড়লি কি দুল খুঁজে পাবানে? তুমি যে রকমভাবে খুঁজতিছো, তাতে করে সারাদিন লেইগে যাবেনে খুঁজে বার করতি।

-তো কীভাবে খোঁজবো, কও? মিজানুর বক্তার দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলল।

দৃশ্যতই সে একটু বিরক্ত হয়েছে। এমনিতে পাগাড়ের কাদা ঘাঁটার জন্যে বাতাসেও এখন পচা কাদার গন্ধ ভেসে উঠছে। অনেকেরই নাক জ্বালা করছে। তবু অনেকেই ঝুঁকে তাকিয়ে দেখছে পাগাড়ের ভেতরে। অনেকে একধ্যানে তাকিয়ে দেখছে। ওই কি কোথাও চিকচিক করে উঠল? ওই কি একটা বস্তু নড়ে উঠল কাদার গহিন গহ্বরে?

আরেকটা দুল এতক্ষণ কানেই ঝুলছিল হানুফার, একটু আগে সচেতন হয়ে সে অন্য কান থেকে দুলটা খুলে হাতের পয়সার ব্যাগে ভরেছে।

হানুফার মাথায় এখন নানা চিন্তা খেলা করতে লাগল। তার চোখের সামনে যেভাবে কাদা ঘাঁটা হচ্ছে তাতে করে দুলটা যে তার সারা জীবনের জন্যেই হারিয়ে গেল এমন একটা ভয় এখন শুরু হয়েছে মনে। অথচ দুলটা টুপ করে কাদায় পড়ে গেলেও বেশি গভীরে যে যায়নি, এটা সে তখনই বুঝতে পেরেছিল। যদি ওদের কারো কাছে সাহায্য না নিয়ে হানুফা নিজে নিজে বাঁশের চটা দিয়ে দুলটা উদ্ধার করার চেষ্টা করত, তাহলে হয়তো এতক্ষণে সে উদ্ধার করে ফেলত। কিন্তু এখন পানি অনেকদূর গড়িয়ে গেছে মনে হচ্ছে। তাই যদি হয় আর স্বামী মইদুল যদি শোনে যে কারো প্ররোচনা ছাড়াই সে নিজে ইচ্ছে করে ম্যানহোলের গভীরতা কতখানি পরিমাপ করার জন্যে মাথা ঝুঁকিয়েছিল, আর তার ফলে আজ এই সর্বনাশ, তাহলে হানুফার কপালে দুর্গতি আছে। তখন আর নিজে শখ করে একদিন হানুফাকে বিয়ে করে ঘরে তুলে এনেছিল সে-কথা খেয়াল থাকবে না। ঘরের টঙে ঝুলিয়ে ফেলবে সে আজ হানুফাকে। রাত বা দিন তখন সব সমান। বাঁশের চটা দিয়ে কাদা ঘাঁটতে ঘাঁটতে পরিশ্রান্ত হয়ে উঠল মিজানুর মোল্লা। অথচ কাজটা ফেলে রেখে হাত ঝাড়া দিয়ে ব্যাগ হাতে বাজার করতে যাবে, এ-চিন্তাও তার মাথায় এলো না। যেন হানুফা বেগমের কানের দুল উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আজ আর নাওয়া-খাওয়া নেই, এমনি মনে হতে লাগল তার। অথচ এরকম হওয়ার কোনো কারণ ছিল না।

সত্যি বলতে হানুফা বেগম তার কে?

মোকসেদ মিয়া একসময় মিজানুর মোল্লার হাত থেকে বাঁশের চটা তুলে নিয়ে নিজেই খোঁচাখুঁচি শুরু করে দিলো। মিজানুর তার ঝুলন্ত পা তুলে নিল ওপরে। এবার পা ঝুলিয়ে বসল মোকসেদ মিয়া। মোকসেদ মিয়া বুদ্ধিমান। সে আরেকটা বাঁশের লাঠি জোগাড় করে দুটো লাঠির সাহায্যে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দিলো। তার কেন যেন ধারণা হলো এভাবে সে দুলটা খুঁজে পাবেই। এতবড় একটা সোনার দুল নইলে যাবে কোথায়?

এরপর ধীরে ধীরে লাঠি দুটো গভীরে যেতে লাগল। গভীরে, আরো গভীরে। যেন এর কোনো তল নেই! অথচ এই নর্দমা এত গভীর তো নয়। এখনো পরিষ্কার করার সময় নিচের সিমেন্টে চোখ পড়ে। তির তির করে সেখানে পানি বয়ে যায়।

অথচ সেই চেনা নর্দমাই এখন অচেনা! আরে, আশ্চর্য!

অনেকক্ষণ কাদা ঘাঁটাঘাঁটির পর মোকসেদ মিয়া ক্ষান্ত দিলে আবার শুরু করল মিজানুর। তবে এবার আর বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করল না সে। একটু পরে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে লুঙির মালকোচা ঝাড়া দিয়ে খুলে হাতে ব্যাগ তুলে রওনা দিলো বাজারের দিকে। নইলে ওদিকে বেলা হয়ে যায়। মোকসেদ মিয়া কোথাও কাজ করে না। তার বাড়ির সামনেই চালডালের দোকান। দোকানে তার ছেলে বসে আছে। মিজানুর মোল্লা রণে ভঙ্গ দিলে তাই সে দ্বিগুণ উৎসাহী হয়ে আবার খুঁজতে শুরু করল দুল। এসব কাজের একটা নেশা আছে। জেদও আছে। আর সেটা হলো, আরে, চোখের সামনে দিয়ে জিনিসটা পালাবে কোথায়? তাকে ধরা দিতেই হবে। মানুষের চোখের সামনে জিনিস অদৃশ্য, তাও এরকম দিনে দুপুরে, সহ্য করা মুশকিল। মন মানতে চায় না। তাছাড়া যেখানে দুলটা পড়েছে, সেটা তো ওই চোখেই দেখা যায়। সেখানে এত লুকোচুরি কীসের?

অস্থাবর বস্তুরও কি মন আছে? তারও কি কখনো অনীহা এসে যায় মানুষের সংসারে?

মাথার ওপরে সূর্য উঠে আসছে। ধীরে ধীরে। যেন তার কোনো তাড়াহুড়ো নেই। যে কাজ রোজই করতে হয় তাতে আবার তাড়াহুড়ো কীসের?

কিন্তু হানুফার তাড়াহুড়ো পড়ে গেল। সেই কখন সে বাজার করবে বলে বাসা ছেড়ে বেরিয়েছে। এদিকে তার ছেলের চোখে ঘুম এসে গেছে। মায়ের কোলে চেপে বসেছে সে এখন। মায়ের ঘাড়ে মাথা রেখে সে ঘুমোচ্ছে। তার মুখে পোরা আছে বুড়ো আঙুল। এই আঙুল মুখে ছাড়া তার ঘুম হয় না।

হানুফা হঠাৎ করে মোকসেদ মিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, আমি বাজারে যাইগে, ভাইজান। কপালি থাকলি পরে এতক্ষুণ জিনিসটে পেয়ে যাতাম, বোঝলেন? কপালে নেই। হারায়ে গেছে। যাকগে, আল্লা যা করে। আপনি আর এত কষ্ট করবেন না, যান, আপনার দুকানে ফিরে যান।

এ-কথা বলার পেছনে হানুফার আরো একটা কারণ ছিল। আর তা হলো, সে বাজার করতে গেলে যদি দুলটা মোকসেদ মিয়া খুঁজে পেয়ে গাপ করে দেয়, তার চেয়ে সোনার দুলটা পাগাড়ে পড়ে থাকাই ভালো! কিন্তু মোকসেদ মিয়া তার কথার ভাঁজ বুঝতে পারল বলে মনে হলো না। সে তার কোনো কথার উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে ম্যানহোলে পা ঝুলিয়ে একমনে ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল।

হানুফা আর কী করে। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে বিমর্ষ মনে সে রওনা দিলো বাজারে।

বাজার থেকে ফেরার পথে সে দেখল পাগাড় ঘাঁটাঘাঁটি তখনো চলছে। মিজানুর মোল্লা নেই। মোকসেদ মিয়াও আর নেই। তাদের বদলে অচেনা আরো কয়েকজন ম্যানহোলটাকে ঘিরে বসে আছে। একটা বাচ্চা ছেলেকে এবার ম্যানহোলের হাবড়ের ভেতরে নামানো হয়েছে। সে লুঙি মালকোচা মেরে ম্যানহোলের কাদায় নেমে পড়েছে খালি পায়ে। কাদার ভেতরে খালি পা নেড়ে নেড়ে সে দেখছে কোথাও দুলটার উদ্দেশ পাওয়া যায় কী না।

হানুফা কিছুক্ষণ যেন হতভম্ব হয়ে তাদের কাণ্ডকারখানা দেখল। তারপর, দুলডা পালি পরে আমারে খবর দিয়েন, কথাটা বলে সে রওনা দিলো বাড়ির দিকে। ভাবল, রান্নাবান্না শেষে, শাশুড়িকে খাইয়ে এবং বিশ্রামে পাঠিয়ে সে আবার একবার এসে দেখে যাবে। বলা যায় না, দুলটা খুঁজে পাওয়াও যেতে পারে। জলজ্যান্ত একটা জিনিস এভাবে চোখের পলকে হাওয়া হয়ে যাওয়া কোনোমতেই যেন গ্রহণ করা যায় না।

ওদিকে যারা দুল খুঁজছে, তাদের ভেতরে বচসা বেধে গেছে। মুরুব্বি গোছের একজন বলছে, এতক্ষুণ যখন মিয়ারা পাইলে না, তখুন ইডা আর পাওয়া যাবে নানে। কারণ মনে রাখবা এই যে ময়লা যাওয়ার স্যুয়ারেজ, এও দক্ষিণা চায়! কী সে দক্ষিণা? সেইডা হলো, দান। হানুফা বেগমের কানের দুল এই দান হিসেবে গ্রহণ করিছে স্যুয়ারেজ। রাতদিন মানুষির গু-মুত পার করতি করতি তারও একটা দাবি আছে এলাকাবাসীর কাছে! প্রতিদান ছাড়া এ-দুনিয়ার কোনো কিছু ঠিকমতন চলে না। চলতি পারে না। এইসব অনেক গভীর কথা তুমরা বুঝবা নানে। এর জন্যি বুদ্ধি খরচ করা লাগে। কেন, দেখ না, আমাগের বুড়ি পুকুর পেত্যেক বছর একখান কইরে মানুষ বলি চায়? ক্যান চায়? তার কারণ সারা বছর ধইরে তার মানুষ সেবার একখান দক্ষিণা। এইবার, এই তো সেদিন, রহিমুদ্দির তেরো বছরের ছেলেডারে বুড়ি পুকুর নিয়ে গেল না? ঠেকাতি পারিল কেউ? না। মনে রাখবা, বিনা দক্ষিণায় আল্লাও খুশি না! তারেও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পইড়ে তার গুণগান করতি হয়।

-এইডা আপনি কি ক'ন চাচা, তা'লি আমাগের মা-বাবার কথাও কি আপনি বলতি চান এইরকম কিছু না দিলি পরে তারাও আমাদের দেখপে নানে? ক্ষুব্ধ হয়ে একজন তরুণ প্রতিবাদ করে উঠল।

তরুণের প্রতিবাদে গুঞ্জন উঠল পরিবেশে। অনেকেই তরুণের কথার সমর্থক তাতে বোঝা গেল।

মুরুব্বি গম্ভীর হয়ে বলল, শোনো মিয়ারা, প্রতিদান বাবা-মাও চায়। কীভাবে? ওই যে তুমাগের রাতদিন বলে, ভালো হও, ভালো হও, লেখাপড়া করো, সৎপথে থাকো, সৎপথে উপার্জন করো। যদি তুমি তাগের কথার প্রতিবাদ করে কও, আমার যা ইচ্ছে, আমি তাই করবোনে, তো তাগের মুখির দিকে তাকায়ে দেখো দিনি একবার! তাহলি বুঝতি পারবা, প্রতিদান কারে বলে! ছেলেমেয়ের ভালো হওয়ার প্রতিশ্রুতি হতিছে গে তাগের ভালোবাসার প্রতিদান। কোনো বাবা-মা যদি জানে তার ছেলে বড় হয়ে খুনি হবে, জোচ্চোর হবে, ঠগবাজ হবে, জেল খাটবে, সন্ত্রাসী হবে, তালি দেখবোনে ক'জন
বাবা-মা তাগের ন্যাগাবানি করে!

মুরুব্বির কথায় একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা নেমে এলো পরিবেশে। দু-একজন অন্যমনস্ক হয়ে নাক খুঁটতে শুরু করল। মুরুব্বি হঠাৎ ম্যানহোলে নেমে যাওয়া ছোকরার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, এবার তুমরা ক্ষ্যান্ত দাও দিনি, অনেক তো হলো। ও দুল আর পাওয়া যাবে নানে।

কিন্তু মুরুব্বির এই উপদেশে যেন ফল হলো বিপরীত। আবার মহাউৎসাহে খোঁজা শুরু হলো।

মুরুব্বির সব উপদেশ মানতে হবে নাকি? দুলখানার দাম কত সে কি জানে?

বাড়ি ফিরে গিয়েও হানুফা বেগমের কাজে মন লাগে না। কোনোরকমে সে ঘর-সংসারের কাজ সারে। দ্রুত হাতে রান্নাবান্না সারে, ছেলেকে গোসল করায়, নিজে গোসল সারে, শাশুড়ির সেবাযত্ন করে, তাকে খেতে দেয়। একবার শুধু হানুফার শাশুড়ি মুখে বলল, আজ তোর বাজার থে ফিরতি এত দেরি হলো ক্যান রে, হানুফা?

উত্তরে হানুফা বলল, বাজারে বান্দর খেলা হচ্ছিল, আপনের নাতি সেই খেলা না দেইখে কি বাড়িত আসপেনে, মা?

মায়ের এরকম কাঁচা মিথ্যা বলা শুনে সইদুল প্রতিবাদ করে বলল, আমি বান্দর খেলা দেখিনি!

তো উত্তরে ছেলের পিঠে কিল মেরে হানুফা বলল, ফের আমার সঙ্গে বাজারে যাওয়ার জন্যি কাল বায়না ধরিস! তখন বুঝবি মজা।

দুপুরে সবকিছু শেষে হানুফা একবার ভাবল একবার বাজারের পথে গিয়ে দেখে আসবে নাকি। কী জানি হয়তো দুলটা কেউ পেয়েও যেতে পারে। আর পেয়ে গেলে হয়তো ব্যাপারটা গোপন করে ফেলতে পারে। হাজার হোক সোনার গহনা বলে কথা। মানুষকে বিশ্বাস নেই। তাছাড়া এখন ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, হানুফার হাতের ভেতরে কিছু নেই। হানুফার হারিয়ে যাওয়া কানের দুল খোঁজার জন্যে এখন পাড়ার মানুষেরা মাঠে নেমে পড়েছে। তাদের হাতেই নির্ভর করছে হানুফার দুল তারা খুঁজবে কি খুঁজবে না। এক্ষেত্রে হানুফার আর বলার কিছু নেই।

এমনকি দুলটা খুঁজে পেলেও তাতে হানুফার আর কোনো দাবি আছে কি না, সে বিষয়েও সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে তার মনে। এইসব জিনিস কিছুক্ষণের ভেতরেই কেমন করে জানি হাত ফসকে অন্যদিকে চলে যায়!

হাবিজাবি চিন্তা করতে করতে কখন যেন হানুফা ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখল তার কানের দুলটা তখনো পাগাড়ে পড়ে আছে। পাগাড়ের কাদার উপচে ওঠা ঢেউয়ে দুলটা এক একবার চিকচিক করে জানান দিচ্ছে তার অস্তিত্ব। আবার ডুবে যাচ্ছে কাদায়। যেন কাদায় ডোবার আগে হানুফার দিকে তাকিয়ে বলছে, এই তো আমি। আমারে খুঁইজে পাতিছো না কী রকম?

ঘুম ভাঙল তার মইদুলের ডাকে। ও বউ, সন্ধেবেলা এত ঘুমোস ক্যানে? জিজ্ঞেস করল মইদুল।

ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসে হানুফা তাকিয়ে দেখল ঘর অন্ধকার। আর সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তার মনে হলো মাথার ভেতরে নানারকম জটিল চিন্তায় ঘুম আরো বেশি গাঢ় হয়ে নেমে এসেছিল চোখের পাতায়। হানুফা লক্ষ করে দেখেছে, যখনই তার মাথার ভেতরে কিছু জটিল চিন্তা-ভাবনার উদয় হয়, তখুনি তার চোখে ঘুম নেমে আসে। এরকম কেন হয় হানুফা জানে না।